


Vol. 44 | No. 3 | 2001

Check for updates


# সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd


## আহমদ শরীফ সম্পাদিত পুথিতে আরবি উর্দু ও ফারসি শব্দ


| | |
|---|---|
| Volume | 44 |
| Issue | 3 |
| Year | 2001 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী |
| Published online | June 1, 2002 |
| DOI | 10.62328/sp.v44i3.12 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v44i3.12 |
| Pages | 121-178 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

# আহমদ শরীফ সম্পাদিত পুথিতে আরবি উর্দু ও ফারসি শব্দ

এ.বি.এম.ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী*

এক.

একথা মোটামুটি সর্বজনবিদিত যে, হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি আমাদের সাহিত্যের সকল শাখার ধারক ও বাহক। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এধারা অব্যাহত ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষে মুদ্রণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী এ পুথির ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায় বটে, তবে সম্পাদনা ও মুদ্রণের মাধ্যমে তার ভাবসম্ভার নতুন রূপে উদ্ভাসিত হয় গ্রন্থাকারে।

স্বনামখ্যাত অধ্যাপক আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯)এর কর্মজীবনের এক পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। এই নিযুক্তি প্রসঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ে অধ্যাপক শরীফ নিজেই বলেছেন,

> .... মোটামুটিভাবে ১৮৯৪ সন থেকে সাহিত্যবিশারদ প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহে, সংরক্ষণে, পরিচায়নে এবং সম্পাদনায় জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি ব্যয় করেছেন। তাঁর সেই নিষ্ঠার সাধনার প্রভাব পড়েছিল হয়তো আমার অবচেতন মনেই। তাই তিনি যখন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর আগ্রহে শেষ জীবনে তাঁর সমস্ত পুঁথির সম্ভার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বিক্রি করতে নয়, নিঃশর্তে দানই করতে চাইলেন—আমি তখন পাকিস্তান রেডিও-র ঢাকা স্টেশনে কাজ করি, এবং আমার নিজের আগ্রহেই সাহিত্যবিশারদকে জানাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁথি পড়ুয়া কোন লোক নেই। কাজেই তাঁরা যদি আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে শিক্ষক করে নেন, তাহলে পুঁথি পড়ার এবং চর্চার একজন লোক মিলবে। সে সময়ে (১৯৪৯-৫০) কোন পদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্টি করা সরকারি অনুমতি সাপেক্ষ ছিল। সেজন্য আমাকে তক্ষুণি লেকচারার না করে কিছু কালের জন্য রিসার্চ এ্যাসিস্ট্যান্ট বা গবেষণা সহকারী রূপে নিযুক্ত করতে রাজি হলেন। আমিও সাহিত্যবিশারদের অসমাপ্ত কাজে সমাপ্তি দানের বিবেকী দায়িত্ববোধে এবং ভবিষ্যতে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগের আগ্রহে আর পদোন্নতির আশ্বাস পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলাম ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৫০এ।[১]

---

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সাক্ষাৎকারের উপরিউক্ত বক্তব্য হতে আহমদ শরীফ-এর পুঁথি সম্পাদনায় আত্মনিয়োগের পটভূমি ও কার্যকারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। আহমদ শরীফের প্রথম প্রকাশিত সম্পাদিত পুথি হল ষোড়শ শতাব্দীর কবি দৌলত উজির বাহরাম খানের *লায়লী-মজনু* কাব্য (১৯৫৮)। এটি প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা একাডেমী থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রদত্ত পুথিগুলোর পরিচায়িকা *পুথি পরিচিতি* (১৯৫৮) আহমদ শরীফের দ্বিতীয় গ্রন্থ। মধ্যযুগের পুথি গবেষকদের জন্য এটি একটি অমূল্য সহায়ক গ্রন্থ। প্রায় ছয় শ পুথির পরিচায়িকা এই পুস্তকে আছে। এই গ্রন্থটির প্রকাশক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ এবং উল্লেখ্য যে, এটি বাংলা বিভাগেরও প্রথম গ্রন্থ। পঞ্চাশের দশকে সেই যে পুথি সম্পাদনার কাজ শুরু করেছিলেন আহমদ শরীফ তার বিরতি ঘটেনি আমৃত্যু। একে একে তাঁর সম্পাদিত অসংখ্য পুথি প্রকাশিত হতে থাকল। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলাউলের *তোহফা* (১৯৫৮) ও *সিকান্দারনামা* (১৯৭৭) মুহম্মদ খানের *সত্য-কলি-বিবাদ সংবাদ* (১৯৫৯), মুহম্মদ কবীরের *মধুমালতী* (১৯৫৯), জয়েনউদ্দীনের *রসুল বিজয়* (১৯৬৪), মুজাম্মিলের *নীতিশাস্ত্র বার্তা* (১৯৬৫), *শাবারিদ খানের গ্রন্থাবলী* (১৯৬৬), কোরেশী মাগন ঠাকুরের *চন্দ্রাবতী* (১৯৬৭), আফজল আলীর *নসিহতনামা* (১৯৬৯), দোনা গাজীর *সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল* (১৯৭৫), সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ* (১৯৭৮) ও *রসুলচরিত* (১৯৭৮), শেখ মুত্তালিবের *কিফায়তুল মুসল্লিন* (১৯৭৮) ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি প্রকাশ করলেন *মুসলিম কবির পদ সাহিত্য* (১৯৬১), *মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহ* (১৯৬২), *পুথির ফসল* (১৯৬৬), *মধ্যযুগের রাগতাল নামা* (১৯৬৭), *বাঙলার সূফী সাহিত্য* (১৯৬৯), *হিন্দু কবির পদসাহিত্য* (১৯৭৩), *সওয়াল সাহিত্য* (১৯৭৬) এবং আরো পুথি। আহমদ শরীফের সম্পাদিত পুথির সংখ্যাও চল্লিশোর্ধ্ব।[২]

অধ্যাপক আহমদ শরীফের পুথি সম্পাদনা মধ্যযুগে বাংলাসাহিত্য গবেষণার নির্ভরযোগ্য উপাদান, সন্দেহ নেই। এতদসত্ত্বেও আমরা সম্পাদিত এসকল পুথিতে ব্যবহৃত আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দের অনুসন্ধান ও অর্থ নিরূপণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করব।

**দুই.**

বাংলা ভাষার জন্ম ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে সপ্তম শতকে, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপধ্যায়ের মতে দশম শতকে। তখনকার বাংলা ভাষার ওপর ব্রাহ্মণ্যবাদের শ্যেন দৃষ্টি পড়েছিল। ফলে সে কালের বাঙালিরা তাদের কথা সহজ ভাষায় না-বলে একটু রহস্যের বেড়াজাল অবলম্বন করেছিল। ইত্যবসরে ইসলাম ধর্মানুসারী ও পারসিক সংস্কৃতিসেবক তুর্কী সেনাদের অভিযানের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিজিত হয়। ফলে তখনকার প্রজাসাধারণের ওপর রাজ দরবারের ধর্ম ও সংস্কৃতির ভাষা-আরবি ও ফারসির প্রভাব পড়তে শুরু করে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় চৌদ্দ শতকের শেষ দিকে রচিত বড়ুচণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে কয়েকটি আরবি ফারসি শব্দের প্রয়োগ থেকে। বাংলার স্বাধীনতার যুগে গৌড়ের সুলতানগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। যেমন সুলতান গিয়াসউদ্দীন

আজম শাহের রাজত্বকালে (১৩৮৯-১৪০৯) পারস্যের কবি হাফিজকে (১৩২০-৮৯) বাংলায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি (আনু. ১৩৮০-১৪৬০) ও বাংলার কবি শাহ্ মুহম্মদ সগীরও সুলতান কর্তৃক অনুগৃহীত হয়েছিলেন। যাহোক, বাঙালি মুসলমানদের দেশীয় সাহিত্য রচনায় তাদের আরবি-চর্চার প্রভাব দেখা যায়। বাংলা ভাষায় যেসব আরবি শব্দ প্রবেশ করেছে, তা বাংলায় ব্যাপকভাবে আরবি ভাষাচর্চার ফল। মুসলমানগণ ইসলামি শরা-শরিয়ত সংবলিত কাব্য এবং মুসলিম ঐতিহাসিক কাহিনী-কাব্য রচনায় হাত দেন। এ সময় কাব্যে স্বাভাবিকভাবেই আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।[৩]

মোগল আমলে ফারসি ছিল রাজভাষা। রাজার ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে হিন্দু জনগণ পিছিয়ে ছিলেন না। মুসলমানদের মত হিন্দুরাও 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে কেতাব পড়া শুরু করতেন। 'বিসমিল্লায় গলদ' বাগধারাটি তার প্রমাণ। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র লেখা থেকে তা জানা যায়। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক ফারসির চর্চা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "মুদ্রার পৃষ্ঠে ফারসি, মসজিদ-গাত্রে ফারসি, গৃহ-নির্মাণ লিপিতে ফারসি, শাহী ফরমানে ফারসি, ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে ফারসি, রাজস্ব বিভাগে ফারসি, শিক্ষা-দীক্ষা ও আলাপ-আলোচনায় ফারসি দেদার চলিতে লাগিল। বিদ্যাবত্তা, চাকরি-বাকরি, এমনকি সভ্যতা-ভব্যতার মাপকাঠিও অচিরেই ফারসি হইয়া উঠিল। অগত্যা বাংলার হিন্দু-মুসলমান সকলেই ফারসি শিখিতে শুরু করিলেন।"[৪]

সতের শতকের কবি আবদুল হাকীম আরবি-ফারসি ও বাংলা ভাষা সম্পর্কে যে কথা বলে গেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।[৫]

আরবি পড়িয়া বুঝ শাস্ত্রের বাখান।
যথেক এলেম মধ্যে আরবি প্রধান॥
আরবি পড়িতে যদি না পার কদাচিত।
ফারছি পড়িয়া বুঝ পরিনাম হিত॥
ফারছি পড়িতে যদি না পার কিঞ্চিত।
নিজ দেশী ভাষে শাস্ত্র পড়িতে উচিত॥
ফারছি এলেম হয় আরবি তনয়।
আরবির অনুরূপ ফারছি লিখয়॥
হিন্দু শাস্ত্র পুস্তক যে ফারছি নন্দন।
পুস্তকের লিখিয়ে (আমি) ফারছি কথন॥
এতিন এলেম মধ্যে এক নাহি যার।
নিশ্চয় তাহার 'দীন' ঘোর অন্ধকার॥

এ যুগের অর্থাৎ মধ্যযুগের শেষ শক্তিধর কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এমনিভাবে বাংলাদেশে আরবি-ফারসির প্রভাব অব্যাহত থাকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত, তথা লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের আমল পর্যন্ত।[৬]

১৭৬০ সালে কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর হতে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কালকে 'দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের' যুগ বলা হয়। সে আমলের সাহিত্য মূলত মুসলমান কর্তৃক বিরচিত। পুথি সাহিত্যের কবিগণ অবাধে আরবি-ফারসি হিন্দি মিশ্রিত ভাষা ব্যবহার করতে থাকেন। পুথি সাহিত্যকে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য' বলেছেন। ১৩২৪ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "যদি পলাশী ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় না ঘটিত, তাহা হইলে এই পুঁথির ভাষাই বাংলা হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত।"[৭]

## তিন.

উপরোক্ত আলোচনা হতে অনুধাবন করা যায় যে, মধ্যযুগের পুথি সাহিত্যের মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যে আরবি, ফারসি শব্দ ব্যবহারের সূচনা হয়। আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত পুথিগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ এতে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দাবলির উৎস ও প্রকৃতি উল্লেখপূর্বক অর্থসমেত একটি তালিকা প্রণয়নের প্রয়াস পাব।

## লায়লী মজনু

অধ্যাপক আহমদ শরীফ-এর সম্পাদনায় কবি দৌলত উজির বাহরাম খা বিরচিত *লায়লী মজনু* শীর্ষক কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। লায়লী মজনুর প্রণয়-কথা একটি কল্পিত আরব্য উপাখ্যান। এ উপাখ্যানের আরবি নাম 'মাজনুন ওয়া লায়লা'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রদত্ত ক্রমিক ৪৪১ বা পুথি ৪৬৩ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিটি ১-৮৬ পত্রে সমাপ্ত। অধ্যাপক শরীফ পুথি নিয়ে গবেষণা করার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন পারিবারিক সূত্রে তাঁর পিতৃব্য প্রখ্যাত পুথি সংগ্রাহক ও গবেষক সাহিত্যবিশারদের নিকট থেকে এ সম্পর্কে তিনি তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ *লায়লী-মজনু* (১৯৫৭)র উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন :

> ... আপনার সাধনা সুন্দর জীবন থেকে প্রেরণা পাওয়ার ফলেই আপনার সংগৃহীত উপাদানে আমার জীবনের প্রথম কৃতি প্রকাশিত হল। জহুরী আপনি, কালের কবল লেখে এ রত্ন আপনিই উদ্ধার করেছিলেন। 'গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা' বলে হিন্দুদের মধ্যে একটি কথা আছে। আমার এ কৃতি নিয়ে আপনাকে স্মরণ করাও অবিকল তা-ই।[৮]

### তোহ্‌ফা

মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আলাউল বিরচিত আলোচ্য তোহ্‌ফা কাব্যগ্রন্থটি অধ্যাপক আহমদ শরীফের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবুদুল হাই কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকালীন পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ (প্রেস সেকশন), ১২৫ মতিঝিল, রমনা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আলোচ্য গ্রন্থে কবি তওহিদ, ইমান, এল্‌ম, রোযা, যাকাত, সবর, তওবা, শহীদ, সুন্নৎ ইত্যাদি বিষয়ে ধর্মীয় বিধিনিষেধ-এর মনোগ্রাহী কাব্যালোচনা উপস্থাপন করেছেন। সম্পাদিত গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯৪।

### পুথি পরিচিতি

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বাংলা পুথির পরিচায়িকা আলোচ্য গ্রন্থটি স্বয়ং সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক সংকলিত। মরহুম সাহিত্যবিশারদ জীবনের প্রায় ষাট বছর যাবৎ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সন্ধান, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণা কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে যে কাজের শুরু, ১৯৫৩ সনের ৩০ সেপ্টেম্বর তার অবসান। এ সুদীর্ঘকালের মধ্যে তিনি যেসব পুথি কালের কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তাদের সবগুলোর পরিচয় তিনি পরিচায়িকারূপে বা প্রবন্ধাকারে রেখে গেছেন। পুথি বিষয়ক তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় পাঁচশতাধিক।[৯] এই গ্রন্থটিও বাংলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এতে প্রায় ছয়শত পুথি পরিচিতি সন্নিবেশিত হয়েছে।

### সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ সংবাদ

বাংলা সাহিত্যে প্রথম রূপককাব্য রচয়িতা কবি মুহম্মদ খান বিরচিত আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি অধ্যাপক আহমদ শরীফ-এর সম্পাদনায় ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মুহম্মদ আব্দুল হাই কর্তৃক প্রকাশিত হয়। সম্পাদিত পাণ্ডুলিপিটির পৃষ্ঠা ২৩১।

### মধুমালতী

কবি মুহম্মদ কবীর বিরচিত আলোচ্য *মধুমালতী* কাব্যগ্রন্থটি অধ্যাপক আহমদ শরীফের সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী হতে বাংলা ১৩৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫২।

### মুসলিম কবির পদ সাহিত্য

ডঃ আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত মধ্যযুগের প্রায় সত্তর জন কবির *মুসলিম কবির পদসাহিত্য* শীর্ষক কাব্যসংকলনটি ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯৫।

### মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ

প্রায় চুয়াত্তর জন কবির কবিতা সংবলিত *মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ* শীর্ষক আলোচ্য কাব্য সংকলনটি অধ্যাপক আহামদ শরীফ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত। এই গ্রন্থেই মুহম্মদ ফসীহ বিরচিত আরবি 'ত্রিশ হরফে মুনাজাত' শীর্ষক পুথিটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এটি বাংলা একাডেমী কর্তৃক বাংলা ১৩৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৩৪। অধ্যাপক শরীফের উক্ত সংকলন ও সম্পাদনা কর্মটি সম্পর্কে বাংলা একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

> অধ্যাপক আহমদ শরীফ সাহেব বাঙলা একাডেমী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে এই সঙ্কলনটি প্রস্তুত করেছেন। এ জন্য তাঁকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত মধ্যযুগীয় বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে কবিতাগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। অনেক নতুন কবিকেও তিনি আমাদের সঙ্গে পরিচিতি করেছেন। [১০]

### নীতি শাস্ত্র বার্তা

কবি মুজাম্মিল বিরচিত অধ্যাপক আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থটি বাংলা একাডেমী হতে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। চারখানা পাণ্ডুলিপির আলোকে 'নীতিশাস্ত্র'র পাঠ-নিরূপণ করা হয়েছে। এর লিপিকাল ১৬৭৯ সাল বলে মনে করা হয়।[১১]

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে কবি মুজাম্মিল-এর কাব্যদক্ষতা, এ কাব্যগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এবং বাংলা একাডেমী কর্তৃক এ গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্দেশ্য বিধৃত হয়েছে একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান-এর নিম্নোক্ত প্রসঙ্গ কথায় :

> মধ্যযুগে মুসলমানদের বাংলা সাহিত্য সাধনার প্রধানতঃ দুটো পৃথক ধারা দেখা যায়—রোমান্টিক রচনা ও ধর্মভিত্তিক রচনা। দ্বিতীয়টিতে ধর্মাচরণ, ব্যবহার শাস্ত্র, শরাহ শরীয়ৎ প্রভৃতি বিষয়ে নিগূঢ় তত্ত্ব ও তথ্য ছন্দোবদ্ধ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি রোমান্টিক রচনায় যেমন পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তেমনি অন্য শ্রেণীর রচনায়ও কম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নি। এর ব্যতিক্রমও যে নেই তা নয়। বর্তমান গ্রন্থের রচয়িতা মুজাম্মিলের কেবল ধর্মবিষয়ক রচনাই এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। মধ্যযুগে মুসলমানদের ধর্মবিষয়ক কাব্য রচনা ক্ষেত্রে কবি মুজাম্মিলের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। এ শ্রেণীর রচনায় তিনি প্রশংসনীয় সার্থকতা অর্জন করেছেন। এ গ্রন্থে মুজাম্মিল দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছেন, অন্যান্য কিছু বিষয়ও অবশ্য স্থান পেয়েছে। অধ্যাপক আহমদ শরীফ কবি মুজাম্মিল সম্পর্কে আলোচনা করে তাঁর প্রতিভার মোটামুটি পরিচয় তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। মধ্যযুগের কাব্য পাঠে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতূহল জাগাতে সমর্থ হবে এদিকে লক্ষ্য রেখেই বর্তমান কাব্যখানি বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশ কর হল।[১২]

**শা'বারিদ খান গ্রন্থাবলী**

ডঃ আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত প্রায় দুইশত পৃষ্ঠা সংবলিত আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি একটি প্রাচীন পুঁথি। প্রাচীন পুঁথি সম্পাদনার মাধ্যমে আমাদের অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য যেমন উদ্ঘাটিত হয়েছে, তেমনি উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং হচ্ছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পরিচয়ও। মধ্যযুগের অনেক বাঙালি কবিই লোকচক্ষুর অগোচরে থেকে যেতেন যদি পুঁথি সংগ্রহ এবং সম্পাদনার ধারা প্রচলিত না হত। কবি শা'বারিদ খান প্রসঙ্গে অধ্যাপক শরীফ এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেন :

> ....শা'বারিদ খান নানা কারণে মধ্যযুগের একজন বিশিষ্ট কবি। তাঁর কোন রচনাই বটতলায় প্রকাশনার সৌভাগ্য পায়নি। তাই তাঁর গুণপনা আজো গুহায়িত। তাঁর রচনা আজো লোকচক্ষুর অগোচর।..... তাঁকে স্বরূপে জানা-বোঝার কোন সুযোগই মেলেনি এ যাবৎ। বিস্মৃত অতীতের গর্ভ থেকে তাঁর নামটি এবং কালের কবল থেকে তাঁর রচনাগুলো উদ্ধার করেছিলেন মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ।... দুর্ভাগ্য আমাদের শা'বারিদের তিনখানা কাব্যের কোনটাই পুরো মেলেনি।... আমরা খণ্ডিত কাব্যত্রয়ই প্রকাশনার উদ্যোগ করছি। আমাদের বিশ্বাস খণ্ডের মধ্যে ও অখণ্ডের আভাস মিলবে। কেননা, শা'বারিদের কবিত্ব, বৈদগ্ধ্য এবং স্বাতন্ত্র্য এর মধ্যেও প্রতিভাসিত.... আমাদের ঐতিহ্য-গৌরব-গর্ব বৃদ্ধির জন্যে এবং বিদ্বানের আলোচনার সুবিধার জন্য শা'বারিদের খণ্ড কাব্যত্রয়ের প্রকাশনা প্রয়োজন।[১৩]

**মধ্যযুগের রাগ-তাল নামা**

ডঃ আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি বাংলা একাডেমী কর্তৃক ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ সংকলনে মধ্যযুগের ফয়জুল্লাহ্, আলাউল, কাজী দানিশ, বখ্শ আলি, আলি রজা, ফাজিল নাসির মুহম্মদ, তাহের মাহমুদ, চামারু প্রমুখ কবিদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি অধ্যাপক শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সংগীত রসিক ডঃ আবদুল হালিম-এর নামে উৎসর্গ করেন। আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় ডঃ শরীফ রাগ-তাল ও সুর বিষয়ে চমৎকার মন্তব্য করেন :

> ... আমাদের সুর করে বিলাপ, সুর করে গান, সুর করে পড়া, সুর করে এবাদত। আমাদের ছাঁদে আলাপ, তালে কাজ। এই সুরও ছাঁদ ছাড়া কি জীবন-সাধনা বা জীবনোপভোগ চলতে পারে। তাই মানুষের অন্যতম সাধনা হচ্ছে সুর ও ছাঁদ সৃষ্টির সাধনা। এটারই অন্য নাম সংস্কৃতি সাধনা।[১৪]

**সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল**

কবি দোনাগাজী বিরচিত আলেফ লায়লার বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় উপাখ্যানগুলোর অন্যতম আলোচ্য সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল শীর্ষক কাব্যগ্রন্থটি ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি সম্পাদক আহমদ শরীফ অক্লান্ত জ্ঞানসাধক সৈয়দ মুর্তাজা আলী-এর নামে উৎসর্গ করেন।

### সওয়াল সাহিত্য

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি অধ্যাপক আহমদ শরীফের সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক এ কাব্যগ্রন্থটি মরহুম মুহাম্মদ ইদ্রিস আলীর নামে উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থে কবি শেখ সাদী'র গদা–মালিকা সম্বাদ, কবি এতিম আলম.ব আবদুল্লাহর হাজার সওয়াল, কবি আলি রজা'র সিরাজ কুল্‌ব, কবি আইনুদ্দীন -এর নিকাহ্ মঙ্গল ইত্যাদি সওয়াল সাহিত্য সংকলিত হয়েছে। সওয়াল সাহিত্যের প্রকৃতি বিষয়ে আহমদ শরীফ বলেন :

> গ্রীক পণ্ডিতদেরও আগের কাল থেকেই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞান আহরণের রীতি চালু রয়েছে। ফলে সেকালের গ্রন্থে গুরুশিষ্যের কিংবা জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই ঐহিক ও পারত্রিক সব রকমের বিষয় ও শাস্ত্র আলোচিত হত। আঠারো শতক অবধি আমাদের বাংলা ভাষায়ও উক্ত প্রাচীন রীতির অনুসরণে শাস্ত্রকথা ও তত্ত্বচিন্তা প্রশ্নোত্তরে লিপিবদ্ধ হয়েছে।[১৫]

### সিকান্দার নামা

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি অধ্যাপক আহমদ শরীফের সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৭৭ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়। চারশত পৃষ্ঠার এ সম্পাদিত গ্রন্থটির পরিশিষ্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি উর্দু বিভাগের অধ্যাপক ফয়েজ আহমদ চৌধুরী নিযামী ও আলাউলের কাব্যের যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন তা সংযোজন করা হয়েছে। গ্রন্থটির ভূমিকায় সম্পাদক কবি আলাউল সম্পর্কে নিম্নরূপ মূল্যায়ন করেছেন :

> বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলাউল একটি প্রখ্যাত নাম । ... আলাউল মুখ্যত অনুবাদক। পদাবলীই কেবল তাঁর মৌলিক রচনা। 'আনন্দবর্মা রতনকলিকা' গল্পটিতে সম্ভবত দেশজ রূপকথাকে কবি লেখ্যরূপে দান করেছেন। আর রাগতাল নামায় তিনি বহুল প্রচলিত রাগতালের ব্যাখ্যা নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন মাত্র। কাজেই অনুবাদক হিসেবেই বাঙলা সাহিত্যিকের আসরে তাঁর স্থান নিরূপণ করতে হবে। আত্যন্তিক প্রীতিবশে আলাউলকে বড় কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে আমরা তাঁকে সৃজন পটু কবিদের পাশে রেখে বিচার করতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছি। এতে তাঁর মান বাড়েনি, কেননা, মূল কবির পাশে তিনি অনেকক্ষেত্রে হীনপ্রভ হয়ে পড়েন। তাঁতে আমরা আশা করি অনেক, পাই কম। ফলে ভক্ত পাঠক·হৃত গৌরবগর্বের বেদনায় ও গ্লানিতে কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করে। চিত্তের এই বিষণ্ন মেদুরতা এড়ানোর জন্যে, আলাউলের কৃতির যথার্থ মূল্যায়নকালে তিনি যে অনুবাদক সেকথা সর্বক্ষণ স্মরণে রাখা প্রয়োজন।[১৬]

### কিফায়তুল মুসল্লিন ও কায়দানী কিতাব

অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত উক্ত গ্রন্থদ্বয় বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। একত্রে সংকলিত আলোচ্য গ্রন্থদ্বয় সম্পাদক তাঁর ভাষায় গুরুজন জনাব আবদুস সাত্তার, জনাব আবুল খায়ের, জনাব কায়কোবাদ আহমদ, বন্ধু অধ্যাপক মুহম্মদ মুজাম্মেল হক

প্রমুখ সব ধর্মনিষ্ঠ স্বজন-সুজনকে উৎসর্গ করেন। শেখ মুত্তালিব বিরচিত দুইশত ত্রিশ পৃষ্ঠা সংবলিত আলোচ্য গ্রন্থদ্বয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। কিফায়তুল মুসল্লিন মূলত অনুবাদ গ্রন্থ। ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রাথমিক তথ্য সূত্র মুহিত, ফতোয়া এ খানিয়া, ফতোয়া কুবরা, শরহে বেক্বায়া, হেদায়া, কুদুরী, কনয্ ,আকায়েদ প্রভৃতি কিতাবের সার সংক্ষেপ হয়েছে কায়দানী কিতাবে। সেই কায়দানীকে মুখ্য অবলম্বন করে রচিত হয়েছে কিফায়তুল মুসল্লিন।

**রসুল চরিত ১ম খণ্ড, রসুল চরিত ২য় খণ্ড**

সৈয়দ সুলতান বিরচিত *রসুল চরিত* গ্রন্থটি বিশাল দু'খণ্ডে বিভক্ত। উভয় খণ্ডেরই বিষযবস্তু নবী বংশ। দ্বিতীয় খণ্ডে রসুল চরিত ছাড়াও জয়কুম রাজার লড়াই, জ্ঞান প্রদীপ ও পদাবলী শীর্ষক কাব্য সংযোজিত হয়েছে। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বাংলা একাডেমী থেকে গ্রন্থটির উভয় খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রায় হাজার পৃষ্ঠা সংবলিত ১ম খণ্ডটি সম্পাদক আহমদ শরীফ তাঁর ভাষায়— জীবনের প্রান্তপর্বে স্ত্রী সালেহার এবং মৃত ও জীবিত বান্ধবদের ঋণ স্বীকার করছি মন্তব্যসহ উৎসর্গ করেন। এছাড়াও প্রায় আটশত পৃষ্ঠা সংবলিত আলোচ্য ২য় খণ্ডটি সম্পাদক তাঁর ভাষায়— কৃতজ্ঞ চিত্তে আত্মীয় আবু রশিদ মাহমুদ ও এ. এস. আহমদুর রহমানকে উৎসর্গ করেন।

**বাঙলার সূফী সাহিত্য**

একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও নয়খানি পুথি আলোচ্য *বাঙলার সূফী সাহিত্য* শীর্ষক সম্পাদিত গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট পাণ্ডুলিপিগুলো এই : মীর সৈয়দ সুলতান কৃত *জ্ঞান চৌতিশা*; শেখ চাঁদ কৃত *হরগৌরী সম্বাদ* ও *তালিবনামা;* অজ্ঞাত কবি কৃত *যোগ কলন্দর*; হাজী মুহম্মদ কৃত *সুরতনামা বা নুরজামাল*; মীর মুহম্মদ শফী কৃত *নূরনামা;* শেখ মনসুর কৃত *সির্নামা*; আলি রজা কৃত *আগম ও জ্ঞান সাগর* এবং আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত *জ্ঞান সাগর*।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মরমীবাদ ও সূফী মতবাদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ যুগের বাঙালি সূফীরা মুসলিম ভাবধারার সঙ্গে বৈষ্ণব ভাবধারার সংযোগ সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। এর ফলে, একদিকে যেমন আল্লাহর পথে মানুষ নিজেকে উৎসর্গ করেছে অন্যদিকে তেমনি রসুল(সঃ) প্রবর্তিত শরীয়তের বিধানসমূহও তারা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করেছে। আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে পরবর্তী পর্যায়ে তারা বিষয়বুদ্ধি ও সংসারচিন্তা ত্যাগ করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ধ্যানে আত্মনিযোগ করেছে। মধ্যযুগের সূফী সাহিত্যসমূহ এ প্রচেষ্টারই ফল। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে ইরান দেশেই সূফী মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে। পাক ভারত উপমহাদেশে এ মতবাদের প্রবেশ এবং প্রসার লাভের ক্ষেত্রে ইরানীদের সঙ্গে এদেশবাসীর ভাব বিনিময়ের বিষয়টি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। এ কথা সত্য যে আমাদের এই অঞ্চলে প্রচার প্রসার লাভকারী সূফী মতবাদের উপর স্থানীয় প্রভাবের বিষয়টিও উপেক্ষণীয় নয়। এ সম্পর্কে অধ্যাপক আহমদ শরীফের নিম্নোক্ত উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

বাঙলাদেশে সূফীতত্ত্ব ও সূফী সাধনা একটি স্থানিক রূপ লাভ করেছিল। বৈদান্তিক সর্বেশ্বরবাদ বা অদ্বৈততত্ত্ব ও যোগের প্রত্যক্ষ প্রভাবই এর মুখ্য কারণ। অবশ্য মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধমত ও বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রভাবে সিরিয়া, ইরাক, ও ইরানে গুরুবাদী, বৈরাগ্য প্রবণ ও দেহচর্যায় উৎসুক কিছু সাধকের আবির্ভাব বারো শতকের আগেই সম্ভব হয়েছিল। ইরান ও বলখ অঞ্চলের ভাবপ্রবণ লোক মনে বৈদান্তিক সর্বেশ্বরবাদের প্রভাবও পরোক্ষ মানসক্ষেত্র রচনায় সহায়তা করেছিল বলে মনে করি। তাই ভারতে যে-সব সূফী সাধক প্রবেশ করেন, ভারতিক অধ্যাত্ম তত্ত্বও সাধনার প্রভাব এড়ানো তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁদের কাছে দীক্ষিত দেশী জনগণও পূর্ব ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত অদ্বৈতচেতনা ও যোগপ্রীতি ত্যাগ করতে পারে নি। বিশেষ করে বিলুপ্ত বৌদ্ধ সমাজের 'যৌগিক-কায়-সাধনা' তত্ত্ব তখনো জনচিত্তে অম্লান ছিল।[১৭]

আমরা এ পর্যায়ে অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত মধ্যযুগের কাব্যসমূহে ব্যবহৃত আরবি, উর্দু ও ফারসি শব্দ সংকলন করে এবং তার উৎস ও প্রকৃতি নির্দেশ করে বাংলা অর্থ প্রদানের প্রয়াস পাব। প্রত্যেক শব্দ শেষে যে গ্রন্থ থেকে শব্দটি সংকলিত হয়েছে সে গ্রন্থের নিম্নরূপ সংক্ষেপ ব্যবহার করা হবে :

**গ্রন্থসমূহের নামের সংকেত**

| গ্রন্থের নাম | সংকেত |
|---|---|
| লায়লী মজনু | লায়লী |
| তোহ্‌ফা | তোহ্‌ফা |
| পুথি পরিচিতি | পুথি |
| সত্যকলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগসংবাদ | সত্যকলি |
| মধুমালতী | মধু |
| মুসলিম কবির পদ সাহিত্য | পদ সাহিত্য |
| মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ | কাব্য সংগ্রহ |
| নীতি শাস্ত্র বার্তা | নীতি |
| শা'বারিদ খান গ্রন্থাবলী | শা. খান |
| মধ্যযুগের রাগ-তাল-নামা | রাগ-তাল |
| সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল | সয়ফ |
| সওয়াল সাহিত্য | সওয়াল |
| সিকান্দর নামা | সিকান্দর |
| কিফায়াতুল মুসল্লিন ও কয়দানী কিতাব | কয়দানী |
| রসুল চরিত ১ম খণ্ড | চরিত-১ |
| রসুল চরিত ২য় খণ্ড | চরিত-২ |
| বাঙলার সূফী সাহিত্য | সূ. সাহিত্য |

## প্রবন্ধে ব্যবহৃত অন্যান্য সংকেত পরিচিতি

| সংকেত | পরিচয় | সংকেত | পরিচয় |
|---|---|---|---|
| অব্য. | অব্যয় | ব.ব. | বহুবচন |
| আ. | আরবি | বা. | বাংলা |
| উ. | উর্দূ | বি. | বিশেষ্য |
| এ.ব. | একবচন | বিণ. | বিশেষণ |
| ক্রি. | ক্রিয়া | সর্ব | সর্বনাম |
| ফা. | ফারসি | | |

## [অ]

**অঙ্গার**—বি. স্ফুলিঙ্গ, জ্বলন্ত কয়লা। [অংগার انگار-উ.], মধু।

**অছিয়ত**—বি. অসিয়ত, উপদেশ, পরামর্শ, সুপারিশ, আদেশ, উইল। [ওয়াসিয়্যাত্ وصيّة-আ.; ব.ব. وصايا]। পুথি।

**অজুদ**—বি. অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা, সত্তা, অবস্থান, উপস্থিতি। [অজুদ্ وجود-আ.], নীতি।

অদল বদল—বি. অদল—বি. পরিবর্তন, পরিত্যাগ, পরিহার। বদল—বি. বদল করা, পরিবর্তন করা। ['উদ্‌ল বাদ্‌ল عدول بدل-আ.], সওয়াল।

**অম্বর**—বি. এক প্রকার দাহ্য গন্ধদ্রব্য। ['আন্‌বার عنبر-আ.], নীতি।

## [আ]

**আউজু**—ক্রিয়া. আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি। [আ'উযু أعوذ – আ.], সওয়াল।

**আউজু বিল্লাহে মিন শায়তোয়ানের রাজিম**—আরবি বাক্য, আমি বিতাড়িত শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এ বাক্যটিকে তা'আউজ বলে। [আ'উজু বিল্লাহি মিন্ আশ-শায়ত্বানিআর-রাজীম্ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم-আ.], কয়দানী।

**আউল**—বি. প্রথম, প্রধান, শুরু, আদি। [আউয়াল্ اوّل - আ. ব.ব. أوائل], পুথি।

**আউলিয়া**—বি. ولىّ এর ব.ব.। (আল্লাহর) অলি, বন্ধু, সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক, অভিভাবক, কর্তা। [আউলিয়া' اولياء-আ.], চরিত-২।

**আওজবিল্লা**—বাক্য, আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তা'আউযের অংশ বিশেষ। [আ'উযু বিল্লাহ أعوذ بالله - আ.], পুথি।

**আওলাদ**—বি. সন্তান, বংশধর, বালক, ছেলে, পুত্র। [আওলাদ اولاد-আ.; এ.ব. ولد], কাব্য সংগ্রহ।

**আওর**—অব্য. দ্বিতীয়, অন্য, এবং, পক্ষান্তরে, আরও। [আওর اور-উ.], শা. খান।

**আওরত**—বি. স্ত্রী, স্ত্রীলোক, নারী। ['আওরাত عورت - আ.], পুথি।

**আউয়াল**—বিণ. প্রথম, প্রধান, শুরু, আদি, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট। [আওওয়াল اوّل-আ.], তোহ্‌ফা।

**আওয়াম**—বি. এর ব.ব.। সাধারণ মানুষ, জনগণ। ['আওয়াম عوام - আ.], তোহ্‌ফা।

**আকল**—বি. জ্ঞান, বুদ্ধি, আকল, আক্কেল, বোধশক্তি, মন। ['আক্‌ল عقل - আ.], সওয়াল।

**আকলিয়া**—বিণ. মানসিকতা, বুদ্ধিমত্তা, বুদ্ধি। ['আক্‌লিয়াহ عقلية - আ.], নীতি।

**আকবর**—বিণ. বৃহত্তর, মহত্তর, অধিকতর বড়, মহান। [আক্‌বার أكبر-আ], কাব্য সংগ্রহ।

**আকিমা**—বি. আদম ও হাওয়া-এর প্রথম কন্যা, চরিত-১।

**আকসের**—বিণ. অধিক, বেশি, সর্বাধিক, অধিকাংশ, বেশিরভাগ, অধিকতর গরিষ্ঠ [আকছার أكثر - আ.], কয়দানী।

**আকায়েদ**—বি. আকীদা, বিশ্বাস, মতাদর্শ, ধর্মমত। ['আক্বায়িদ عقائد-আ.;এ.ব. عقيدة ], কাব্য সংগ্রহ।

**আখলাখ**—বি. শিষ্টাচার, আচরণ, নৈতিকতা, নীতিশাস্ত্র। [আখ্‌লাক্ব اخلاق - আ.], চরিত-১।

**আখের**—বিণ. শেষ, সমাপ্তি, পরিণাম, উপসংহার, পরবর্তী। [আখির اخر - আ], লায়লী।

**আঁখি, অক্ষি**—বি. চক্ষু, দৃষ্টি, চাহনী। [আঁখ آنکھ - উ.], সত্যকলি।

**আগর**—বি. অগুরু, শ্রেষ্ঠ, ভাণ্ডার, গন্ধকাষ্ঠ। [আগার اگر - ফা.], মধু।

**আছর**—বি. যুগ, কাল, আমল, সময়, অপরাহ্ন, নামাজের ওক্ত বিশেষ। ['আসর عصر - আ.], তোহ্‌ফা।

**আচ্ছালামু খায়রুল কালাম**—বাক্য. সালাম উত্তম কথা-হাদিসের অংশবিশেষ। [আস-সালামু খাইরু আল-কালাম السلام خير الكلام - আ.], পুঁথি।

**আজম**—বিণ. মহত্তর, বৃহত্তর, বিরাটতম, সুমহান, সবচেয়ে মহান। [আ'যাম أعظم - আ.], শা. খান।

**আজব**—বিণ. বিস্ময়, আশ্চর্য, তাজ্জব, অদ্ভুত, অসাধারণ। ['আজাব عجب-আ.; ব.ব. عجائب ], কাব্য সংগ্রহ।

**আজ্রাইল**—বি. মৃত্যুর ফেরেশতা। ['আয্‌রাঈল عزرائيل - আ.]।

**আজাজিল**—বি. শয়তান, ইবলিস। ['আযাযীল عزازيل - আ.], সওয়াল।

**আজাদ**—বিণ. মুক্ত, স্বাধীন, নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত। [আ-যাদ ازاد-উ.], নীতি।

**আজান**—বি. নামাযের আহ্বান। [আযান اذان - আ.], সওয়াল।

**আজাব**—বি. শাস্তি, কষ্ট, নির্যাতন। ['আযাব عذاب - আ.], সওয়াল।

**আজিম**—বিণ. বিরাট, মহান, বড়, শ্রেষ্ঠ, সম্মানিত, মর্যাদাপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ। ['আযীম্ عظيم - আ.], লায়লী।

**আতর**—বি. সুগন্ধি দ্রব্য, পুষ্পসার। ['ইত্‌র عطر -আ.; ব.ব. عطور], সয়ফ।

**আতস**—বি. আগুন। [আ'তাশ آتش ফা], রাগ-তাল।

**আত্তাহিয়া**—বি. অভিবাদন, সালাম, সম্মান, শ্রদ্ধা। [আত্-তাহিয়া'হ التحية - আ], কয়দানী।

**আদন**—বি. বসবাস, নিবাস, শাশ্বত বাসস্থান, আট বেহেশ্‌তের একটির নাম। ['আদ্‌ন عدن - আ], সওয়াল।

**আদম**—বি. প্রথম সৃষ্ট মানুষের নাম, হযরত আদম (আ:)। [আদাম آدم - আ], সত্যকলি।

**আদল**—বি. ন্যায়বিচার, ইনসাফ, নিরপেক্ষতা। ['আদ্‌ল عدل - আ]। আদেল—বি. ন্যায়, ন্যায্য, নিরপেক্ষ, সঠিক, ন্যায়পরায়ণ। ['আদিল عادل - আ], কাব্যসংগ্রহ।

**আদব**—বি. সাহিত্য, ভদ্রতা, সভ্যতা, শিক্ষা, শিষ্টাচার, বিনয়, নম্রতা, সম্মান প্রদর্শন। [আদাব ادب - আ.], তোহ্‌ফা।

**আদালত**—বি. ন্যায়বিচার, ইনসাফ, ন্যায়পরায়ণতা। ['আদালত্ عدالة-আ.], পুঁথি।

**আনফাছেত**—বি. نفس এর ব.ব. শ্বাস প্রশ্বাস, শ্বাস টানা, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ, হাঁপানো। [আন্‌ফা'স انفاس-আ. + সম্বন্ধ বাচক 'ত'], কাব্যসংগ্রহ।

**আনলহক**—আমি সত্য, আমি পরম সত্তা, মনসুর হাল্লাজ 'আনাল হক' বলায় প্রাণদণ্ড লাভ করেন। [আনা আল-হক্ব انا الحق - আ.], পদ সাহিত্য।

**আনসারী**—বি. ناصر এর ব.ব.। সাহায্যকারী, সমর্থনকারী, সহায়ক, পৃষ্ঠপোষক, রক্ষক। [আনসার্ انصار - আ. + বাং ই.], চরিত-২।

**আনিস**—বি. ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ, অমায়িক, সামাজিক, পোষা, বন্ধুবান্ধব, সহচর। [আনীস انيس - আ.], শা.খান।

**আফজল**—বিণ. শ্রেষ্ঠ, সেরা, উত্তম, শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম। [আফ্‌দাল افضل-আ.; ব.ব. افاضل], কাব্য সংগ্রহ।

**আফসোস**—বিণ. অনুতাপ, আক্ষেপ, অনুশোচনা, খেদ, পরিতাপ, মনস্তাপ। [আফ্‌সূস افسوس-ফা.], পদ সাহিত্য।

**আব**—বি. পানি, জ্যুস, রস। [অ'ব آب - ফা.], রাগ-তাল।

**আবজাদ**—বি. বর্ণমালা, বর্ণক্রম, বর্ণানুক্রম। [আব্‌জাদ্ أبجد - আ.], সূ. সাহিত্য।

**আবদ**—বি. দাস. ক্রীতদাস, গোলাম, উপাসক, সেবক, বান্দা। (ব.ব. عباد) ['আবদ عبد - আ.], তোহ্‌ফা।

**আবদাল**—বি. সূফী সাধক, আবদাল। [আব্‌দাল্ ابدال - আ.], চরিত-১।

**আবদুল্লা**—আবদ-বি. দাস, ক্রীতদাস, গোলাম, উপাসক, সেবক, বান্দা। ['আব্‌দ عبد -আ.]। আল্লা-বি. আল্লা। আবদুল্লা—বি. আল্লাহর বান্দা। ['আব্‌দুল্লাহ্ عبد الله - আ.], পদ সাহিত্য।

**আবরার**—বি. بَرّ - এর ব.ব.। সৎ, ন্যায়পরায়ণ, পুণ্যবান, সদাচারী, ধার্মিক, দানশীল। [আব্‌রার أبرار - আ.], সওয়াল।

**আবিদ**—বি. এবাদতকারী, উপাসক, পূজারী, সেবক, ধর্মপ্রাণ। ['আবিদ عابد-আ.], রাগ-তাল।

**আবীর**—বি. সুগন্ধ, সুবাস, সুরভি, সৌরভ। ['আবীর عبير - আ.], সয়ফ।

**আবে হায়াত**—বি. অমৃত, সুধা, আবে হায়াত, সে পানি পান করে হযরত খিযির (আঃ) অমরত্ব লাভ করেন। [অ'বে হায়া'ত آب حيات-ফা.], সিকান্দর।

**আবুতালিব**—বি. হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর চাচা। [আবু তালিব ابو طالب-আ.]। শা. খান।

**আবু বকর সিদ্দিক**—বি. ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক বিন কুহাফা (রাঃ)। [আবু বাক্‌র্ সিদ্দীক ابو بكر صديق-আ.], তোহ্‌ফা।

**আবুহানিফা**—বি. প্রসিদ্ধ হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা নু'মান ইবনু সাবিত (৬৯৯-৭৬৭)। ইরাক, সিরিয়া, তুর্কিস্থান ও অনারব বিশ্বে তাঁর মাযহাবের অসীম বিস্তৃতি। [আবূহনিফাহ্ ابو حنيفة-আ.], তোহ্‌ফা।

**আবু হোরাএ**—বি. ইসলাম ও হাদীসের একনিষ্ঠ সেবক এবং রাসুল (সঃ)-এর বিশিষ্ট সাহাবী। [আবু হুরায়রাহ্ ابوهريرة-আ.], শা.খান।

**আম**—বি. ব্যাপক, সাধারণ, সার্বজনীন, জন, গণ। ['আম عام-আ.], তোহ্ফা।

**আমান**—বি. নিরাপত্তা, শান্তি, আশ্রয়, হেফাজত। [আমান امان-আ.], সয়ফ।

**আমানত**—বি. আমানত, বিশ্বস্ততা, নিরাপত্তা, সচিবালয়। [আমানাত/আমানাহ্ امانة-আ.; ব.ব. أمانات], কয়দানী।

**আমিন**—প্রার্থনাসূচক বাক্য, আমীন। কবুল করুন, তাই হউক। [আমীন্ امين-আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**আমিনা**—বি. বিশ্বাসী, বিশ্বস্ত, আমানতদার, নিরাপদ, নিশ্চিত, রসুল (সঃ)-এর মাতার নাম। [আমিনাহ امينه-আ.], পদ সাহিত্য।

**আম্বিয়া**—বি. নবীগণ, পয়গম্বরগন। (এ.ব. نبى) [আম্বিয়া انبياء-আ.], তোহ্ফা.।

**আমির, আমীর**—বি. যুবরাজ, রাজকুমার, শাহ্জাদা, শাসনকর্তা, নেতা, ধনী, বিত্তবান, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। [আমীর امير-আ. ব.ব. امراء], লায়লী।

**আযান**—বি. নামাযের আহ্বান। [আযান اذان-আ.], তোহ্ফা।

**আরব**—বি. খাঁটি আরব, বেদুঈন, আরবজাতি, একটি দেশের নাম, ইসলামের প্রাণ কেন্দ্র। ['আরাব عرب-আ.], নীতি।

**আরবা আনাছের**—বি. চার উপাদান। আরবা—বি. চার, চারজন, চারটি। [আরবা'য়া اربع-আ.], আনাছের عنصر এর ব.ব.। অর্থ: উপাদান, মূল, বংশ, বর্ণ জাতি। [আনাছির عناصر - আ.], পুঁথি।

**আরবী**—বি. আরবদেশের ভাষা, আরবজাতি, আরবদেশের অধিবাসী। ['আরাবী عربى - আ.], সত্যকলি।

**আরবী**—বি, আরবীয়, আরব, আরবীভাষী। [আরাবী عربى-আ.], তোহ্ফা।

**আরশ**—বি. আল্লাহর আরশ, সিংহাসন, ছাদ, মাচা, শক্তি, গোত্র। ['আরশ عرش-আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**আরাকান**—বি. ركن এর বহুবচন। মূল, অংশ, স্তম্ভ, কোণ, ভিত্তি, খুঁটি, শক্তি, ষ্টাফ। [আর্কান্ اركان - আ.], পুঁথি।

**আরাফা**—বি. ময়দান, মক্কা হইতে প্রায় বার মাইল পূর্বে অবস্থিত হজ্জ-সমাবেশের বিশাল প্রান্তর। ['আরাফাত عرفات - আ.], তোহ্ফা।

**আলম**—বি. জগৎ, বিশ্ব, পৃথিবী, দুনিয়া। ['আলাম عالم-আ.; ব.ব. عوالم], কাব্য সংগ্রহ।

**আলমিন, আলমীন**—বি. বিশ্বাসী, বিশ্বস্ত, আমানতদার, নিরাপদ, নিশ্চিত, মুহম্মদ (সঃ) এর অভিধা। [আল-আমীন الأمين - আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**আলিপ**—আরবি বর্ণের নাম। [আলিফ الف - আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**আলহামদু**—বি. সমুদয় প্রশংসা, শুকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশক শব্দ। [আল্-হামদু الحمد - আ.], তোহ্ফা।

**আল্লাহ**—বি. খোদা, কোরআনোক্ত সৃষ্টিকর্তা—নিরাকার বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা ও রক্ষণকর্তা, একক, পাপের শাস্তিদাতা, পুণ্যের পুরস্কার দাতা, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সদাজাগ্রত, অক্লান্ত, পরম দয়ালু, মানুষের একমাত্র উপাস্য। [আল্লাহ্ الله। – আ.], লায়লী।

**আলামত**—বি. চিহ্ন, নিদর্শন, প্রতীক, সংকেত, লক্ষণ, নম্বর, মান। ['আলামাত علامة- আ.; ব.ব. علامات], সওয়াল।

**আল্লামাহ্**—বি. বড়জ্ঞানী, মহাজ্ঞানী, সুবিজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত, মহাবিদ্বান, পণ্ডিত। ['আল্লামাহ علّامة - আ.], সত্যকলি।

**আলাহেস্ সালাম**—বাক্যাংশ, তার উপর শান্তি (বর্ষিত হউক)। ['আলাইহি আস্-সালাম্ عليه السلام - আ.], কয়দানী।

**আলি**—বি. মুসলমানের নামের অংশ, ইসলামের চতুর্থ খলিফা, হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর চাচাতো ভাই ও কনিষ্ঠ জামাতা। ['আলী علي-আ.], তোহ্ফা।

**আলিম**—বি. বিণ. জ্ঞানী, বিদ্বান, পণ্ডিত, শিক্ষিত, বিজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক, ইসলাম ধর্মতত্ত্বজ্ঞ। ['আলিম عالم – আ.], মধু।

**আলেফ লায়লা**—বি. হাজার রজনী। আলেফ-বি. হাজার, সহস্র (সংখ্যা)। [আল্ফ্ ألف -আ.;ব.ব. ألآف]। লায়লা—বি. রাত, রাত্র, নিশি, রজনী, রাতের অনুষ্ঠান, নৈশ অনুষ্ঠান। [লায়লাহ্ ليلة – আ.], পুঁথি।

**আশক**—বি. অশ্রু, আঁখিজল। [আশ্ক্ اشك - ফা.], সওয়াল।

**আশুরা, আসুরা**—বি. মুহাররম মাসের দশম দিন। ['আশুরা عاشور আ.], তোহ্ফা।

**আসহাব**—বি. সাহাবীগণ, হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর সহচরবৃন্দ। [আস্হাব اصحاب - আ.], তোহ্ফা।

**আসোয়াদ**—বিণ. কাল, কালো, কৃষ্ণবর্ণ। [আস্ওয়াদ্ أسود আ.;,ব.ব سود ], চরিত-২।

**আষা**—বি. লাঠি, ষষ্ঠি, ডাণ্ডা, লগুড়, দণ্ড। ['আষা عصا আ.], শা.খান।

**আসববা**—আসহাব এর বিকৃত রূপ বি. صاحب এর ব.ব.। সঙ্গী, সাথী, সহচর, বন্ধু, মালিক, কর্তা, ওয়ালা। [আস্হাব اصحاب - আ.], রাগ-তাল।

**আস্তাগপের**—ক্রিয়া, আমি মার্জনা প্রার্থনা করিতেছি। [আস্তাগ্ফিরু استغفر আ.], সওয়াল।

**আসমান**—বি. আকাশ, আসমান, গগণ, নভোমণ্ডল [অ'সমা'ন اسمان- ফা.], কাব্য সংগ্রহ।

**আস্তিন**—বি. আস্তিন, জামা বা কোট ইত্যাদির হাতা [আস্তীন্ استين - ফা.], চরিত-২।

**আহ্কাম**—বি. حكم এর ব.ব.। আদেশ, নির্দেশ, আজ্ঞা, বিধান, আইন, নীতি, রায়। [আহ্কাম্ احكام - আ.], কয়দানী।

**আহল জিকির**—বাক্যাংশ জিকিরের অধিকারী। আহল-বি. পরিবার পরিজন, স্ত্রী, অধিকারী, যোগ্য, উপযুক্ত। [আহ্ল أهل -আ.]। জিকির-বি. স্মরণ, স্মৃতি, উল্লেখ, খ্যাতি, বর্ণনা, জিক্র, উপদেশ। [জিক্র ذكر - আ.],কয়দানী।

**আহ্‌মদ**—বি. সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসিত ব্যক্তি, হজরত মুহাম্মদ (সঃ) এর অন্য নাম।[আহ্‌মাদ أحمد-আ.], তোহ্‌ফা।

**আহ্‌সাব**—আস্‌হাব এর বিকৃত রূপ। **আসহাব**—বি. صاحب এর ব.ব.। অর্থ সঙ্গী, সাথী, বন্ধু, মালিক, কর্তা, ওয়ালা, অধিকারী। [আস্‌হাব্‌ اصحاب-আ.], লায়লী।

**আহাদ**—বি. এক, একক, একজন, জনৈক, একটি, কেহ, অন্যতম, অদ্বিতীয় সত্তা, আল্লাহ, খোদা। [আহাদ্‌ احد-আ.], লায়লী।

**আয়শা**—বি. রসুল (সঃ)-এর স্ত্রী। ইসলামের খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর কন্যা। ['আয়িশাহ্‌ عائشة-আ.], সয়ফ।

**আয়ুব**—বি. হযরত আইউব (আঃ)। [আয়্‌যূব أيوب-আ.], তোহ্‌ফা।

## [ই]

**ইউনানী**—বি. গ্রীক, ইউনানী। [ইউনানী يونانى-আ.], সিকান্দর।

**ইউনুস**—বি. হযরত ইউনুস (আঃ) নবী। যিনি মৎস্যোদর হতে উদ্ধার পেয়েছিলেন। [ইউনুস يونس-আ.], সয়ফ।

**ইজার**—বি. দেহের নিম্নাংশের পরিধেয়, লুঙ্গি। [ইযার্‌ إزار-আ.], রাগ-তাল।

**ইন্না আনজলনা**—ক্রি.বা.আমরা অবতীর্ণ করেছি। সুরাহ ক্বদর এর আরম্ভের অংশ। এর দ্বারা উক্ত সুরার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। [ইন্না আন্‌জালনা انا انزلنا-আ.], নীতি।

**ইনকুন্তুম**—আরবি শর্ত যুক্ত বাক্যাংশ, যদি তোমরা হইতে। [ইন কুন্‌তুম ان كنتم-আ.], কয়দানী।

**ইন্তিকলা**—(ইন্তিকাল) বি. স্থানান্তর, অবস্থান্তর, পরিবর্তন, বদলি, ইন্তেকাল। [ইন্তিক্বাল্‌ انتقال-আ.], কয়দানী।

**ইন্তিজার**—বি. অপেক্ষা, প্রতীক্ষা, প্রত্যাশা। [ইন্‌তিজ্বার্‌ انتظار-আ.], কয়দানী।

**ইস্তিহাজা, ইস্তিহাজা**—বি. নারীর ঋতুকালে ১০ দিন উত্তীর্ণ হওয়ার পরও যে রক্তস্রাব হয়। ঋতুকাল ও সন্তান প্রসব ব্যতিরেকে যে রক্ত আসে। [ইস্তিহাদাহ্‌ استحاضة-আ.]। কয়দানী।

**ইস্তীঞ্জা**—বি. শৌচ ক্রিয়া, প্রস্রাব বা পায়খানা করার পর শুদ্ধ হওন। পবিত্রতা অর্জন। [ইস্তিন্‌জা استنجاء-আ.], কয়দানী।

**ইন্নালিল্লাহ**—বিশেষ্য বাক্য, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য। [ইন্না লিল্লাহ্‌ انا لله-আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**ইনুস**—বি. হযরত ইউনুস (আঃ)। [ইউনুস্‌ يونس-আ.], তোহ্‌ফা।

**ইফতার**—বি. রোযা ভঙ্গকরা, প্রাতঃরাশ গ্রহণ [ইফত্বার إفطار-আ.], তোহ্‌ফা।

**ইবন বতুতা**—ইবন-বি. পুত্র. ছেলে, তনয়, বংশধর। বতুতা-বি. নাম বিশেষ। ইবন বতুতা-বি. বতুতার ছেলে, ইতিহাসের বিখ্যাত পর্যটক। [ইব্‌ন বাতুতাহ্‌ ابن البطوته-আ.], সত্য-কলি।

**ইবন সালাম**—বি. সালাম এর পুত্র (ইবন-পুত্র+ সালাম-শান্তি, নিরাপত্তা) [ইব্‌নু সালাম ابن سلام-আ.], লায়লী।

**ইব্রাহিম**—বি. মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম (আঃ)। [ইব্‌রাহীম إبراهيم-আ.], তোহ্‌ফা.।

**ইব্লিস**—বি. শয়তান, শয়তানের নাম। [ইব্‌লীস ابليس-আ.; ব.ব. أبالسه], তোহ্‌ফা।

**ইমান**—বি. বিশ্বাস, প্রত্যয়, ধর্মীয় বিশ্বাস। [ঈমান ايمان – আ.], তোহ্‌ফা।

**ইমানদার**—বি. বিশ্বস্ত, বিশ্বাস গ্রাহক। [ঈমান ايمان-আ.+দা'র (গ্রাহক) دار ফা.], সওয়াল।

**ইমাম**—বি. নেতা, প্রধান, অগ্রণী, পথ, গ্রন্থ, পুস্তক, ধর্মীয় নেতা, যিনি নামাজে নেতৃত্ব করেন। [ইমাম إمام-আ; ব.ব. أئمة ]। ইমামত- বি. নেতৃত্ব, অগ্রণী ভূমিকা, ইমামতি বা জমাতের নামাজ পরিচালনা করন। [ইমামাত্ إمامة আ.], তোহ্‌ফা।

**ইমাম মালিক**—বি. মালিকী মাযহাব-এর প্রতিষ্ঠাতা মালিক ইবন আনাস (৭১৩-৭৯৫)। হিজাজ, মরক্কো ও স্পেনে এ মাযহাব-এর অনুসারীর সংখ্যা অধিক। আল-মুয়াত্তা তার সংকলিত অন্যতম প্রধান হাদীস গ্রন্থ। [ইমাম মালিক الامام مالك-আ.], তোহ্‌ফা।

**ইমাম শাফিএ**—বি. শাফেয়ী মাযহাব-এর প্রতিষ্ঠাতা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল-শাফেয়ী (৭৬৭-৮১৯)। প্রথম জীবনে ইমাম আবু হানিফার অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীকালে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিকের মতবাদের সংমিশ্রণে শাফেয়ী মাযহাব নামক নতুন মতবাদের প্রবক্তা। [ইমাম শাফেয়ী الامام الشافعي আ.], তোহ্‌ফা.।

**ইরাম, এরাম**—বি. ইরাম (যাচীন গ্রোত্র,স্থান)। [ইরাম্ إرم-আ.], সয়ফ।

**ইরসাল**—বি. খাজনা, কর, আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ রাজাকে প্রজা বা সামন্ত কর্তৃক দেয় খাজনা। [ইর্সাল্ إرسال-আ.], শা. খান.।

**ইল্লত**—বি. রোগ, ব্যাধি, পীড়া, কারণ, হেতু। ['ইল্লাত علة আ.; ব.ব. علل/علّات], কয়দানী।

**ইলাহি**—বি. আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত, আল্লাহর, ঐশী, দৈব, ধর্মতাত্ত্বিক। [ইলাহী إلهي – আ.], শা.খান।

**ইশারা**—বি. ইঙ্গিত, সংকেত, নির্দেশ. বরাত, সূত্র। [ইশারাহ্ إشارة-আ.], শা. খান.।

**ইসফিন্দিয়ার**— বি. পুংবাচক নাম। [এস্‌ফান্দিয়া'র اسفنديار-ফা.], সিকান্দর।

**ইসলাম**— বি. ইসলাম গ্রহণ, সমর্পণ, আত্মসমর্পণ, প্রাকৃতিক ধর্ম—হযরত মুহম্মদ (সাঃ) একে পূর্ণতা দান করে প্রচার করেন। [ইস্‌লাম إسلام আ.], তোহ্‌ফা।

**ইসমাইল**—বি. হযরত ইসমাঈল (আঃ) নবী। যাকে তাঁর পিতা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কোরবাণীর জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। [ইস্‌মা'ঈল إسماعيل - আ.], সয়ফ।

**ইস্তেফা**—বি. অব্যাহতি প্রার্থনা, ক্ষমা প্রার্থনা, মাফ চাওয়া। [ইস্‌তি'ফা استعفاء-আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**ইস্রাফিল**— বি. চারিজন ফেরেশতার অন্যতম—যাঁর শিঙার ফুৎকারে কিয়ামত

হবে।[ইস্‌রাফীল اسرافيل - আ.], তোহ্‌ফা।

**ইহুদী**— বি. ইহুদীবাদী। [ইয়াহূদী يهودى - আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**ইয়াকুত**—বি. ইয়াকুত পাথর, নীলকান্তমণি। [ইয়াকূত ياقوت - আ.; ব.ব. ياقيت], সওয়াল।

**ইয়ামান**—বি. ইয়ামান : একটি আরব দেশ। [আল ইয়ামান اليمن - আ.], সিকান্দর।

**ইয়াদ**—বি. স্মরণ, স্মৃতি, খেয়াল। [ইয়া'দ يار - ফা.], কাব্য সংগ্রহ।

## [ঈ]

**ঈদ**— বি. উৎসব, পর্ব, খুশি উৎসব, মুসলমানদের বিখ্যাত পর্বদ্বয় বিশেষ-ঈদুল আজ্‌হা ও ঈদুলফিৎর। ['ঈদ عيد - আ.; ব.ব. أعياد], তোহ্‌ফা

**ঈসা**—বি. ইঞ্জিল নামক আসমানি কিতাব প্রাপ্ত এজন প্রখ্যাত রসুল—পিতা ছাড়া মা মরিয়ম-এর গর্ভে জাতক। আল-কোরআনের সূরা মরিয়মে এর জন্ম বৃত্তান্ত রয়েছে। ['ঈসা عيسى - আ.], তোহ্‌ফা।

## [উ]

**উকিল**—বি. প্রতিনিধি, ক্ষমতা প্রাপ্তব্যক্তি, এজেন্ট, মুসলমানদের বিবাহে যে ব্যক্তি কনের সম্মতি নিয়ে বরকে জানায়। [ওয়াকীল وكيل আ.; ব.ব. وكلاء], কাব্য সংগ্রহ।

**উজা**—বি. উয্‌যা : পৌত্তলিক আরবদের একটি দেবমূর্তি। ['উয্‌যা عزّى - আ.], চরিত-২।

**উজর**—বিণ. অভিযোগ, আপত্তি, কৈফিয়ত, অজুহাত, ক্ষমা। [উজ্‌র عذر - আ.; ব.ব. أعذار], সত্য কলি।

**উজির**—বি. মন্ত্রী, অমাত্য, সাহায্যকারী। [ওয়াসীর وزير - আ.], মধু।

**উমর**—বি. ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবন আল-খাত্তাব (রাঃ) عمر - আ.], তোহ্‌ফা।

**উমরা হজ্ব**—বি. হজ্বের ন্যায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান। হজ্বের ন্যায় প্রত্যেক সক্ষম মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ। অবশ্য হজ্ব নির্দিষ্ট সময় কেন্দ্রিক কিন্তু উমরা বছরের যে কোন সময় করা যায়। ['উমরা عمرة - আ.], তোহ্‌ফা।

**উম্মত**—বি. শিষ্য, অনুচর, অনুসরণকারী, জাতি, জনগণ, পথ, ধর্ম। [উম্মৎ امة - আ], লায়লী।

**উসমান**—বি. ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান ইবন আফ্‌ফান। ['উছমান عثمان - আ.], তোহ্‌ফা।

## [এ]

**একনি**—বি. নিশ্চয়তা, দৃঢ়বিশ্বাস, একিন, নিশ্চিত, সুনিশ্চিত। [ইয়াক্বীন্ يقين - আ.], কয়দানী।

**একামত**—বি. প্রতিষ্ঠা, স্থাপন, উত্তোলন, অবস্থান, বসবাস, নামাজের ইকামত। [ইক্বামাত্ اقامة - আ.], চরিত-২।

**এখতিয়ার**—বি. পছন্দ, নির্বাচন, বাছাই, বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা, [ইখ্‌তিয়ার اختيار - আ.], চরিত-২।

**একিদা**—দ্র. [আকায়েদ], কাব্য সংগ্রহ।

**এখলাস**—বি. বিণ. আন্তরিকতা, অকপটতা, বাছাইকরণ, পবিত্র কোরআনের ১১২তম সূরা। ['ইখ্‌লাস اخلاص - আ.], তোহ্‌ফা।

**এতিম**—বি. অনাথ, অসহায়, মাতা পিতাহীন বালক বালিকা। [ইয়াতীম يتيم - আ.; ব.ব. يتامى ইয়াতামা], তোহ্‌ফা।

**এতেলাম**—বি. স্বপ্নদোষ হওয়া, সাবালক হওয়া, দুঃস্বপ্ন দেখা। [ইহ্‌তিলাম্ إحتلام - আ.], কয়দানী।

**এনছাফ**—বি. ন্যায়বিচার, সুবিচার, নিরপেক্ষতা। [ইন্‌সাফ্ انصاف - আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**এবাদত**—বি উপাসনা, প্রার্থনা, বন্দেগি, পূজা, অর্চনা, দাসত্ব, সেবা। ['ইবাদাৎ عبادة - আ.], তোহ্‌ফা।

**এমাম**—দ্র. [ইমাম], কাব্য সংগ্রহ।

**এরাক**—বি. মধ্যপ্রাচ্যের দেশ বিশেষ। ['ইরাক عراق -আ.], শা.খান।

**এশক**—প্রেম, ভালবাসা, প্রণয়, প্রীতি, হৃদ্যতা, অনুরাগ। ['ইশ্‌ক্ عشق – আ.], সওয়াল।

**এশরাক**—বিণ. উজ্জ্বলতা, ভোর, সকাল, প্রভাত, সূর্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠার পর আদায় যোগ্য একপ্রকার নফল নামাজ। [ইশরাক্ব إشراق - আ.], তোহ্‌ফা।

**এশা**—বি. সন্ধ্যা, সন্ধ্যারাত, রাত্রিকালীন ফরজ নামায। ['ইশা عشاء - আ.], তোহ্‌ফা।

**এসতেরারী**—বি বাধ্যতামূলক, বাধ্যবাধকতা, বলপ্রয়োগ, চাপপ্রয়োগ। [ইদ্‌তিরার اضطرارى - আ.], পুঁথি।

**এহরাম**—বি. (হজ্ব বা ওমরার) এহরাম, এহরামের কাপড়। [ইহ্‌রাম্ إحرام - আ.], কয়দানী।

**এয়াদ**—দ্র. [ইয়াদ], কাব্য সংগ্রহ।

**এয়াজদোহাম**— বিণ. এগারতম। [ইয়া'য্‌দাহোম্ يازدهم - ফা.], সওয়াল।

**এয়াযুজ মায়াযুজ**—বি. কোরআনে উল্লিখিত জাতিবিশেষ-কেয়ামতের পূর্বে যাদের আবির্ভাব ঘটবে। [ইয়াজুজ্ মাজুজ্ ياجوج ماجوج - আ.], তোহ্‌ফা।

**এয়াসিন**—বি. পবিত্র কোরআনের ৩৬তম সুরা। [ইয়াসিন يٰسٓ - আ.], তোহ্‌ফা।

## [ও]

**ওকাবা**—বি. গিরিপথ, পাহাড়ের ঢাল, খাড়া ঢাল-মক্কা নগরীর একটি স্থানের নাম। যেখানে রসুল (সঃ) মদিনাবাসীদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলেন। ['আক্বাবাহ্ عقبة – আ.], তোহ্‌ফা।

**ওক্তে নামায**—বি. নামাজের সময়। **ওক্তে**—বি. সময়, ক্ষণ, কাল, মেয়াদ, মুহূর্ত, উপযুক্ত সময়, নির্দিষ্ট সময়। [ওয়াক্ত وقت – আ.] **নামাজ**—দ্র. মজনু [ন], তোহ্‌ফা।

**ওজন**—বি. মাপ, পরিমাপ, মাত্রা, ছন্দ। [ওয়ায্‌ন وزن - আ.], তোহ্‌ফা।

**ওজু**—বি.পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, নির্মলতা, উযু, শরীর ও মনের পবিত্রতা বিধানের জন্য প্রথমে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে গড়গড়াসহ কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া, মুখমণ্ডল ধোয়া, দুই হাত কনুইসহ ধোয়া, মাথা মসেহ্ করা, দুই পায়ের পাতা গিরাসহ ধৌত করা। [ওয়াদূ وضو - আ.], তোহ্ফা।

**ওফাত**—বি. ইন্তেকাল, পরলোকগমন, তিরোধান, মৃত্যু। [ওফাত্ وفاة - আ.; ব.ব. وفيات], তোহ্ফা।

**ওফাত-ই-রাসুল**—সম্বন্ধসূচক ফারসি শব্দ, রাসুল (সঃ)-এর তিরোধান। **ওফাত**—বি. ইন্তেকাল, মৃত্যু, তিরোধান, পরলোকগমন।[ওয়াফাত্ وفاة -আ.;ব.ব. وفيات], তোহ্ফা।। **রাসুল**—দ্র. 'লায়লী মজনু'। সত্য-কলি।

**ওলেমা**—বি. عالم এর ব.ব.। জ্ঞানী, বিদ্বান, পণ্ডিত, শিক্ষিত, বিজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক। ['উলামা علماء আ.], রাগ-তাল।

**ওলি**—বি. অভিভাবক, বন্ধু, সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক, কর্তা, দরবেশ, রক্ষক। [ওয়ালী ولى - আ.], মধু।

**ওস্তাদ**—বি. শিক্ষক, গুরু, অধ্যাপক, প্রফেসর, বিশেষজ্ঞ, দক্ষ, পারদর্শী। [ওস্ত'দ اُستاد-ফা.; ওস্তাজ اُستاذ-আ.], শা.খান।

**ওসমান**—বি. ইসলামের তৃতীয় খলিফা, হযরত (সঃ)-এর সাথী। ['উসমান عثمان - আ.], সত্য-কলি.।

**ওয়াজিব**—বিণ. অপরিহার্য, বাধ্যতামূলক, করণীয়, প্রয়োজনীয়, আবশ্যকীয়, দরকারী। [ওয়াজিব واجب - আ.], তোহ্ফা।

**ওয়া ইন্নাইলায়হে**—'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বিপদ কালে, দুঃসংবাদ শুনে মুমিনগণ এ আয়াত পড়েন। অর্থ-নিশ্চয় আমরা আল্লাহর-ই জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর-ই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। [আঃ وانا اليه], কাব্য সংগ্রহ।

**ওয়াহেদ**—বি. এক, একজন, একটি, একই অনন্য, একবচন। [ওয়াহিদ واحد-আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**ওয়ারিশ**—বি. উত্তরাধিকারী, উত্তরসুরী, ওয়ারিছ, বংশধর। [ওয়ারিছু وارث - আ.], কয়দানী।

## [ক]

**কউদ আখির**—বি. শেষ বৈঠক, নামাজে শেষ রাকাতে সালামের পূর্বের বৈঠক। [কু'উদুন্ আখিরুন قعود آخير - আ.], কয়দানী।

**কছর**—বি. খাট করা, ছোট করা, সংক্ষিপ্ত করা, অক্ষম করা, ক্ষুদ্র করা। [ক্বাস্র قصر - আ.], তোহ্ফা।

**কজা**—বি. বিচার, রায়, সম্পাদন, পূরণ, পরিশোধ, অতিবাহিত করন, নির্দিষ্ট সময়ের পর সম্পাদন। [ক্বাদা قضاء - আ.], কয়দানী।

**কদম, কদম্ব**—বি পায়ের পাতা, পা, পদক্ষেপ, ফুট (দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক বিশেষ)। [ক্বাদাম قدم - আ.; ব.ব. اقدام], সওয়াল।

**কদর**—বি. মর্যাদা, মূল্য, কদর, ভাগ্য, নিয়তি, পরিমাণ, পরিমাপ, সম্মান, সমাদর, যত্ন, খাতির। [ক্বদ্‌র قدر - আ.], তোহ্‌ফা।

**কফারা**—বি. প্রায়শ্চিত্ত, গুনাহ মাপের জন্য ধর্মত দেয় দণ্ড। [কাফ্‌ফারাহ্ كفارة - আ], তোহ্‌ফা।

**কবর**— বি. গোর, সমাধি। [ক্বাবর قبر - আ.; ব.ব. قبور], তোহ্‌ফা।

**কবুল**—বি. গ্রহণ, অনুমোদন, স্বীকৃতি, সম্মতি, বিবাহের সম্মতি, বিবাহের চুক্তিতে স্বীকৃতি। [কুবুল قبول – আ.], তোহ্‌ফা।

**করম**—বিণ. উদারতা, দানশীলতা, বদান্যতা, মহানুভবতা, দয়া, অনুগ্রহ, মহত্ত্ব, করুণা। [কার্‌ম كرم-আ.], পদ সাহিত্য।

**করিম**—বিণ. করুণাময়, দয়াময়, দয়ালু, মহৎ, উদার, দানশীল, মহানুভব, বদান্য, সম্মানিত, মর্যাদাবান, মূল্যবান। [কারীম كريم-আ], লায়লী।

**কলম**—বি লিপি, রেখা, দফতর, বিভাগ, কলম। [ক্বালাম্‌ قلم - আ; ব.ব. أقلام], সওয়াল।

**কলিল**—বিণ. কম, অল্প, স্বল্প, মুষ্টিমেয়, সামান্য, অপ্রতুল। [ক্বালীল قليل-আ.], কয়দানী।

**কলেমা, কলিমা**—বি. শব্দ, কথা, উক্তি, বাণী, ভাষণ, (ব্যাকরণে) পদ, ইসলামের মূলমন্ত্র-যা মনেপ্রাণে বিশ্বাস না করলে মুসলমান হওয়া যায় না। [কালিমাহ্‌ كلمة - আ.], লায়লী।

**কসফ-উল-মিজান**—বি. ফিক্‌হ শাস্ত্রের একটি প্রাথমিক তথ্য সূত্র গ্রন্থ। কাশ্‌ফ্‌ আল-মিযান كشف الميزان - আ], কাব্য সংগ্রহ।

**কসব**—বি. উপার্জন, কামাই, রোজগার, অর্জন, লাভ, আয়, প্রাপ্তি। [কাসব্‌ كسب – আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**কসম**—বি. শপথ, দিব্য, কিরা। [ক্বাসাম قسم – আ; ব.ব. اقسام ], কাব্য সংগ্রহ।

**কয়দ**—বি. বন্দিকরণ, কয়েদ বন্দিত্ব। [কায়্‌দ قيد – আ.], সিকান্দর।

**কাজী**—বি. বিচারক, হাকিম, বিচারপতি, মুসলমানদের বিবাহ রেজিস্ট্রিকারক। [ক্বাযী قاضى – আ], তোহ্‌ফা।

**কাদকামাতি সালাহ**—ক্রিয়া/বাক্য, নামাজ কায়েম হয়েছে বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নামাজের ইক্বামাতের একটি অংশ বিশেষ। [ক্বাদ ক্বামাত্‌ আস-সালাহ্‌ قد قامت الصلوٰة আ.], কয়দানী।

**কাদির**—বিণ. সক্ষম, যোগ্য, শক্তিশালী, ক্ষমতাবান। [ক্বাদির্‌ قادر - আ.]। কাদিরী— ক্বাদির এর সাথে ইয়া' প্রত্যয় যোগ হয়েছে। অর্থ—শক্তিশালী। কাব্য সংগ্রহ।

**কাফন**—বি. কাফন, মুসলিমের মৃতদেহ আবৃত করার কাপড়। [কাফন كفن - আ.; ব.ব. اكفان ], চরিত-১।

**কাফুর**—বি. কর্পূর, শ্বেতবর্ণ গন্ধদ্রব্যবিশেষ। [কাফুর كافور-আ], কয়দানী।

**কাফির**—বি. অবিশ্বাসী, অকৃতজ্ঞ, কৃষক, সত্য অস্বীকারকারী, ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসী। [কাফির كافر – আ.], তোহফা।

**কাবা**—বি সমচতুর্ভুজ কাঠামো, ঘনক্ষেত্র, পবিত্র কা'বা, কাবাগৃহ, কাবাঘর, আল্লাহর ঘর। [আল কা'বা الكعبة। - আ], সিকান্দর।

**কাবিল**—বি. হযরত আদম-হাওয়া (আঃ)-এর গর্ভজাত দ্বিতীয় ছেলে। [কাবিল্ قابيل- আ], সওয়াল।

**কারবালা**—বি. ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর স্মৃতিবিজড়িত ইরাকী নগরী। এ স্থানে খ্রিস্টীয় ৭ম শতাব্দীতে রসুল (সঃ)-এর দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রাঃ) সপরিবারে ও সবান্ধবে শহীদ হন। [কারবালা كربلاء- আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**কারী**—বি. পাঠক, আবৃত্তিকারী, বিশুদ্ধভাবে কোরআন পাঠকারী, ক্বারী [ক্বারী قارئ – আ; ব.ব. قراء], কয়দানী।

**কাসেম**—বি. বণ্টনকারী, বিভক্তকারী, (গণিত) ভাজক। [ক্বাসিম্ قاسم- আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**কায়দা**—বি. নীতি, রীতি, পদ্ধতি, মূলনীতি, ভিত্তি, ঘাঁটি, ব্যাকরণ, কৌশল, দক্ষতা, উপায়। [ক্বা'য়িদাহ্ قاعدة – আ.], তোহ্ফা।

**কিতাব, কেতাব**—বি. বই, পুস্তক, গ্রন্থ, কিতাব, চিঠি, পত্র [কিতাব كتاب- আ.], তোহ্ফা।

**কিতাব মোহিত**—কিতাব। **মুহিত**—বি. ব্যাপক, বেষ্টনকারী, বিরাট, পুরোপুরিভাগে অবহিত, নিয়ন্ত্রণকারী। [মুহীত্ محيط – আ.]। **কিতাব মোহিত**—একটি গ্রন্থের নাম। কাব্য সংগ্রহ।

**কিফায়তুল মুসল্লিন**—আরবি বাক্য. নামাযীদের জন্য পর্যাপ্ত, শেখ মুত্তালিব বিরচিত একটি গ্রন্থের নাম। **কিফায়তু**—বি. সমতা, সাদৃশ্য, সমকক্ষতা, পর্যাপ্ততা, উপযুক্ততা, যথাযথতা, যথার্থতা, যোগ্যতা দক্ষতা। [কিফায়াতু كفاءة-আ.]। **আল-মুসল্লি**—বি. নামাযী (বহু বচন) নামাজ আদায়কারী, মুসল্লী। [আল-মুসাল্লীন্ المصلين। - আ.], পুঁথি।

**কিস্সা**—বি. কাহিনী, গল্প, উপাখ্যান। [কিস্সাহ قصة – আ.], শা.খান।

**কিবলা**—বি. নামাজের সময় মুখ ফিরানোর দিক, কেবলা, কাবা শরীফের দিক। [ক্বিব্লাহ্ قبلة – আ.], সূ. সাহিত্য।

**কুওত**—বি. শক্তি, ক্ষমতা, বল, সামর্থ্য, প্রবলতা, প্রচণ্ডতা, বাহিনী। [কুওয়াত قوة – আ.], সওয়াল।

**কুছুব**—বি. সূর্যগ্রহণ। [কুসূফ كسوف-আ.], নীতি।

**কুতুব**—বি. অক্ষ, দণ্ড, মেরু, নেতা, মূলশক্তি, কেন্দ্রবিন্দু। [কুত্ব قطب- আ.], সত্য-কলি।

**কুদরত**—বিণ. শক্তি, ক্ষমতা, সামর্থ্য, যোগ্যতা, বিপুল শক্তি, দক্ষতা, নৈপুণ্য, কৌশল। [কুদ্রাত/কুদ্রাহ قدرة- আ.], শা.খান।

**কুদুম**—বি. আগমন, উপস্থিত। [কুদূম্ قدوم – আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**কুদুরি**—বি. ফিক্হ শাস্ত্রের একটি প্রামাণিক তথ্য সূত্র গ্রন্থ। [কুদুরী قدوري-আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**কুনত, কুনদ**—বি. আনুগত্য, ধর্মপরায়ণতা, বিতির নামাজের শেষ রাকাতে পঠিত দোয়া। [কুনূত্ قنوت- আ.], কয়দানী।

**কুন ফায়াকুন**—আল-কোরআনের একটি সংক্ষিপ্ত আয়াত। অর্থ 'হও, হয়ে যায়'। এখানে মহান স্রষ্টার অসীম সৃষ্টি ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ স্রষ্টা কোন কিছুর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'হও' বললেই হয়ে যায়। [কুন ফায়াকূন كُن فَيَكُون - আ.], পদ সাহিত্য।

**কুফা**—বি কুফা নগরী। [আল-কূফাহ্ الكوفة - আ.], চরিত-১।

**কুফরান**—বি. কুফর, কুফরি, অস্বীকার, অবিশ্বাস, অমান্যতা, অকৃতজ্ঞতা। [কুফ্রান كفران আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**কুরসি**—বি. চেয়ার, কেদারা, আল্লাহর কুদরতী আসন কুরসী। [কুর্সী كرسى - আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**কুহ্তুর**—বি. তূর নামক পাহাড়। **তুর**—বি. পর্বত, পাহাড়, গিরি, ভূধর। [কূহ্ كوه - ফা. + তুর طور - আ.],। সওয়াল।

**কেনা**—বি. ঈর্ষা, ঘৃণা, বিদ্বেষ। [কীনে كينه - ফা.], সূ. সাহিত্য।

**কেরামত**—বি. সম্মান, মর্যাদা, মহত্ত্ব, অলৌকিক ঘটনা, কারামত। [কারামাত كرامة - আ.], সূ. সহিত্য।

**কেরামন কাতেবিন**—বি. শ্রদ্ধেয় লিপিবদ্ধকারীগণ, যেই ফেরেশ্তাদ্বয় মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক কার্যাবলির হিসাব লিপিবদ্ধ করতে নিয়োজিত আছেন। [কিরামান্ কাতিবীন كراماً كاتبين আ.], সওয়াল।

**কেরায়াত**—বি পাঠ, পঠন, আবৃত্তি, কেরাত। [ক্বিরাআত قراءة - আ.], কয়দানী।

**কেয়ামত**—বি. মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান। [ক্বিয়ামাত قيامة - আ.], তোহ্ফা।

**কেসাসুল আম্বিয়া**—বি. নবীদের গল্প। কেসাস—বি বর্ণনা, কেসাস বর্ণনা, কেসসা, কাহিনী, গল্প। [ক্বাসাস্ قصص - আ.]। **আল-আম্বিয়া**—বি. নবী, পয়গাম্বর। [আল-আম্বিয়া الانبياء - আ.; এ.ব. نبى ], পুথি।

**কোরান**—বি. পাঠ, পঠন, আবৃত্তি, আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর মারফতে রসুল (সঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম গ্রন্থ। [কু'রআন قران - আ.], তোহ্ফা।

**কোরবাণী**—বি. কোরবাণী, উৎসর্গ, খোদার রাহে ১০ জিলহজ্ব ইসলাম ধর্মের বিধি মোতাবেক সক্ষম মুসলমানদের পশু যবেহ করা। [কুর্বান্ قربان - আ. + বাং.ই], চরিত-১।

**কোরেশ**—বি. মক্কার একটি প্রাচীন প্রসিদ্ধ গোত্র বা বংশ, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বংশ। [কু'রাইশ قريش - আ.], লায়লী।

**কোরেশী**—বি.কোরেশের সাথে সম্বন্ধিয়। কোরেশে —দ্র. সত্যকলি।

**কোহ্কাফ, কুহকাফ**—বি. কাহ্ফ নামক পর্বতগুহা। **কুহ**—বি পাহাড়, পর্বত। [কূহ্ كوه - ফা.]। **কাহ্ফ**—বি গুহা, গর্ত, পর্বতকন্দর, [কাহ্ফ্ كهف - আ.], সওয়াল।

**কার্জ**—বি কর্জ, ঋণ, ধার। [ক্বার্‌দ قرض-আ.; ব.ব.قروض], সু. সাহিত্য।

## [খ]

**খএরাত**—বি. দান, ভিক্ষা, পুণ্যার্থে দান। [খায়রাত خيرات-আ.], তোহ্‌ফা।

**খতা**—বি. ভুল, ত্রুটি, পাপ, অন্যায়, অপরাধ, দোষ, [খাত্বা خطاء-আ.], মধু।

**খদিচ**—বি. কথা, আলোচনা, কথিকা, কাহিনী, রাসুলের হাদিস। [হাদীছ্ حديث আ.], সূ. সাহিত্য।

**খঞ্জর**—বি. ধারালো বড় ছোরা। [খান্‌জার خنجر - ফা.], কাব্য সংগ্রহ।

**খন্দক**—বি পরিখা, খাত, গড়খাই। [খান্‌দাক্বত خندق - আ.; ব.ব.خنادق], চরিত-২।

**খবর**—বি. সংবাদ, তথ্য, বার্তা, বিধেয়, যত্ন, তত্ত্বাবধান, সন্ধান। [খাব্‌র خبر-আ.; ব.ব. أخبار], তোহ্‌ফা।

**খমছ**—বি. পাঁচ, পঞ্চ, পাঁচজন, পাঁচটি। [খাম্‌স্‌ঃ خمس - আ.], সিকান্দর।

**খলক**—বি. সৃষ্টি, সৃষ্টিজীব, মানুষ, গঠন, আকৃতি, জনসাধারণ, সৃষ্টিজগত। [খাল্‌ক্ব خلق - আ.], তোহ্‌ফা।

**খলিফা**—বি. প্রতিনিধি, উত্তরাধিকারী, সর্দার, প্রধান, দলপতি, ওস্তাদ, দর্‌জি, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পর ইসলামী রাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রধান শাসনকর্তা, যিনি একাধারে শাসনকর্তা ও ধর্মনেতা। [খালীফাহ্‌ خليفة - আ.; ব.ব. خلفاء], লায়লী।

**খলিল**—বি. বন্ধু, অন্তরঙ্গ বন্ধু, সুহৃদ, প্রেমিক, প্রিয়তম। [খালীল خليل - আ.; ব.ব. أخلاء], কাব্য সংগ্রহ।

**খয়বর**—বি. একটি স্থানের নামে, যেখানে ঐতিহাসিক খায়বর যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। [খায়্‌বার خيبر - আ.], কয়দানী।

**খাক**—বি. পৃথিবী, মাটি, ভূমি, ধূলিকণা, ধরাপৃষ্ঠ, ছাই। [খা'ক্‌ خاك - ফা.], রাগ-তাল।

**খাকান**—বি. (প্রাচীন) চীন সম্রাট বা চীনা তুর্কিস্তান অঞ্চলের সম্রাটের উপাধি। [খা'ক্বান خاقان - আ.], সিকান্দর।

**খাদেম**—বি. সেবক, চাকর, পরিচারক, চাকুরিজীবী, চাকুরে। [খাদিম্‌ خادم - আ.; ব.ব. خدام], কাব্য সংগ্রহ।

**খান**—বি. প্রভু, সর্দার, রঈস, পাঠানদের উপাধি। [খান خان - উ.], সত্য কলি।

**খান্দান**—বি. পরিবার, বংশ, খান্দান। [খা'ন্‌দা'ন্‌ خاندان-ফা.], পুঁথি।

**খারেজী**—বিণ. খারিজী সম্প্রদায়ের লোক। [খারিজী خارجى - আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**খালাস**—বি. সমাপ্তি, শেষ, নিষ্কৃতি, রক্ষা, উদ্ধার, মুক্তি, দায়মুক্ত, কারামুক্তি, অব্যাহতি, প্রসব, বিরত। [খালাস خلاص - আ.], তোহ্‌ফা।

**খালেক**—বি. সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টা, আবিষ্কর্তা, উদ্ভাবক। [খালিক্ব خالق - আ.; ব.ব. خالقون], তোহ্‌ফা।

**খাস**—বি. বিশেষ, বিশিষ্ট, নির্দিষ্ট, নিজস্ব, সংশ্লিষ্ট, একান্ত, ব্যক্তিগত। [খাস্ خاص – আ.], কয়দানী।

**খাসলত**—বি. অভ্যাস, স্বভাব, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, দোষ গুণ। [খাস্‌লাহ্ خصلة - আ.; ব.ব. خصال ], কাব্য সংগ্রহ।

**খায়ের**—বি. ভাল, উত্তম, উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতর। [খায়র্ خير আ.; ব.ব.اخيار], সওয়াল।

**খায়েস**—বি. অনুরোধ, প্রত্যাশা, চাওয়া। [খা'হেশ خواهش-ফা.], কাব্য সংগ্রহ।

**খিজির**—বি. জনৈক ওলী বা নবীর নাম। [খিদ্‌র خضر – আ.], লায়লী।

**খিলাফত**—বি. প্রতিনিধিত্ব, উত্তরাধিকার। [খিলাফাত/খিলাফাহ্ خلافة – আ.], রাগ-তাল।

**খিলাল**—বি. কীলক, পিন, শলাকা, (দাঁত খোঁচার) শলা, যে কাচি দিয়ে দাঁতের ফাঁক পরিষ্কার করা হয়, হাতের আঙুল দিয়ে দাড়ি-গোঁফ আঁচড়ানো বা পানি দিয়ে পরিষ্কার করা। [খিলাল্ خلال-আ.], তোহ্‌ফা।

**খুছুব**—বি. চন্দ্রগ্রহণ। [খুসূফ خسوف-আ.], নীতি।

**খুরুজ**—বি. বহির্গমন, বাইরে গমন, প্রস্থান। [খুরূজ, خروج - আ.], কয়দানী।

**খেতাব**—বি. সম্মান-সূচক উপাধি। [খিতাব خطاب - আ.], লায়লী।

**খেদমত**—বি. সেবা, খেদমত, চাকরি, কাজ, পেশা। [খিদ্‌মাত্ خدمة - আ.], সূ-সাহিত্য।

**খেলাফত**—বি. প্রতিনিধিত্ব, উত্তরাধিকার, রাজত্ব। [খিলাফাহ্/খিলাফাত خلافة আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**খোতবা**—বি. খুতবা, বক্তৃতা, ভাষণ, ওয়াজ। [খুত্‌বাহ্ خطبة-আ.;ব.ব. خطب ]। চরিত-২।

**খোদা**—বি. প্রভু, আল্লাহ্। [খোদা خدا-ফা.], তোহ্‌ফা।

**খোরাসান**—বি. পারস্যের অন্তর্গত স্থান বিশেষ। [খোরাসা'ন خرسان-ফা.], নীতি।

**খোসনামি**—বিণ. সুনাম, সুখ্যাতি। [খো-না'ম خوسنام - ফা.], কয়দানী।

**খোয়াব**—বি. ঘুম, নিদ্রা, স্বপ্ন। [খা'ব خواب - ফা.], কাব্য সংগ্রহ।

## [গ]

**গজব**—বিণ. রাগ, ক্রোধ, রোষ, কোপ, গজব। [গাদাব غضب - আ.], সওয়াল।

**গণি**—বি. ধনী, সম্পদশালী, অমুখাপেক্ষী, প্রয়োজনমুক্ত, অভাবমুক্ত। [গণী غنى - আ.; ব.ব. أغنياء ], সয়ফ।

**গন্দুম**—বি. গম। [গান্‌দোম্ گندم-ফা.], চরিত-১।

**গফুর**—বিণ. ক্ষমাশীল, ক্ষমাবান, ক্ষমাপরায়ণ, দয়ালু। [গাফূর غفور-আ.],পদ সাহিত্য।

**গয়ের মসরূয়া**—বিণ. অন্য, ভিন্ন ব্যতীত, অ,বে, না, তবে। [গায়র্ غير - আ.]। **মসরূয়া**—বি.আইনসম্মত, শরীয়তসম্মত, বৈধ। [মাশরূয়া'হ مشروعة-আ.]। গয়ের

**মসরূয়া**—অবৈধ বা অপ্রচলিত। কাব্য সংগ্রহ।

**গাজী**—বি. বিজয়ী, যোদ্ধা, আক্রমণকারী, দখলদার, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ইসলামের জন্য যুদ্ধ করে যে যোদ্ধা, পুঁথি সাহিত্যের অন্যতম নায়ক। [গাযী غازى - আ.], সত্য-কলি।

**গাফ্‌ফার**—বি. ক্ষমাশীল, ক্ষমাবান, ক্ষমাপরায়ণ, মার্জনাকারী। [গাফ্‌ফার غفّار - আ.}, পদ সাহিত্য।

**গাফলত**—বিণ. গাফলতি, অলসতা, উদাসীনতা, অমনোযোগ, বিস্মৃতি, উপেক্ষা করা।[গ্বাফ্‌লাত غفلت - আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**গালিব**—বি. জয়ী, বিজয়ী, প্রভাবশালী, প্রাধান্য বিস্তারকারী। [গালিব غالب - আ.; ব.ব. غالبون], সওয়াল।

**গিয়াস**—বি. সাহায্য, প্রাণ, ফরিয়াদ। [গিয়াস্ غياث - আ.], পুঁথি।

**গীত**—বি. গান, স্রোত। [গীত گیت-উ.], মধু।

**গুনা**—বি. পাপ, অপরাধ, দোষ। [গোনা'হ্ گناه - ফা.], মধু।

**গোপত**—বি. বলেছে, বলল, কথা, কথিত বিষয়। [গোফ্‌ত্ گفت-ফা.], চরিত-১।

**গোর**—বি. কবর, সমাধি, উৎসর্গ। [গূর گور-ফা.], তোহ্‌ফা।

**গোর সওয়াল**—বি. গোর-দ্র. [গ]। **সওয়াল**—বি. প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, প্রার্থনা, যাচনা, দাবি, দান, ভিক্ষা। [সুয়াল سؤال - আ.;ব.ব. أسئلة], তোহ্‌ফা।

**গোলাব**—বি. যে কোন ফুলের সুবাসমুক্ত পানি, গোলাপজল। [গোলা'ব گلاب ফা.], সয়ফ।

**গোলাম**—বি. বালক, ছেলে, বাচ্চা, দাস, ক্রীতদাস। [গুলাম غلام - আ.], সত্য-কলি।

**গোরস্তান**—বি. সমাধিক্ষেত্র, কবরস্থান। [গূরেস্তা'ন گورستان ফা.], লায়লী।

**গোলেস্তা**—বি. ফুল বাগান, গোলাপ বাগান। [গোলেস্তা'ন گلستان - ফা.], সয়ফ।

**গোসল**—বি. স্নান, ধৌতকরণ, প্রক্ষালন, অবগাহন নাওয়া, সমস্ত শরীর ধোওয়া। [গুস্‌ল্ غسل - আ.], লায়লী।

**গুজারিলা**—বি. (গুযার) আদায়, রাস্তা, শোধ। এখানে 'লা' সংযোগ করত কবি নিজস্ব পদ্ধতিতে ক্রিয়া বানিয়েছেন। অর্থ : আদায় করিল। [গুযার گذار - ফা. লা لا - বা.], পদ সাহিত্য।

**গুনাগার**—বি. পাপী, অপরাধী, জরিমানা, অর্থদণ্ড। [গোনা'হকার گناهکار - ফা.]। **গার**—বি. কর্তা। **গুনাহগার**—বি. পাপী, অপরাধী, দোষী। [গুনাহগার گناهگار উ.], শা. খান।

**গুরজ**—বি. মাথাওয়ালা লাঠি, গদা, মুগুর। [গোর্‌য্ گرز - ফা.], শা. খান।

## [চ]

**চন্দন**—বি. চন্দন বৃক্ষ। [চন্দন্ چندن-উ.], মধু।

**চল্লিশ**—বি. চল্লিশ, ৪০। [চালিস چالیس উ.], সূ. সাহিত্য।

**চান্দ**—বি. চন্দ্র, চাঁদ, মাথার তাজ, লক্ষ্য। [চান্দ چاند - উ.], পদ সাহিত্য।

**চাস্ত**—বি. পূর্বাহ্নের মাঝামাঝি সময়, দিনের প্রহর, সূর্যোদয় ও দুপুরের মাঝামাঝি সময়। [চা'শত چاشت - ফা.], নীতি।

**চাহারাম**— বিণ. চতুর্থ। [চাহা'রোম چهارم - ফা.], কয়দানী।

**চিজ**—বি. বস্তু, দ্রব্য, উপকরণ, গীত, সংগীত, মূল, মিষ্ট, আমানত, গচ্ছিত। [চীয্ چیز - উ.], সু-সাহিত্য।

**চৌগান**—বি. পোলো খেলার লাঠি, হকিস্টিক, ব্যাট। [চাওগা'ন چوگان ফা.], সূ.সাহিত্য।

## [ছ]

**ছখি**—বি. দানশীল, দানবীর, উদার, বদান্য। [সাখী سخیٌ - আ.; ব.ব. أسخياء], সূ.সাহিত্য।

**ছগীর**—বি. ছোট, ক্ষুদ্র, কনিষ্ঠ। [সাগীর صغیر - আ.; ব.ব. সিগার], কাব্য সংগ্রহ।

ছত্তার—**দ্র. [সাত্তার]**, কাব্য সংগ্রহ।

**ছবক**— বি. অগ্রগামিতা, পাঠ, পঠন, পূর্ববর্তিতা। [সবক্ব سبق আ..], কাব্য সংগ্রহ।

**ছরদ**—বিণ. ঠাণ্ডা, শীতল। [সার্দ্ سرد- ফা.], পুঁথি।

**ছরুদ**—বি. গান, গীত। [সোরূদ سرود ফা.], পুঁথি।

**ছাফ**—বি. পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, নির্মল, স্বচ্ছ, খাটি, অকৃত্রিম, সমতল, সোজা, মসৃণ। [ছাফ صاف - আ.], শা.খান

**ছুফি**—বি. পশমী, সুফী, সুফীবাদ, আধ্যাত্মিক। [সুফী صوفی - আ.], পুঁথি।

**ছুরা কোলাউজু বেরব্বিল নাস**—বি. পবিত্র কোরআনের ১১৪তম ছুরার প্রথম আয়াত। অর্থ : বলুন, মানুষের প্রতি পালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সুরাটির নাম 'সুরাতুন্ নাস্। [ক্বুল্ আ'উজু বিরাব্বি আন-নাস্ قل اعوذ برب الناس·আ.], পুঁথি।

## [জ]

**জওয়াব**—বি. জবাব, উত্তর, সাড়া, প্রত্যুত্তর। [জাওয়াব্ جواب - আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**জখম**—বি. জখম, ক্ষত, আহত, লোকসান। [যাখ্ম্ زخم - ফা.], তোহ্ফা।

**জনাবাত**—বিণ. অপবিত্রতা, অপবিত্র অবস্থা। [জানাবাত جنابة - আ.], তোহ্ফা।

**জবরুত**—বিণ. শক্তিমত্তা, দাপট, প্রভাব, প্রতাপ, অহংকার, বড়াই। [জাবারুত্ جبروت - আ.], পদ সাহিত্য।

**জবুর**—বি. দাউদ (আঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ আসমানী কিতাব। [যাবূর زبور আ.], সওয়াল।

*জবল আর্ফাত*—বি. আরাফার পাহাড়। **জবল**—বি. পাহাড়, পর্বত, গিরি, ভূধর। [জাবাল جبل - আ.]। **আর্ফাত**—বি. আরাফাত : মক্কার নিকটবর্তী একটি বিশাল ময়দান। ['আরাফাত্ عرفات আ.], কয়দানী।

**জব্বার**—বিণ.শক্তিধর, অহংকারী, স্বেচ্ছাচারী। [জাব্বার جبار - আ.], কয়দানী।

**জবেহ্**—বি. জবাই, হত্যা, বধ, কোরবাণী। [যাব্হ্ ذبح - আ.], সূ.সাহিত্য।

**জমজম**—বি. যমযম কূপ, যমযমের পানি। [যাম্যাম্ زمزم - আ.], চরিত-১।

**জমরুদ**—বি. এক ধরনের সবুজ রঙের দামী পাথর, পান্না। [যেমোর্‌রোদ زمرد ফা.]। যুমুর্‌রুদ্ (মরকত)-আ.], সওয়াল।

**জমাত**—বি. দল, সঙ্ঘ, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, (সেনা) স্কোয়াড, জনসমাবেশ, ভিড়, একত্রমিলন, নামাজের জন্য যে সমাবেশ। [জামা'আত جماعة-আ.;ব.ব.جماعات], তোহ্ফা।

**জমাদিউল আউয়াল**—বি. আরবি পঞ্চম মাস। এ মাসে রসুল (সাঃ)-এর জন্ম হয়। [জুমাদাল উলা جمادى الاولى আ.], তোহ্ফা।

**জমাদিউল আখের**—বি. আরবি ষষ্ঠ মাস। [জুমাদাচ্ছ ছানিয়াহ্ جمادى الثانية-আ.], তোহ্ফা।

**জমিন**—বি. পৃথিবী, জমি, মাঠ, ভূসম্পত্তি, মাটি, গৌরবময়, বিরাট। [যামীন্ زمين - আ.], কয়দানী।

**জলিহা, জোলেখা**—বি. আযীয মিসরের স্ত্রীর নাম। রোমান্টিক সাহিত্যে ইউসুফের প্রতি প্রেমাসক্তির জন্য প্রসিদ্ধ। [যুলাইখা زليخا - আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**জররত**—বি. প্রয়োজন, আবশ্যক, দরকার। [যারুরাত ضرورت - আ.], তোহ্ফা।

**জাকেরিয়া**—বি. হয়রত যাকারিয়া (আ:)। [যকারিয়া زكريا আ.], তোহ্ফা।

**জানাজা**—বি. অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, মানুষের (মৃতদেহ), কফিন, শবসমেত খাট, শবযাত্রা, মৃত দেহের সদগতির জন্য দাফন বা কবরস্থ করার আগে যে প্রার্থনা করা বা নামাজ পড়া হয়। [জানাযাহ্ جنازة - আ.], তোহ্ফা।

**জান্নাত**—বি. বেহেশত, বাগান, উদ্যান, স্বর্গ, অমর্ত্যলোক, স্বর্গোদ্যান। [জান্নাহ্ جنة - আ.], তোহ্ফা।

**জালিম**—বি. অত্যাচারী, নির্যাতনকারী, উৎপীড়ক। [যালিম ظالم -আ.], তোহ্ফা।

**জালুত**—বি. দৈত্য, দানব, জালুত। [জালূত্ جالوت - আ.], চরিত-১।

**জামাল**—বিণ. সৌন্দর্য, রূপ, শোভা, সুন্দর আচরণ। [জামাল جمال – আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**জাহান**—বি. জগৎ, বিশ্ব, দুনিয়া। [জাহা'ন جهان- ফা.], লায়লী।

**জারুল খেলদ**—বি. চিরস্থায়ী ঘর, একটি বেহেশ্‌তের নাম। [দার্ আল্ খুল্‌দ دار الخلد – আ.], সওয়াল।

**জাহিদ**—বি. তাপস, সন্ন্যাসী, সংসারত্যাগী, দরবেশ, সাধু ব্যক্তি, ভোগবিলাসহীন অনাড়ম্বর ব্যক্তি। [যাহিদ زاهد – আ.], নীতি।

**জাহান**—বি. দুনিয়া, বিশ্বজগত। [জাহা'ন جهان- ফা.], লায়লী।

**জাহান্নাম**—বি. নরক, দোযখ। [জাহান্নাম جهنم - আ.], তোহ্ফা। **জাহিল**—বি.-বিণ. অজ্ঞ, মুর্খ, নির্বোধ, অশিক্ষিত ব্যক্তি। [জাহিল جاهل - আ.], তোহ্ফা।

**জাহির**—বিণ. প্রকাশিত, প্রকাশ্য, স্পষ্ট, দৃশ্যমান, বাহ্যিক। [যাহির ظاهر - আ.], কয়দানী।

**জাহের**—বিণ. প্রকাশিত, প্রকাশ্য, প্রচার, স্পষ্ট, দৃশ্যমান, বাহ্যিক, ব্যাপ্ত, বিঘোষিত, প্রদর্শন বা প্রকটন, ব্যক্ত। [যাহির ظاهر –আ.], লায়লী।

**জায়েদা**—বি. অতিরিক্ত বস্তু, বাড়তি জিনিস। [যায়িদাহ زائدة - আ.], কয়দানী।

**জিকির**—বি. স্মরণ, স্মৃতি, উল্লেখ, খ্যাতি, বর্ণনা, উচ্চধ্বনি, শ্লোগান, জয়ধ্বনি, জয়োল্লাস, আল্লাহ তা'আলরা নাম উচ্চারণ বা জপা। [যিক্‌র ذكر–আ.:ব.ব.اذكار], শা.খান।

**জিদ্দা**—বি. জেদ্দা নগরী। [জিদ্দাহ্ جدّة – ফা.], সওয়াল।

**জিন্দা**—বি. জীবন্ত, প্রাণবন্ত। [যেন্দে زنده –ফা.], সূ.সাহিত্য।

**জিন্দেগী**—বি. জীবন, জীবন যাপন, জীবনকাল, আয়ুষ্কাল, প্রাণ। [যেন্দেগী زندگی - ফা.], কাব্য সংগ্রহ।

**জিব্রাইল**—বি. স্বর্গীয় দূত, যিনি আল্লাহর কাছ হতে নবী-রসুলগণের কাছে সংবাদ পৌঁছান। [জিব্‌রাঈল جبرائيل- আ.], লায়লী।

**জিলকদ**—বি. আরবি একাদশ মাস। [যুল-ক্বা'দাহ ذو القعدة - আ.], তোহ্‌ফা।

**জিলহজ**—বি. আরবি দ্বাদশ মাস। এ মাসে মুসলমানগণ তাদের অন্যতম ধর্মীয় বিধান হজ্ব আদায় করে। [যুল-হিজ্জাহ ذو الحجة – আ.], তোহ্‌ফা।

**জিয়াফত**—বি. আতিথেয়তা, আতিথ্য, মেহমানদারি, আপ্যায়ন। [দিয়াফাত্ ضيافة – আ.], চরিত-১।

**জুদা**—বিণ. আলাদা, পৃথক, স্বতন্ত্র। [জোদা' جدا – ফা.], কাব্য সংগ্রহ।

**জুনুব্**—বি. দক্ষিণ (দিক), দক্ষিণা বাতাস। [জানূব্ جنوب - আ.], সওয়াল।

**জুমা**—বি. শুক্রবার, জুমআর নামাজ, শুক্রবার দিন জোহরের সময় সম্মিলিত নামাজ। [জুম্'আহ جمعة – আ.], তোহ্‌ফা।

**জুমা বার**—জুমা–পূর্বোক্ত। **বার**—বি. দিন, সময়। [বা'র,بار.ফা.]। **জুমাবার**—বি. জুমাআর নামাজের দিন, শুক্রবার। [জুম্'আহ্ বা'র جمعة بار.আ.;+ফা.], নীতি।

**জুল হুলাইফা**—বি. মক্কা নগরী একটি স্থানের নাম। [যু-আল-হুলায়ফাহ্ ذو الحليفة আ.], চরিত-২।

**জুলফিকার**—বি. হযরত আলী (রাঃ)-এর তরবারির নাম। [যূ-আল-ফিক্বার (যূলফিকার ذو الفقار - আ.], শা. খান।

**জেয়ারত**—বি. ভ্রমণ, সফর, পরিদর্শন, সাক্ষাৎ, পুণ্যাত্মার কবর বা পুণ্যস্থান দর্শন ও প্রদক্ষিণাদি, ভক্তিভরে কবর দর্শন ও প্রার্থনা করা। [যিয়ারাত زيارة-আ.], তোহ্‌ফা।

## [ত]

**তউসা**—বি. একজনের নাম–যার আকৃতি ইসা (আ:) এর মত হয়েছিল। আর লোকেরা তাকে ইসা মনে করে গুলিবিদ্ধ করেছিল। [আাঃ], চরিত-১।

**তওবা**—বি. অনুশোচনা, অনুতাপ, প্রত্যাবর্তন, ক্ষমা, পুনরায় পাপকার্য না করার সংকল্প।[তাওবাহ্ تَوْبَة-আ.], চরিত-১।

**তকদীর**—বি. তাকদীর, নিয়তি, অদৃষ্ট, ভাগ্য, পরীক্ষার গ্রেড। [তাক্বদীর تَقْدِير-আ.;ব.ব. تَقَادِير ], সূ.সাহিত্য।

**তকবির**—বি. বড়ত্ব বর্ণনা, গৌরব বর্ণনা, ধ্বনি, আওয়াজ, আল্লাহু আকবর ধ্বনি। [তাক্বীর تَكْبِير - আ.], তোহ্ফা।

**তগাবুন**—বি. পারস্পরিক প্রতারণা, শেষ বিচার, পুনরুত্থান, হার-জিত, পবিত্র কোরআনের ৬৪তম সূরা। [তাগাবুন تَغَابُن - আ.], তোহ্ফা।

**তজল্লাত্র**—বি. স্পষ্ট হওয়া, পরিষ্কার হওয়া, উজ্জল হওয়া, প্রকাশ পাওয়া, ঝলক বিশিষ্ট হওয়া। [তাজ্জাল্লা تَجَلّى - আ.], সূ. সাহিত্য।

**তঞ্জিয়া**—বি. পবিত্র করা, পবিত্র বলে ঘোষণা করা। মাকরূহ্-এর প্রকার। [তান্যীহ্ تَنْزِيه - আ.], কয়দানী।

**তবিব**—বি. চিবিৎসক, ডাক্তার, হাকীম, চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। [ত্বাবীব طَبِيب - আ.], মধু।

**তমজিদ**—বি. গৌরব বর্ণনা, মহিমা বর্ণনা, উচ্চ প্রশংসা। [তাম্জীদ تَمْجِيد আ.], সওয়াল।

**তবারক**—ক্রিয়া, পবিত্র কোরআনের ৬৭তম সুরা আল মুলকের প্রথম শব্দ। অর্থ : বরকতময় হয়েছে, মহিমান্বিত হয়েছে। [তাবারাকা تَبَارَكَ - আ.], তোহ্ফা।

**তরক**—বি. ছেড়ে দেওয়া, ত্যাগ করা, পরিত্যাগ করা, পরিহার করা, বর্জন করা, লঙ্ঘন। [তার্ক تَرْك - আ.], তোহ্ফা।

**তরীকা**—বি. পন্থা, পদ্ধতি, রীতি, উপায়, পথ, নিয়ম, প্রণালী। [ত্বারীক্বাহ্ طَرِيقَة-আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**তরিকৎ**—বি. পন্থা, পদ্ধতি, রীতি, উপায়, পথ, নিয়ম, প্রণালী (আসমানের) স্তর। [ত্বারিকাত طَرِيقَة – আ.], তোহ্ফা।

**তরতিব**—বি. বিন্যাস, ক্রম, ধারাবাহিকতা, নিয়ম। [তার্তীব تَرْتِيب - আ.], কয়দানী। তশহুদ—বি. কলেমায়ে শাহাদত পাঠ করণ। আত্তাহিয়্যাতু পড়া। [তাশাহ্হুদ تَشَهُّد – আ.], কয়দানী।

**তসবী**—বি. গুণগান, স্তুতি, প্রশংসা, মহিমা, মুসলমানি জপমালা, আল্লাহর নাম বা দো'আ-দরুদ পাঠের সময় নির্দিষ্ট সংখ্যা গণনার জন্য দানাগুটির মালা বিশেষ, নামের স্মরণ, জিকির। [তাস্বীহ্ تَسْبِيح – আ.], পদ সাহিত্য।

**তসমিয়া**— বি. নামকরণ, বিসমিল্লাহ। [তাস্মিয়াহ্ تَسْمِيَة – আ.], কয়দানী।

**তহকিক**—বি. বাস্তবায়ন, প্রতিষ্ঠিত করা, প্রতিপালন, অনুসন্ধান। [তাহ্ক্বীক্ব تَحْقِيق – আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**তাইফ**—বি. তায়েফ : সৌদী আরবের একটি নগরী। [ত্বায়িফ طَائِف - আ.], চরিত-২।

**তাউজ**—বি. আশ্রয় চাওয়া, আশ্রয় নেওয়া, আউযুবিল্লাহ বলা। [তা'য়াউজ্ تَعَوُّذ – আ.], কয়দানী।

**তাজ**—বি. মুকুট, রাজমুকুট, তাজ। [তা'জ تاج – ফা.], সিকান্দর।

**তাজুল মুলুক**—বি: সাম্রাজ্যের মুকুট। সম্রাটের উপাধি। [তাজু আল-মুল্ক্ تَاجُ الْمُلْك – আ.], পুঁথি।

**তা'জ্জত**—বি. রাত্রিজাগরণ করা, রাত্রিকালে এবাদত করা, তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া, শেষ রাতের নফল নামাজ বিশেষ। [তাহাজ্জুদ تَهَجُّد - আ.], তোহ্‌ফা।

**তা'জিম**—বি. সম্মান প্রদর্শন, সম্মান, মর্যাদা, বড়ত্ব। [তা'যীম تعظيم - আ.], সূ.সাহিত্য।

**তাব্বাত ইয়াদা**—বাক্যাংশ. হস্তদ্বয় ধ্বংস হউক, পবিত্র কোরআনের ১১১তম সূরা 'আল-লাহাব' এবং প্রথম আয়াতের অংশ। ইহা দ্বারা উক্ত সুরাটিকে বুঝিয়েছে। [তাব্বাত্ ইয়াদা تَبَّتْ يَدَا - আ.], চরিত-২।

**তাবেয়াত**—বি. অনুগামী, অধীন, পরবর্তী। [তাবি'য়াহ্ تَابِعَة - আ.], পুঁথি।

**তাম্বুল**—বি. পান, তাম্বুল। [তাম্বুল تَمبول - ফা.], তোহ্‌ফা।

**তামাম**—বিণ. পূর্ণতা, পরিপূর্ণতা, সাকুল্য, পূর্ণ, গোটা, সমগ্র, সমস্ত, সমুদয়, সম্পূর্ণ। [তামাম تَمَام - আ.], তোহ্‌ফা।

**তামাসা**—বিণ. খেলা, বাজি, প্রদর্শনী, কৌতুক, মজা, বিনোদন, দর্শনীয় স্থানাদি দর্শন। পরিহাস, ঠাট্টা, আমোদ-প্রমোদ, বিহার। [তামা'শা تَمَاشَا - ফা.], চরিত-২।

**তালাক**—বি. বিবাহবিচ্ছেদ, তালাক, ত্যাগ, পরিত্যাগ, বর্জন। [ত্বালাক্ طَلَاق - আ.], সওয়াল।

**তালেব এলেম**—বি. শিক্ষার্থী, বিদ্যার্থী, ছাত্র, জ্ঞানান্বেষী। [ত্বালিব আল-ইলম طَالِبُ العِلم - আ.], তোহ্‌ফা।

**তারিফ**—বি. প্রশংসা, সুখ্যাতি, নির্দিষ্টকরণ, পরিচিতিকরণ, পরিচয়দান, সংজ্ঞাদান, সংজ্ঞা। [তা'রীফ্ تَعرِيف-আ.], সওয়াল।

**তারাবী**—বি. আরাম, বিশ্রাম, প্রমোদ, বিনোদন, আনন্দদান, তারাবী (নামাজ)। [তারবীহ্ تَرْوِيحَ আ.;ব.ব تَرَاوِيح], কয়দানী।

**তাহরিমা**—বি. নিষিদ্ধকরণ, হারামকরণ, নিষেধাজ্ঞা, যে কার্যের মাধ্যমে নামাজ শুরু করা হয়। [তাহ্‌রীমাহ্ تَحرِيمَة আ.], কয়দানী।

**তাহা**—বি. সূরা ত্বা-হা : পবিত্র কোরআনের ২০তম সুরা। [ত্বা-হা طه - আ.], চরিত-২।

**তিহা**—বি. পথহীন (অঞ্চল, প্রান্তর), নির্জন প্রান্তর। [তাইহা' تِيهَاء -আ.], চরিত-১।

**তীরন্দাজ**—বি. বিণ. ধনুকধারী, তীর নিক্ষেপক। [তীরআন্দা'য تِيرانداز - ফা.], সয়ফ।

**তুরুক তারিক**—বি. তুরুক (طُرُق) শব্দটি তারিক (طَرِيق) এর বহু বচন। অর্থ : রাস্তা, সড়ক, পথ, পন্থা, পদ্ধতি। [আ.], পুথি।

**তুরুকী**—বি. তুর্কী (জাতি)। [তুর্‌কী تُرکی - আ.; ব.ব. أَتْرَاك ], সয়ফ।

**তেরা**—বি. তোর, তোরে, তোমার। [তেরা تِيرا - উ.], কাব্য সংগ্রহ। **তেলাওত**—বি. পাঠ, আবৃত্তি, সম্ভ্রম সহকারে পাঠ। [তিলাওয়াহ/তিলাওয়াত تِلَاوَة - আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**তৈয়াম্মম**—বি. নিয়ত করা, মনস্থ করা, পানির অভাবে উযুর পরিবর্তে ধুলোবালি দিয়ে বিধিমতে পবিত্র হওয়া। [তায়াম্মুম تَيَمُّم - আ.], তোহ্‌ফা।

**তারীখ**—বি. তারিখ, ঘটনাপঞ্জি, ইতিহাস, কাহিনী, সময়। [তারীখ تاريخ-আ.;ব.ব تواريخ], পুঁথি।

**তাহারতে**—বিণ. পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা, পরিচ্ছন্নতা। [ত্বাহারাত্ طهارة-আ.], কয়দানী।

**তোহ্‌ফা**—বি. বিণ. উপহার, উপঢৌকন, সওগাত, শিল্পকর্ম, চমৎকার, অতি উপাদেয়, খুব সুন্দর বা ভাল। [তুহ্‌ফাহ্ تحفة - আ.], তোহ্‌ফা।

**তৌরাত**—বি. মূসা (আঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ আসমানি গ্রন্থ। [আত-তাওরাত التوراة - আ.], সওয়াল।

**তৌহিদ**—বি. একীকরণ, ঐক্যবদ্ধকরণ, একত্ববাদ, আল্লাহর একত্ব, একেশ্বরবাদ। [তাওহীদ توحيد - আ.], তোহ্‌ফা।

**তৌয়াব**—বি. তওয়াফ, প্রদক্ষিণ আবর্তন, ঘূর্ণন, চক্র, পরিভ্রমণ। [ত্বাওয়াক্ طواف - আ.], কয়দানী।

**তবিয়ত**—বি. প্রকৃতি, স্বভাব, চরিত্র, মেজাজ, স্বাস্থ্য। [ত্বাবি'য়াহ طبيعة -আ.], কাব্য সংগ্রহ।

## [দ]

দজ্জাল—বি. প্রতারক, ভণ্ড, মিথ্যুক, দুষ্ট, দুর্দান্ত, অত্যাচারী, অবাধ্য, দুর্বিনীত, শাসনের বহির্ভূত। [দাজ্জাল دجّال - আ.], তোহ্‌ফা।

**দরগা**—বি. প্রবেশ পথ, প্রাসাদ, দরবার, সভাস্থল। [দার্‌গা'হ درگاه-ফা.], পুঁথি।

**দরগাহ**—বি. প্রবেশ পথ, দরজার চৌকাঠের নিম্নাংশ, প্রাসাদ, দরবার, সভাস্থল, মাজার, পীরের সমাধি ও তৎসংলগ্ন পবিত্র স্থান। [দার্‌গা'হ درگاه - ফা.], সত্য-কলি।

**দরবার**—বি. প্রাচীর বা অট্টালিকার দ্বারা পরিবেষ্টিত স্থান, সভা, আদালত, বিচারালয়, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বৈঠকখানা বা কাছারী ঘর। [দার্‌বার্ دربار-ফা.], পদ সাহিত্য।

**দর্জাল**—বি. দাজ্জাল, প্রতারক, ভণ্ড, মিথ্যুক। [দাজ্‌জাল্ دجّال - আ.], চরিত-১।

**দরবেশ**—বি. সংসার বিরাগী, ফকির, মুসলমান তাপস। [দার্‌ভীশ درويش-ফা.], সত্য-কলি।

**দরওয়াজা**—বি. তোরণ, প্রবেশপথ, গোলপোস্ট। [দার্‌ভা'যে دروازه-ফা.], কাব্য সংগ্রহ।

**দরুদ**—বি. সালাম, শান্তিবাণী, হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর নাম উচ্চারণ বা শ্রবণ করার পর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এই বাক্য সংক্ষেপে 'দঃ' বা 'সঃ' রূপে উচ্চারণ। [দুরূদ ' درود - ফা.], লায়লী।

**দাউদ**—বি. হযরত দাউদ (আঃ)। [দাউদ داود - আ.], সওয়াল।

**দাকায়েকুল হেকায়েক**—বি. ইসলামি আইন শাস্ত্রের (ফিক্‌হ) একটি গ্রন্থের নাম। **দাকায়েক**—বি. دقيقة এর বহুবচন মিনিট সময়। [দাক্বায়িক دقائق - আ.] **আল হেকায়েক**—বি. حقيقة এর ব.ব. এর বাস্তব, বাস্তবতা, প্রকৃত অবস্থা, আসল ব্যাপার। [আল হাক্বায়িক্ব الحقائق - আ.], পুঁথি।

**দাফন**—বি. দাফন, সমাধিকরণ, কবরস্থকরণ।[দাফ্‌ন دفن - আ.], চরিত-১।

**দামাদ**—বি. বর, জামাই, জামাতা। [দামা'দ داماد - ফা.], শা.খান।

**দারুল খয়রল**—বি. আট বেহেশতের একটির নাম। [দার আল-খায়্‌র دار الخير - আ.], সওয়াল।

**দিদার**—বি. দর্শন, সাক্ষাৎ, দৃষ্টি, দৃষ্টিশক্তি। [দীদার, دیدار - ফা.], তোহ্‌ফা।

**দিনার**—বি. দীনার, প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা। [দীনার دینار - আ.], সূ.সাহিত্য।

**দিমিস্ক**—বি. দামেস্ক নগরী। [দামিশ্‌ক্ব دمشق - আ.], চরিত-১।

**দ্বীন**—বি. ধর্ম, ধর্মবিশ্বাস, ধার্মিকতা, প্রথা, বিচার, প্রতিদান, আনুগত্য। [দীন دین - আ.], লায়লী।

**দীনদার**—বি. ধর্মপ্রাণ, ধর্মপরায়ণ, দীনদার। [দীন্‌দার دیندار - ফা.], সওয়াল।

**দীল, দিল**—বি. হৃদপিণ্ড, হৃদয়, মন, পেট, আত্মা। [দেল্‌ دل - ফা.], সওয়াল।

**দুনিয়া**—বি. পৃথিবী, বিশ্ব, জগৎ, ইহকাল, ইহলোক। [দুন্‌য়া دنيا - আ.], তোহ্‌ফা।

**দেও**—বি. দৈত্য, শয়তান, ভূত, মুর্তি। [দেও دیو - উ.], মধু।

**দরশন**—বি. দর্শন, সাক্ষাৎ, যিয়ারত, পর্যটন। [দরশন درشن - উ.], লায়লী।

**দাখিল**—বি. প্রবেশকারী, প্রবিষ্ট, অন্তর্ভুক্ত, দাাখিল। [দাখিল্‌ داخل - আ.], সওয়াল।

**দুররা**—বি. চাবুক, চামড়ার চাবুক। [দুর্‌রাহ্‌ درة - আ.], চরিত-১।

**দেওয়ান**—বি. কাব্য সংকলন, তথ্য পুস্তক, বিবরণী, দফতর, বিভাগ, বৈঠকখানা। [দিওয়ান্‌ دیوان - আ.], তোহ্‌ফা।

**দেবানা**—বি. পাগল, উন্মাদ, বোকা, জ্ঞানহীন। [দীভা'নেহ دیوانه - ফা.], মধু।

**দোজখ**—বি. নরক, জাহান্নাম। [দুযাখ্‌ دوزخ - ফা.], কাব্য সংগ্রহ।

**দোরাস্ত**—বি. সঠিক, যথার্থ, উপযুক্ত, বৈধ, জায়িয, সত্য, খাঁটি, নিয়মানুগ। [দোরোস্‌ত درست - ফা.], সূ.সাহিত্য।

**দোস্ত**—বি. বন্ধু, প্রিয়জন, সহপাঠী, হিতাকাঙ্ক্ষী। [দূস্ত دوست-ফা.], শা.খান।

**দোস্তদার**—বিণ. স্নেহময়, প্রেমময়, আসক্ত। [দূস্তদা'র دوستدار - ফা.], শা.খান।

**দোসর**—বি. দ্বিতীয়, অন্যান্য, অপর। [দোসরা دوسرا - উ.], মধু।

**দোসরা**—বিণ. দ্বিতীয়, অন্য, অপর। [দোস্‌রা دوسرا - উ.], লায়লী।

**দোয়া**—বি. ডাক, আহবান, প্রার্থনা, আশীর্বাদ, মঙ্গলকামনা। [দু'আ دعا - আ.], তোহ্‌ফা।

**দৌলত**—বি. রাষ্ট্র, দেশ, সমাজ, রাজত্ব, পরিবর্তন, বিবর্তন। [দাওলাহ্‌/দাওলাত دولة - আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**নজাশী**—বি. রসুল (সঃ) সমকালীন রোমক সমাজের অধিপতি। চরিত-২।

**নজাচুত**—বি. নাপাকি, ময়লা, মল, কলুষ, অপরিচ্ছন্নতা। [নাজাসাত্‌ نجاسة - আ.], কয়দানী।

**নজুল**—বি. অবতরণ, আগমন, পতন, হ্রাস। [নুযূল نزول - আ.], সওয়াল।

**নসিয়ত**—(নসিহত) বি. উপদেশ, সদুপদেশ, পরামর্শ, সৎপরামর্শ, নসিহত। [নাসীহাত نصيحة - আ.], সওয়াল।

**নফর**—চাকর, জন, ভৃত্য, সেবক, দাস, ঘৃণা, অপছন্দ, অবজ্ঞা, পরিহার। [নাফার/নাফরাহ্ نفرة – আ.]।

**নফল**—বিণ. অতিরিক্ত, কর্তব্যের অতিরিক্ত কাজ, যা ফরজ বা ওয়াজিব নয়। [নাফ্‌ল نفل – আ.], তোহ্‌ফা।

**নফস**—বি. আত্মা, মন, চিত্ত, প্রবৃত্তি, প্রাণী, মানুষ, ব্যক্তি, স্বয়ং, নিজ, খোদ, বাসনা, ভোগ, পাপ, অহংকার। [নাফ্‌স نفس – আ.], তোহ্‌ফা।

**নবী**—বি. পয়গম্বর, রাসুল, প্রেরিত পুরুষ, আল্লাহর বাণী, সংবাদদাতা। [নাবী نبي – আ.], লায়লী।

**নবুয়ত**—বিণ. নবুওয়াত। [নবুওয়াত نبوة – আ.], সওয়াল।

**নমরূদ**—বি. নমরূদ : আল্লাহর সাথে বিরুদ্ধাচরণকারী প্রাচীন কালদানী সম্রাট। [নামরূদ نمرود – আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**ন'শ**—বি. মৃতদেহ বহনের খাট, কফিন, শবাধার। [না'শ نعش – আ.], রাগ-তাল।

**নসল**—বি. সন্তান, বংশধর। [নাস্‌ল্ نسل – আ.], পুঁথি।

**নসরাণী**—বি. খ্রিস্টান, নাসারা, ঈসায়ী। [নাস্‌রানী' نصراني – আ.], সিকান্দর।

**নসিব**—বি. ভাগ্য, অংশ, ভাগ, অদৃষ্ট, কপাল। [নাসীব نصيب – আ.], পদ সাহিত্য।

**নহস আকবর**—নহস—বি. দুর্ভাগ্য, কষ্ট, অশুভ, অমঙ্গলজনক, কঠিন, কুক্ষণ। [নাহ্‌স نحس – আ.], আকবর—বিণ. বড়, মহৎ, মহান, মহত্তম, বয়স্ক, নেতা। [আক্‌বার اكبر – আ.]। নহস আকবর—বি. বড় দুর্ভাগ্য। নীতি।

**নাজির**—বি. দর্শক, পরিদর্শক, পর্যবেক্ষক, অধ্যক্ষ, প্রধান কর্মকর্তা। [নাযির্ ناظر – আ.;ব.ব.نظار/ناظور], সূ.সাহিত্য।

**না'ত**—বি. প্রশংসা, গুণ, (ব্যাকরণে) গুনবাচক পদ, বিশেষণ, ছিফাত, হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর প্রশংসা, নবী প্রশস্তি বা স্তব-কীর্তন। [না'ত্ نعت – আ.], লায়লী।

**নাফরমানী**—বি. অবাধ্যতা। নাফরমানী, আদেশ অমান্যকরণ, বিদ্রোহ করণ। [নাফার্‌মানী نافرماني – ফা.], কয়দানী।

**নামাজ**—বি. প্রার্থনা, ইসলাম ধর্মমতে দৈনিক পাঁচবার (ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা) অবশ্য করণীয় ইবাদত বা উপাসনা, সালাত। (নামা'য্ نماز – ফা.], লায়লী।

**নাম**—বি. পদবী, সম্মান, ফল, সুনাম, সুখ্যাতি, প্রসিদ্ধি, পরিচয়, যে শব্দ দিয়ে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে নির্ধারণ করা যায়, আখ্যা। [নাম نام – ফা.উ.], মধু।

**নিশান**—বি. আলামত, চিহ্ন, নিদর্শন, প্রতীক, লক্ষ্যস্থল, পতাকা, প্রমাণ, সনাক্ত চিহ্ন। [নিশা'ন نشان – ফা.উ.], মধু।

**নায়েব**—বি. প্রতিনিধি, স্থলাভিষিক্ত, ভারপ্রাপ্ত, ডেপুটি, উপ, অধীন কর্মচারী, সহকারী, জমিদারের কাছারির প্রধান কর্মচারী। [নায়িব نائب – আ.;ব.ব. نواب], সূ.সাহিত্য।

**নিকাহ**—বি. বিবাহ, বিয়ে, নিকা, দাম্পত্য মিলন, সহবাস। [নিকাহ্ نكاح – আ.], সওয়াল।

**নিগামান**—বি. প্রহরী, রক্ষক, দারোয়ান, পাহারাদার। [নে-বা'ন্ نگاهبان- ফা.], সূ.সাহিত্য।

**নিয়ত**—বি. নিয়ত, ইচ্ছা, অভিপ্রায়, অভিলাষ, উদ্দেশ্য, মনোবাঞ্ছা।[নিয়্যাত/নিয়্যাহ্ نيّة – আ.;ব.ব. نيات ], চরিত-১।

**নুকিমা**—বি. আদম-হাওয়া (আঃ)-এর দ্বিতীয় কন্যা। [নুক্বীমাহ نقيمة – আ.], চরিত-১।

**নূহ**—বি. হযরত নূহ (আঃ)। [নূহ্ نوح আ.], চরিত-১।

**নেকবক্ত**—বি. ভাগ্যবান, সুখী, সৌভাগ্য শালী। [নী-বাখ্ত نيك بخت ফা.], সওয়াল।

**নেজাম**—বি. নিয়ম, শৃঙ্খলা, ব্যবস্থা, নীতি, রীতি, প্রথা, পদ্ধতি, বিধান, শাসনকর্তা, রাজপ্রতিনিধি, প্রখ্যাত ইরানী কবি। [নিযাম نظام – আ.], সত্য-কলি।

**নেফাজ**—বি. প্রসূতি-অবস্থা, নিফাস, প্রতিযোগিতা। [নিফাস্ نفاس- আ.], কয়দানী।

**নেহাত**—বিণ. চরম বিন্দু, প্রান্ত, শেষ সীমা, কোন কিছুর শেষ অবস্থা, চূড়ান্তভাবে। [নেহাইয়াত نهايت- ফা.], কাব্য সংগ্রহ।

**নেয়ামত**—বি. আশীষ, দান, অনুগ্রহ, সম্পদ, প্রাচুর্য, তোহ্ফা, ধন, সৌভাগ্য। [নি'মাত/নি'মাহ্ نعمت আ.], তোহ্ফা।

**লোকসান**—বি. লোকসান, ক্ষতি, ঘাটতি, হ্রাস, স্বল্পতা, অভাব। [নুক্সান্ نقصان – আ.], কয়দানী।

[প]

**পছন্দ**—বি. বাছাই করা, অনুমোদন। [পাসান্দ پسند – ফা.], কাব্য সংগ্রহ।

**পরগণা**—বি. এলাকা, জিলার অংশ। [পর্গনাহ্ پرگنه – ফা.], পুঁথি।

**পরওয়ারদেগার**—বি. আল্লাহ, বিধাতা, প্রতিপালক। [পার্ভার্দেগা'র پروردگار – ফা.], কাব্য সংগ্রহ।

**পরদা**—বি. (দরজা-জানালার) পর্দা, অবগুণ্ঠন, মুখাবরণ, নেকাব। [পার্দে پرده ফা.], কয়দানী।

**পরীজাদী**—পরী—বি. অতিশয় সুন্দরী, মায়াবিনী, পক্ষবিশিষ্ট কল্পিত সুন্দরী। [পরী پری উ], **জাদ**—বি. পয়দা, জন্ম, ভূমিষ্ঠ, বেটা, পুত্র। [যাদ্ زاد উ.]। **পরীজাদী**—বি. পরী থেকে জন্মানো মেয়ে। [পরীযাদী پری زادی উ.], মধু।

**পয়গাম্বর**—বি. বার্তাপ্রেরক, নবী, রসুল, আল্লাহ প্রেরিত দূত। [পয়গাম্বর پیغمبر ফা.], লায়লী।

**পয়দা**—বি. সৃষ্ট, উৎপাদিত, আবিষ্কৃত, উপার্জিত। [পয়দা پیدا – উ.], শা. খান।

**পাকদামন**—বি. সতী, কুমারী, সচ্চরিত্র, নিষ্কলুষ, নিরপরাধ। [পা'ক্ দা'মান پاك دامن – ফা.], শা.খান।

**পাকিজা**—বি. পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, সুবিন্যস্ত, মানানসই। [পা'কীযে پاکیزه – ফা.], সূ.সাহিত্য।

**পাক পরওয়ার দেগার**—বি. পবিত্র আল্লাহ। **পাক**—বি. নির্মল, পরিষ্কার, খাঁটি, নির্ভেজাল, নিষ্পাপ। [পা'ক্ پاك- ফা.]।

**পরওয়ার দেগার**—বি. আল্লাহ্ বিধাতা। [পার্‌ভার্‌দেগার پروردگار ফা.], সূ.সাহিত্য।

**পাহালওয়ান**—বি. বীর, বলবান, কুস্তিগির, মুষ্টিযোদ্ধা। [পাহলাভা'ন پهلوان-ফা.], কাব্য সংগ্রহ।

**পিয়ার**—বি. আদর, স্নেহ, ঘনিষ্ঠতা, প্রেম, ভালবাসা, মমতা, দয়া। [পিয়ার پیار - উ.], সওয়াল।

**পিলাইব**— پلانا ভবিষ্যৎকাল ক্রিয়ারূপ। পিলানা—বি. পান করানো। [পিলানা پلانا - উ.]. কয়দানী।

**পীর**—বি. বৃদ্ধ, পুরনো, বয়স্ক ও মুসলিম সাধু বা মহাপুরুষ, পুণ্যাত্মা। [পীর্ پیر ফা.], লায়লী।

**পুছে**—বি. প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান, [পোছ্ پوچھ - উ.], মধু।

**পুলছিরাত**— বি. সেতু, সাঁকো। [পুল پل - ফা.]। **ছিরাত**—বি. পথ, পন্থা, রাস্তা। সিরাত্ صراط-আ.]। **পুলছিরাত**—বি. সেতু পথ, পরলোকের সাঁকো বিশেষ। তোহ্ফা।

**পুশিদা**—বি. পরিহিত, আবর্ত, গোপনকৃত। [পূশীদে پوشیدہ - ফা.], কয়দানী।

**পেসাব**—বি. প্রস্রাব, মূত্র, পেশাব। [পীশা'ব پیشاب - ফা.], সূ.সাহিত্য।

**পেরেশান**—বি. হতভম্ব, চিন্তান্বিত, হতবুদ্ধি, দ্বিধান্বিত, সংশয়াবিষ্ট, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, মর্মপীড়ায় আক্রান্ত, নিদারুণ বেদনা বা যন্ত্রণাগ্রস্ত। [পারীশা'ন پریشان - ফা.], কাব্য সংগ্রহ।

**পেয়ারী**—বি. প্রিয়তমা, আদরণীয়, প্রেমময়ী। [পিয়ারী پیاری - উ.], পদ সাহিত্য।

## [ফ]

**ফকির**—বি. গরীব, দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, অভাবী, ভিক্ষুক, নিঃস্ব, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বা সাধুপুরুষ। [ফাক্বীর فقیر আ.], তোহ্ফা।

**ফতাবি কোরবা**—বি. একটি ফতোয়া গ্রন্থের নাম। **ফতাবি**—বি. ফতোয়া, রায়, মত, সিদ্ধান্ত। **কোরবা**—(কোর্‌রা) বিণ. বড়, মহৎ, বিরাট। [ফাত্ওয়া কুব্‌রা فتوی کبری - আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**ফতোয়া**—বি. ফতোয়া, রায়, মত, সিদ্ধান্ত। [ফাত্ওয়া فتوی - আ.; ব.ব فتاوی], কয়দানী।

**ফরক**—বি. পার্থক্য, ভিন্নতা, অমিল, বৈসাদৃশ্য, ব্যবধান। [ফার্‌ক্ব فرق আ.; ব.ব.فروق], চরিত-১।

**ফরজ, ফর্য**—বিণ. অবশ্যপালনীয় কর্তব্য, অনুমান, জরুরি কাজ, ইসলামি ধর্মমতে অবশ্য করণীয় কাজ বা অনুষ্ঠান। [ফারয্ فرض – আ.], তোহ্ফা।

**ফরজন্দ**—বি. পুত্র, ছেলে, মেয়ে, সন্তান, শিশু। [ফার্‌যান্দ فرزند - ফা.], সওয়াল।

**ফরমান**—বি. আদেশ, নির্দেশ, হুকুম, হুকুমত, শাসন, আদেশনামা, বাণী, সংবাদ, খবর। [ফার্‌মা'ন فرمان – ফা.], তোহ্ফা।

**ফরায়েজ**— বি. فریضة এর ব.ব। ফরজ, অবশ্যপালনীয় কর্তব্য, নির্ধারিত বিধান, সম্পত্তির অংশ। [ফারায়িদ্ فرائض আ.], পুঁথি।

**ফরামুসি**— বি. ভুল-চুক, ত্রুটি-বিচ্যুতি। [ফরামুশী فراموشی ফা.], কয়দানী।

**ফাত্রদুল মুকতদি**—বি. ইসলামি আইন শাস্ত্র বিষয়ক একটি গ্রন্থের নাম। [ফায়দ্ব আল-মুক্বতাদী ফিয়্‌দ্বল মুক্বতাদী আ.], পুঁথি।

**ফাজিল**—বিণ. শ্রেষ্ঠ, সেরা, উত্তম, উন্নত, মহৎ। [ফাদ্বিল فاضل - আ.], সওয়াল।

**ফাতেমা**—বি. রসুল (সঃ)-এর কন্যা। চতুর্থ খলিফা আলী (রাঃ)-এর সহধর্মীনী এবং ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা:) এর মাতা। [ফাতিমাহ্ فاطمة – আ.], তোহ্‌ফা।

**ফাতেহা**—বি. সূচনা, সূত্রপাত, ভূমিকা, মুখবন্ধ, উপক্রমনিকা, সুরা আল ফাতেহা : পবিত্র কোরআনের প্রথম সূরা। [ফাতিহাহ্ فاتحة – আ.], সওয়াল।

**ফানা ফিল্লা**—বাক্য. আধ্যাত্মিকতার একটি স্তর, যেখানে স্রষ্টার সত্তায় সৃষ্টি লয় হয়ে যায়। ফানা—বি. লয়, ধ্বংস, বিনাশ, ক্ষয়, বিলোপ, শেষ, নিঃশেষ। [ফানা فناء – আ.], পদ সাহিত্য।

**ফায়েল**—বি. কারী, কর, কর্তা, সম্পাদনকারী, কর্মী, সম্পন্নকারী। [ফা'য়িল্ فاعل - আ.], কয়দানী।

**ফারসী**—বি. পারস্যদেশীয়, পারসিক, ইরানী, পারস্য দেশের ভাষা।[ফার্‌সী فارسی আ.], মধু।

**ফায়দা**—বি. উপকার, উপকারিতা, লাভ, মুনাফা, ফল, সুদ। [ফায়িদাহ্ فائدة আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**ফাসিদ**—বি. বিকৃতি, পচন, গোলযোগ, দুর্নীতি, ভ্রান্তি, অন্যায়, কলহ, ঝগড়া, বিবাদ, ঝামেলা, গণ্ডগোল, বিঘ্ন, ঝঞ্ঝাট। [ফাসাদ فساد – আ.], তোহ্‌ফা।

**ফিকির**—বি. চিন্তা, ফিকির, ধারণা মত, বিবেচনা, উদ্বেগ। [ফিক্‌র্ فكر আ.:ব.ব. أفكار], সূ.সাহিত্য।

**ফিকাহ্**—বি. জ্ঞান, বুদ্ধি, বুঝ, উপলব্ধি, অনুধাবন, ফিক্‌হশাস্ত্র। [ফিক্বহ্ فقه আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**ফিৎরাৎ**—বি. প্রকৃতি, স্বভাব, মেজাজ, সৃষ্টি। [ফিত্‌রাহ্/ফিত্‌রাতুন فطرة – আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**ফিরদৌস**—বি. বেহেশ্‌ত, স্বর্গ, উদ্যান, বাগান। [ফির্‌দাউস্ فردوس - আ.], সওয়াল।

**ফিরিস্তা**—বি. আল্লাহর আজ্ঞাবহ, জ্যোতির্ময় সত্তা। [ফিরিশ্‌তাহ্ فرشته - ফা.], লায়লী।

**ফুকরি**—বিণ (ডাকিয়া), আহবান করা, ডাকা। [পুকারা پکارا – উ.], মধু।

**ফুকার**—বি. চিৎকার, ডাক, আহ্বান, শব্দ, চিৎকার করে কাঁদা, উচ্চস্বরে ডাকা। [পুকার پکار – উ.], সত্যকলি।

**ফেকা**—বি. জ্ঞান, বুদ্ধি, বুঝ, উপলব্ধি, অনুধাবন, ফিক্‌হশাস্ত্র। [ফিক্বহ্ فقه – আ.], কয়দানী।

**ফেরওয়ান**—বি. প্রাচীন মিশর সাম্রাজের উপাধি। [ফির্'আউন فرعون - আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**ফেরাউন**—বি. প্রাচীন মিশর সম্রাটের উপাধি, হযরত মুসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে যিনি নেতত্ব দিয়েছেন তিনিই ইতিহাসে এ নামে প্রসিদ্ধ। [ফির'য়াউন فرعون - আ.], তোহ্‌ফা।

## [ব]

**বকর ঈদ**—এ শব্দদ্বয় দ্বারা কোরবানীর ঈদকে বুঝানো হয়েছে। বকর—বি. গরু, ষাঁড়, বৃষ, বলদ, গো, গো-জাতি, গবাদি পশু। [বাক্বারা بقر আ.' ব.ব. بقور]। **ঈদ**—বি. উৎসব, ঈদ, পর্ব। ['ঈদ্ عيد - আ.], তোহ্‌ফা।

**বদন**—বি. দেহ, শরীর, কায়, কায়া। [বাদান بدن - আ.;ব.ব. ابدان], লায়লী।

**বদবখত**—বি. হতভাগা। [বা.বাখৎ بدبخت - ফা.], সওয়াল।

**বদিউজ্জামাল**—বি. সৌন্দর্যের প্রবর্তক। আলোচ্য পুথির নায়কের নাম। **বদিউ**—বি. বিণ. অপূর্ব, চমৎকার, মৌলিক, প্রবর্তক। আল-জামাল-বিণ. সৌন্দর্য, শোভা। [বাদী' আল-জামাল بديع الجمال - আ.], সয়ফ।

**বন্দেগী**—বি. দাসত্ব, হুকুম-বরদারী, ইবাদত, পূজা। [বান্দেগী بندگی - ফা.], কাব্য সংগ্রহ।

**বণি করিজ**—বি. রসুল (সঃ)-এর সমকালের মদীনার একটি বিখ্যাত গোত্রের নাম। [বানি কুরায়দাহ্ بنى قريظة আ.], চরিত-২।

**বরহক**—বি. সত্য, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। [বার بر - ফা+হাক্কুন আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**বসরা**—বি. বস্‌রা নগরী। [বাস্‌রাহ্ بصرة - আ.], চরিত-১।

**বসিরুন**—বি. দ্রষ্টা, দৃষ্টিসম্পন্ন, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, দূরদর্শী। [বাসীর بصير - আ.], কয়দানী।

**বয়াত, বয়েত**—১বি. কবিতাংশ, দুই পংক্তির কবিতা, লাইন, চরণ, শ্লোক। [বায়্‌ত بيت আ.;ব.ব. ابيات]। **বয়াত**—২বি. শিষ্যত্বগ্রহণ, দীক্ষা গ্রহণ, মুরীদ, হওয়া, আনুগত্য। দীক্ষাদান করা, আনুগত্য স্বীকার করা। [বায়'আত], তোহ্‌ফা।

**বয়ান**—বি. বর্ণনা, বিবরণ, ব্যাখ্যা, বিজ্ঞপ্তি, ঘোষণা, ইশতেহার, প্রতিবেদন, রিপোর্ট। [বায়ান بيان - আ.], তোহ্‌ফা।

**বাকাবিল্লাহ**—বাক্য, আধ্যাত্মিকতার একটি স্তর। বাকা—বি. স্থিতি, অবস্থান, স্থায়িত্ব, অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা। [বাক্বা بقاء - আ.], পদ সাহিত্য।

**বাতিন**—বি. লুক্কায়িত, গোপন, অভ্যন্তরীণ। [বাত্বিন باطن - আ.], কয়দানী।

**বাতেন**—বি. লুক্কায়িত, গোপন, অভ্যন্তরীণ, ভিতর, অভ্যন্তর, গূঢ়, গুপ্ত, হৃদয়, অন্তর। [বাতিন باطن - আ.], লায়লী।

**বাতুল**—বি. কুমারী, স্ত্রীবাচক নাম। [বাতূল بتول - ফা.], লায়লী।

**বাদশা**—বি. রাজা, সম্রাট, প্রেসিডেন্ট। [বাদ্‌শাহ্ بادشاه উ.;পা'দ্‌শা'হ ফা.], শা.খান।

**বান্দা**—বি. দাস, গোলাম, একান্ত বাধ্য। [বান্দাহ بنده - ফা.], তোহ্‌ফা।

**বাত**—বি. কথা, শব্দ, বাক্য, কথাবার্তা, গল্প-গুজব, বাগদান। [বাত بات - উ.]।

**বাপ**—বি. পিতা, বাবা, জনক, আব্বা, বুযুর্গ। [বাপ باپ - উ.], মধু।

**বাব্**—বি. দরজা, প্রবেশপথ, ফটক, অধ্যায়, শ্রেণী, রকম, ক্ষেত্র, দফা, বিভাগ, গ্রন্থের পরিচ্ছেদ, প্রসঙ্গ, বিষয়। [বাব্ باب-আ.], তোহ্‌ফা।

**বাবেল**—বি. ব্যাবিলন, বাবেল (স্থান)। [বাবিল بابل - আ.], সিকান্দর।

**বালেগ**—বি. উপনীত, পরিপূর্ণ, পরিপক্ব, সাবালক, বালেগ। [বালিগ্ بالغ -আ.], কয়দানী।

**বাদশাহ**— বি. সম্রাট, প্রেসিডেন্ট, রাজাধিরাজ। [বাদ্শাহ্ بادشاه-উ.], সত্য-কলি।

**বারিতালা**— বি. মহান সৃষ্টিকর্তা। [বারীত'আলা باری تعالیٰ আ.]; **বারবার**— বিণ. দফায়-দফায়। [বা'রবা'র ফা.], কাব্য সংগ্রহ।

**বাহানা**— বি. অজুহাত, অছিলা, ছুতা, কৈফিয়ত, ওজর। [বাহা'নে بهانه ফা.], কাব্য সংগ্রহ।

**বায়তুল্লাহ**—বি. আল্লাহর ঘর-পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থিত মুসলমানদের কা'বাঘর। [বায়ত্ আল্লাহ্ بیت اللہ আ.], সওয়াল।

**বিচমিল্লাহ, বিসমিল্লাহ**—বি. আল্লাহর নামে, আল্লাহর নাম স্মরণ করে কার্যারম্ভ, সূচনা, শুরু, আরম্ভ। [বিস্মিল্লাহ بسم اللہ আ.], তোহ্ফা।

**বিতির**—বি. বেজোড় (সংখ্যা), একক, সঙ্গীবিহীন, তিন রাক'আত বিশিষ্ট রাত্রিকালীন নামাজ। [বিত্র وتر - আ.], তোহ্ফা।

**বিদায়**— বি. বিদায়ী, শুভেচ্ছা, বিচ্ছেদ, প্রস্থান। [বাদা' وداع – আ.], শা.খান।

**বিবি**—বি. মুসলিম মহিলার সাধারণ পদবী, স্ত্রী, বধূ, পত্নী, কর্ত্রী, রমণী মূর্তি চিহ্নিত তাস বিশেষ, বিলাসিনী নারী, হাসপাতাল বা বিদ্যালয়ে কাজকর্ম দেখাশোনা করেন এমন মহিলা, পরম পবিত্রা মহিলা, দাদী-নানী। [বীবী بی بی- ফা.], সত্য-কলি।

**বিমার**— বি. অসুস্থ, রোগী। [বীমা'র بیمار - ফা.], কয়দানী।

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম**—আরবি বাক্য, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। [বি-ইসমি আল্লাহ আর-রাহ্মান আর-রাহীম بسم اللہ الرحمن الرحیم আ.], শা.খান।

**বুরুজ**— বে. দুর্গ, উঁচু দালান, প্রাসাদ (জ্যোতিষশাস্ত্রে) রাশি, গম্বুজ, মিনারের উপরের অংশ, শৈলচূড়া। [বুরুজ্ برج - আ.], শা.খান।

**বে আমল**— বি. কাজহীন, কর্মহীন। [বী'আমল بی عمل -ফা.], পুথি।

**বেইমান**—বি. সম্বন্ধবাচক অব্যয় বিশেষ. ছাড়া, ব্যতীত, ব্যতিরেকে, বিহীন। বেইমান— বি. অধার্মিক, অবিশ্বাসী, কুটিল, অবিশ্বাস্য, প্রতারক, ধড়িবাজ, মিথ্যাবাদী, অন্যায়কারী। [বে بے উ.;ঈমান ایمان-আ.], নীতি।

**বেওফা**— বে. সম্বন্ধবাচক অব্যয় বিশেষ. ছাড়া, ব্যতীত, ব্যতিরেকে, বিহীন। ওফা—বি. পূরণ, পালন, রক্ষা, পরিশোধ, সম্পাদন, বিশ্বস্ততা। **বেওফা**—অবিশ্বস্ত। [বেওয়াফা بےوفاء بے উ+وفاء আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**বেকলমা**—বি. কলমাবিহীন, অমুসলমান। [বীকালিমাহ্ بی کلمۃ - আ.], সওয়াল।

**বেগানা**— বি. বিদেশি অপরিচিত ব্যক্তি। [বীগা'নে بیگانہ –ফা.], কাব্য সংগ্রহ।

**বেনামাজ**—বি. বেনামাজী। [বী নামায্ بے نماز - ফা.], পুঁথি।

**বেনেয়াজ**—বি. অমুখাপেক্ষী, স্বাধীন, বেপরোয়া। [বীনিয়া'য্ بے نیاز - ফা.], পুঁথি।

**বেসুমার**—বি. অগণিত, অসংখ্য। [বী শোমা'র بیشمار - ফা.], কয়দানী।

**বোলন্দ**—বি. লম্বা, উঁচু, জোরে, মহান, উন্নত। [বোলান্দ্ بلند - ফা.], কয়দানী।

## [ভ]

**ভেহেস্ত**—বি. স্বর্গ, মৃত্যুর পর পুণ্যবানদের বাসস্থান, সর্ববিধ সুখের স্থান। [বিহিশ্ত بهشت - ফা.], তোহ্ফা।

## [ম]

**মওত**—বি. মৃত্যু, মরণ, তিরোধান, ধ্বংস। [মাওত্ موت - আ.], তোহ্ফা।

**মওলানা, মৌলানা**—বি. উপমহাদেশে প্রচলিত ধর্মীয় পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। **মাওলা**—বি. প্রভু, মনিব, কর্তা, বন্ধু, মিত্র, মুক্তদাস, চাচাত ভাই। না—সর্বনাম. আমরা, আমাদের। [মাওলানা مولانا - আ.],

**মওফেক**—বি. কালাম শাস্ত্রের একটি প্রাথমিক তথ্যসূত্র গ্রন্থ। [মুওফিক্ موفق আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**মক্কা**—বি. আরবদেশের অন্যতম প্রধান নগর এবং মুসলমানদের প্রধান তীর্থস্থান, হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর জন্ম স্থান, তার মধ্যে কা'বা শরীফ মুসলিম জগতের কিবলা, হজ্বের স্থান। [মাক্কাহ্ مكة - আ.], লায়লী।

**মকরূহ**—বিণ. অপছন্দনীয়, ঘৃণ্য, ঘৃণিত, খারাপ, গর্হিত, অশোভন। [মাক্রূহ مكروه - আ.], তোহ্ফা।

**মকদুনী**—বি. মেসিডোনীয়। [মাক্বদূনী مقدونی - ফা.], সিকান্দর।

**মকুফ**—বি. মওকুফ, স্থগিত, বন্ধ, বিলম্বিত, ওয়াক্ফকৃত, নির্ভরশীল। [মাওকূফ্ موقوف - আ.], কয়দানী।

**মখলুক**—বি. সৃষ্ট, সৃষ্টি, সৃষ্টিকুল, সৃষ্টজগত। [মাখ্লূক্ مخلوق - আ.], তোহ্ফা।

**মগর**—সর্ব. কিন্তু, তবে, বাক্যের দুটি অংশের ভাব পার্থক্য করার জন্য দুটি অংশের মাঝে ব্যবহৃত হয়। [মাগার مگر - আ.], তোহ্ফা।

**মগরিব**—বি. সূর্যাস্তের সময়, সূর্যাস্তের দিক, পশ্চিম, পাশ্চাত্য, সান্ধ্য নামাজ। [মাগ্রিব مغرب - আ.], সওয়াল।

**মগজ**—বি. মস্তিষ্ক, মগজ, হাড়ের মজ্জা, বীচির বা বীচি জাতীয় ফলের শাঁস, বুদ্ধি, সারাংশ, মূলবস্তু। [মাগ্য্ مغز - ফা.], সূ.সাহিত্য।

**মদুল্লা**—দ্র: মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ "মসায়েল"। পুথি।

**মজহাব**—বি. মাযহাব, মত, মতবাদ, ধর্ম, আদর্শ,বিশ্বাস। [মায্হাব্ مذهب - আ.;ব.ব. مذاهب ], পুঁথি।

**মজনু**—বিণ. পাগল, উন্মাদ, বিবাগী, বিশ্ববিখ্যাত প্রেমিক যিনি লায়লীর প্রেমে পাগল হয়েছিলেন। [মাজনুন্ مجنون আ.], লায়লী।

**মজলিস**—বি. আসন, সভা, সমাবেশ, অধিবেশন, আসর, পরিষদ, বোর্ড, বৈঠক, সমিতি। [মাজ্‌লিস্ مجلس আ.], তোহ্‌ফা।

**মজলুম**—বিণ. অত্যাচারিত, নির্যাতিত, উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত জন। [মাজ্‌লুম مظلوم - আ.], তোহ্‌ফা।

**মঝি**—বি. বীর্য বের হবার পূর্বে যে পাতলা পদার্থ বের হয়। [মাযি مذى - আ.], সূ.সাহিত্য।

**মদাইন**—বি. হযরত শোয়াইব (আঃ)-এর কওম ও তাদের বাসস্থানের নাম। [মাদ্‌ইয়ান مدين – আ.], চরিত-১।

**মদত**—বি. সাহায্য, সহায়তা, সমর্থন। [মাদাদ্ مدد আ.;ব.ব إمداد], তোহ্‌ফা।

**মদিনা**— বি. নগরী, শহর, নগর, আরবদেশের অন্যতম প্রধান নগর এবং বিশ্ব-মুসলিমের তীর্থ স্থান, হযরত মুহম্মদ (সঃ) মক্কা থেকে হিজরত করে এখানে আসেন এবং তাঁর সমাধিও এখানে অবস্থিত। [মাদিনাহ্ مدينة আ.], তোহ্‌ফা।

**মনকির-নকির**—বি. দুই ফেরেশতা যাঁরা মৃত ব্যক্তিদের কবরের মধ্যে তাদের ধর্মবিশ্বাস ও কার্যাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। **মনকির**—বি. বিণ. অস্বীকৃত, প্রত্যাখ্যাত, অপরিচিত, খারাপ, একজন ফেরেশ্‌তার নাম। [মুন্‌কার منكر - আ.]। **নকির**—বি. বিণ. অস্বীকৃতি, প্রত্যাখ্যান, নিন্দনীয়, নিকৃষ্ট, একজন ফেরেশ্‌তার নাম। [নাকীর نكير - আ.], তোহ্‌ফা।

**মঞ্জিল**—বি. বাড়ি, ঘর, গৃহ, বাসস্থান, বিশ্রামস্থল, পান্থনিবাস, প্রাসাদ, গন্তব্যস্থল, লক্ষ্যস্থল, সরাইখানা। [মান্‌যিল منزل - আ.], শা.খান।

**মন্নাত**—বি. মানাত : পৌত্তলিক আরবদের একটি দেবী-মূর্তি। [মানাত্ مناة - আ.], চরিত-২।

**মনারতি**—বি. বাতিঘর, আলোকসম্ভব, মিনার। [মানারাত/মানারাহ্ منارة - আ.;ব.ব مناور ],সিকান্দর।

**মনফিরিদ**—বি. একাকী, একমাত্র, স্বতন্ত্র, পৃথক, বিচ্ছিন্ন। [মুন্‌ফারিদ منفرد-আ.], কয়দানী।

**মনি**—বি. শুক্র, বীর্য। [মানীঈ منى আ.], কয়দানী।

**মফউল**—বি. কৃত, সম্পাদিত, সম্পন্ন, কর্ম। [মাফ্‌'উল مفعول – আ.], কয়দানী।

**মফসিদ**—বি. গোলযোগ সৃষ্টিকারী, ফেসাদপ্রিয়। [মুফ্‌সিদ مفسد-আ.], কয়দানী।

**মরদ**—বি. পুরুষ লোক, সাহসী, স্বামী, উপযুক্ত ব্যক্তি। [মার্দ مرد ফা.], পুঁথি।

**মরহুম**—বিণ. রহমতপ্রাপ্ত, মৃত, স্বর্গীয়, লোকান্তরিত, অনুগৃহীত। [মারহূম مرحوم - আ.], সত্য-কলি।

**মরত**—বি. পুরুষ, মানুষ, লোক, স্বামী, সাহসী, বাহাদুর। [মার্দ مرد - ফা.], সওয়াল।

**মলকুত**—বি. কর্তৃত্ব, রাজত্ব, অধিকার, প্রভাব, ক্ষমতা, রাজ্য, ঊর্ধ্বলোক। [মালাকূত্ ملكوت – আ.], পুঁথি।

**মলকুল মউত**—বি. মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা, মৃত্যুর দূত। [মালাক্ আল-মাওত্ ملك الموت – আ.], সওয়াল।

**মশরিক**—বি. পূর্ব, প্রাচ্য, উদয়স্থল। [মাশ্‌রিক مشرق – আ.], সওয়াল।

**মশক**—বি. চামড়ার থলে, পুরো একটি দুম্বার চামড়া যা আস্ত খুলে তার মধ্যে পানি বহন করা যায়। পানি বহন করার চামড়ার থলি। [মাশ্‌ক্ مشك ফা.উ.], নীতি।

**মসউদ**—বি. রাসুল (সঃ)-এর বিশিষ্ট সাহাবী এবং ইলম তাফসীরে যার অবদান সবচেয়ে বেশি সেই আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর পিতা। [মাস্‌'উদ্ مسعود – আ.], চরিত-২।

**মসকুরাত**—বি. পুরুষ জাতীয়, পুরুষবাচক, পুংলিঙ্গবাচক। [মুযাক্কারাত مذكّرة আ.], কয়দানী।

**মসজিদ**—বি. নামাযের ঘর, মুসলিমদের উপাসনালয় (ব.ব مساجد) [মাস্‌জিদ مسجد – আ.], লায়লী।

**মসায়েল**—বি. বিষয়, সমস্যা, প্রশ্ন, দাবি, চাহিদা, চাওয়া, ভিক্ষা। [মাসায়িল مسائل – আ.;এ.ব مسئلة], কাব্য সংগ্রহ।

**মহল**—বি. স্থান, কেন্দ্র, স্থল, ক্ষেত্র, পাত্র, দোকান, গৃহ, ভবন, বাড়ির অংশ, ভূসম্পত্তির অংশ, তালুক। [মাছাল محل – আ.;ব.ব محلات], তোহ্‌ফা।

**মহব্বত**—বি. প্রেম, ভালবাসা, হৃদ্যতা। [মাহাব্বাত محبّة – আ.], পুঁথি।

**মহাদ্দেস**—বি. বর্ণনাকারী, কথক, হাদিস বিশারদ, মুহাদ্দিস! [মুহাদ্দিস محدّث আ.], কয়দানী।

**মহলেতে**—বি. স্থান, কেন্দ্র, স্থল, ক্ষেত্র, পাত্র, দোকান, মহল। [মাহাল্লা محلّ – আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**ময়দান**—বি. মাঠ, ক্ষেত্র, প্রান্তর। [ময়দান্ ميدان – আ.;ব.ব مياديْن], কাব্য সংগ্রহ।

**মাইয়াত**—বি. মৃত, নিস্প্রাণ, নির্জীব, প্রাণহীন, মৃতব্যক্তি। [মাইয়িত্ ميّت – আ.;ব.ব موتى/أموات], সূ.সাহিত্য।

**মাওয়া**—বি. আশ্রয়স্থল, বাসস্থান, আশ্রয়, নিবাস, বেহেশ্‌তের অন্যতম নাম। [মাওয়া مأوى – আ.], সওয়াল।

**মাজার**—বি. পরিদর্শন স্থল, পবিত্রস্থান, পরিদর্শন, কবর, গুরুস্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তির সমাধিস্থান। [মাযার مزار – আ.], সত্য-কলি।

**মা'বিয়া**—বি. হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর বিশিষ্ট সাহাবী। দুনিয়ায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তদের একজন। ওয়াহী (প্রত্যাদেশ) লেখকদের একজন। উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা। [মু'য়াবিয়াহ্ معاوية – আ.], শা.খান।

**মারফত**—বি. জ্ঞান, শিক্ষা, সাক্ষরতা, পরিচয়। [মা'রিফাহ্ معرفة – আ.], সওয়াল।

**মারুত**—বি. একজন ফেরেশ্‌তার নাম। [মারুত ماروت – আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**মারোআ**—বি. পবিত্র কা'বার সন্নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। [মার্‌ওয়াহ مروة – আ.], তোহ্‌ফা।

**মালিক**—বি. কর্তা, অধিকারী, অধিপতি, শাসনকর্তা, প্রভু। [মালিক مالك–আ.], লায়লী।

**মালেকা**—বি. রাণী, সম্রাজ্ঞী। [মালিকাহ্ ملكة – আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**মালুম**—বি. জ্ঞাত, সুবিদিত, পরিচিত, নির্দিষ্ট। [মা'লূম্ معلوم – আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**মাল**—বি. ধন, সম্পদ, অর্থ, তহবিল, পণ্য, জিনিসপত্র। [মাল مال – আ.], তোহ্ফা।

**মাশুক**—বি. প্রেমাষ্পদ, প্রিয়তম। [মা'শূক্ব معشوق - আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**মাহি আছোয়ার, মাহি আসোয়ার**—বি. **মাহি**—বি. মৎস্য, মীনারাশি। [মাহী ماهی - উ.]। **আছোয়ার, আসোয়ার**—বি. ঘোড়সওয়ার, আরোহী। [সাওয়ার سوار - উ.]। মাহি আছোয়ার, **মাহি আসোয়ার**—বি. মৎস্য আরোহী। [মাহী সওয়ার ماهی سوار–উ.], সত্য-কলি।

**মিকাইল**—বি. মীকাইল (আঃ), বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশ্তা। [মীকাঈল ميكائيل - আ.], চরিত-১।

**মিছোয়াক**—বি. দাঁতন, দাঁত পরিষ্কারের যন্ত্র। [মিস্ওয়াক مسواك – আ.], তোহ্ফা।

**মিম্বর**—বি. মঞ্চ, উচ্চস্থান, মসজিদের মিম্বর। [মিনবার منبر - আ.;ব.ব منابر ], সওয়াল।

**মিযান**—বি. নিক্তি, দাড়িপাল্লা, তুলাদণ্ড, মানদণ্ড, নিয়ম, ওজন করার যন্ত্র, ইসলামী শাস্ত্রমতে পরকালে মানুষের ভালমন্দ বিচারের জন্য বিশেষ তুলাদণ্ড। [মীযান ميزان – আ.], তোহ্ফা।

**মিসর**—বি. মিশর (দেশ)। [ مصر - আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**মিস্কিন**—বি. নিঃস্ব, অসহায়, দীন, বেচারা, সর্বহারা, অতি দরিদ্র, নিরুপায়। [মিস্কীন مسكين - আ.], নীতি।

**মিসির**—বি. মিশর (দেশ)। মিস্র مصر-আ.], সয়ফ।

**মীর**—বি. প্রধান, দলপতি। [মীর میر -উ.], সত্য-কলি।

**মুকিম**—বি. অবস্থানকারী, বসবাসকারী, নিবাস স্থাপনকারী, সম্পন্নকারী, প্রতিষ্ঠাকারী। [মুক্বীম مقيم – আ.], সওয়াল।

**মুছা**—বি. ইহুদীদের প্রসিদ্ধ ধর্মবিধানদাতা, তওরাৎ কিতাব প্রাপ্ত প্রসিদ্ধ রসুল বা পয়গম্বার। [মূসা موسىٰ – আ.], লায়লী।

**মুজদালেফা**—বি. মুয্দালিফা : মক্কার কাছে মিনা ও আরাফাতের মধ্যবর্তী একটি স্থান। [মুয্দালিফাহ্ مزدلفة - আ.], চরিত-২।

**মুজি**—বিণ. কষ্টদায়ক, ক্ষতিকারক, অনিষ্টকর। [মু'যী مؤذى আ.], তোহ্ফা।

**মুতওল্লা**—বি. মুতাওয়াল্লী, কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। [মুতাওয়াল্লী متولّى – আ.], সূ.সাহিত্য।

**মুন্সী**—বি. সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টা, প্রবর্তক, লেখক, রচয়িতা, প্রবন্ধকার, বংশীয় উপাধি বিশেষ। [মুন্শী منشى – আ.], পুথি।

**মুনাজাত**—বি. গোপন কথা, নিভৃত আলাপ। [মুনাজাত্ مناجاة – আ.], তোহ্ফা।

**মুনাফেক**—বিণ. কপট, কপটচারী, দ্বিমুখী, প্রবঞ্চক, ভণ্ড। [মুনাফিক منافق – আ.], নীতি।

**মুফতি**—বি. ফতোয়াদানকারী, মুফতী। [মুফ্‌তী مفتی – আ.], সূ.সাহিত্য।

**মুমিন**—বি. ঈমানদার, বিশ্বাসী, ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান, মনে প্রাণে আল্লাহতে বিশ্বাসী ও তাঁর উপর নির্ভরশীল। [মু'মিন مؤمن – আ.], তোহ্‌ফা।

**মুর্দার**—বি. মৃতদেহ, পশু-পাখির মৃতদেহ, শব, মড়া, নিস্তেজ, প্রাণহীন। [মুর্দার مردار – ফা.], তোহ্‌ফা।

**মুরশীদ**—বি. পথ প্রদর্শক, উপদেশদাতা, গুরু, শিক্ষক, স্কাউট, গাইড, পীর, আধ্যাত্মিক গুরু। [মুরশিদ مرشد – আ.], তোহ্‌ফা।

**মুরিদ**—বি. ইচ্ছুক, প্রার্থী, অনুসারী, শিষ্য। [মুরীদ্‌ مرید – আ.;ব.ব مریدون], পুঁথি।

**মুরীদ**—বি. ইচ্ছুক প্রার্থী, অনুসারী, শিষ্য, পীরের শিষ্য, মুসলমান ভক্ত বা তপস্বী। [মুরীদ مرید – আ.], সত্য-কলি।

**মুরুব্বী**—বি. লালনপালনকারী, প্রতিপালক, শিক্ষক, বয়োজ্যেষ্ঠ। [মুরাব্বী مربّی – আ.;ব.ব مربّون], পুঁথি।

**মুলুক**—বি. দেশ, রাজ্য, শাসন, শাসনক্ষমতা, কর্তৃত্ব, রাজত্ব, মালিকানা। [মুল্‌ক ملک – আ.], সত্য কলি।

**মুল্লুক**—বি. শাসন, শাসন ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, রাজত্ব, মালিকানা। [মুল্‌ক ملک – আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**মুসকিল**—বিণ. কঠিন, জটিল, মুশকিল। [মুশ্‌কিল مشکل – আ.], পুঁথি।

**মুসলিম**—বি. আত্মসমর্পণকারী, হযরত ইব্‌রাহিম (আঃ) কর্তৃক নামাঙ্কিত ইসলাম ধর্মাবলম্বী জাতি বা ব্যক্তি, হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর অনুসারী। [মুস্‌লিম مسلم আ.], তোহ্‌ফা।

**মুসলমান**—বি. মুসলমান। [মোসাল্‌মান مسلمان – ফা.;ব.ব. مسلمانان], সত্য-কলি।

**মুসাফির**—বি. সফরকারী, ভ্রমণকারী, যাত্রী, সফররত, পথিক, বিদেশীয় ভ্রমণকারী ব্যক্তি। [মুসাফির مسافر – আ.], তোহ্‌ফা।

**মুসাফির খানা**—বি. পান্থশালা, হোটেল। [মোসাফের্‌খা'নে مسافرخانہ ফা.], কাব্য সংগ্রহ।

**মুস্তাহাব**—বি. পছন্দনীয়, মোস্তাহাব। [মুস্তাহাব مستحب – আ.], সূ.সাহিত্য।

**মুসল্লি**—বি. নামাযী, নামায আদায়কারী, মুসল্লী। [মুসাল্লী مصلی – আ.], কয়দানী।

**মুসাহাব**—বি. সাথী, সঙ্গী, সহচর, বন্ধু, একজনের নাম। [মুসাহাব্‌ مصاحب – আ.], চরিত-১।

**মুহিত**—বি. বেষ্টনকারী, ব্যাপক, বিরাট, পুরোপুরিভাবে অবহিত, নিয়ন্ত্রণকারী, ফিক্বহ শাস্ত্রের একটি গ্রন্থের নাম। [মুহীত্ব محیط – আ.], কয়দানী।

**মুহুমীন**—বি. মুমিন-এর বিকৃতরূপ। দ্র: তোহ্‌ফা 'মুমিন'। পুঁথি।

**মেজোয়ানী**—বি. মেহমানদারী, আপ্যায়ন, মেজবানের কাজ। [মিয্‌বানী میزبانی ফা.], চরিত-১।

**মে'রাজ**—বি. সিঁড়ি, সোপান, মই, ঊর্ধ্বলোকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নৈশভ্রমণ। [মি'রাজ معراج আ.],লায়লী।

**মেহেরবান**—বি. দয়ালু, উদার, মহানুভব, দয়াশীল, স্নেহপ্রবণ, অনুগ্রহকারী। [মেহ্‌রবা'ন مهربان-ফা.], কাব্য সংগ্রহ।

**মোকল্লিদ**—বি. অনুসরণকারী, অনুসারী, অন্ধ অনুসারী। [মুক্বাল্লিদ مقلد – আ.], তোহ্‌ফা।

**মোকাবিল**—বি. সাক্ষাৎ, সাক্ষাৎকার। [মুক্বাবিলাহ আ.]। সম্মুখে, জবাবে, বিপক্ষে, বিরুদ্ধে, সামনাসামনি বোঝাপড়া, নিষ্পত্তি। [মুক্বাবিলা مقابلة – আ.], শা.খান।

**মোকাম**—বি. স্থান, অবস্থান, অবস্থানস্থল, বাসস্থান, আবাস, আড্ডা, আস্তানা, বাণিজ্যস্থান। [মুক্বাম مقام – আ.], পদ সাহিত্য।

**মোকারম**—বিণ. সম্মানিত, সম্মানযোগ্য, মাননীয়, মহান। [মুকার্‌রাম مكرّم – আ.], সত্য-কলি।

**মোকরর**—বি.বারংবার সংঘটিত। [মুকার্‌রার مكرّر – আ.], কয়দানী।

**মোত্তকী**—বি. খোদভীরু, পরহেজগার, দ্বীনদার, ধার্মিক, ধর্মপরায়ণ, মোত্তাকী। [মুত্তাকী متقى – আ.], কয়দানী।

**মো'তা**—বি. উপভোগ, সম্ভোগ, বিনোদন, প্রমোদ উপভোগের বস্তু। [মাত্‌'আহ متعة – আ.], সত্য-কলি।

**মোবারক খান**—বি. একজনের নাম। [মুবারাক مبارك আ.—বরকতময়, কল্যাণময়, শুভ। [খা'ন خان – ফা. (মোগল বংশোদ্ভূত) প্রাচীন উপাধি], সত্য-কলি।

**মোবাহ**—বিণ. বৈধ, অনুমোদিত, আইনানুগ, সাধারণ, সকলের জন্য উন্মুক্ত। [মুবাহ্‌ مباح – আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**মোর্সেল**—বি. প্রেরণকারী, প্রেরক, মুক্তকারী। [মুর্‌সিল مرسل – আ.; ব.ব.مرسلون], সূ-সাহিত্য।

**মোশরেক**—বি. শরীককারী, অংশীদারকারী, আল্লাহর সাথে শরীককারী। [মুশ্‌রিক مشرك – আ.], তোহ্‌ফা।

**মোস্তফা**—বি. মনোনীত, বাছাইকৃত, পছন্দনীয়, প্রিয়, হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর প্রতি আরোপিত নাম। [মুস্‌তাফা مصطفى – আ.], তোহ্‌ফা।

**মোস্তাহিদ**—বি. ইজতেহাদকারী, মুজতাহিদ, পরিশ্রমী। [মুজ্‌তাহিদ مجتهد – আ.], কয়দানী।

**মোহর**—বি. (বিয়ের) মহর, মোহরানা, স্বর্ণমুদ্রা, সীল। [মুহ্‌র্‌ مهر – আ.], লায়লী।

**মোহাম্মদ**—বি. অধিক প্রশংসনীয়, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। [মুহাম্মদ محمد – আ.], লায়লী।

**মোহরম**—বি. আরবি চান্দ্রমাসের প্রথম মাস। রসুল (সঃ)-এর দৌহিত্র ইমাম হোসেন কারবালা প্রান্তরে শহীদ হন এ মাসের দশ তারিখে সেই স্মৃতি উদযাপনমূলক পর্ব। [মুহার্‌রাম محرّم – আ.], তোহ্‌ফা।

**মোহরে নবুয়ত**—বি. নবুওয়াত এর সীলমোহর। [মোহ্‌রে নাবুয়্যত مہر نبوت-ফা.], সওয়াল।

**মোয়াক্কাদা**—বি. নিশ্চিত, জোরালো, জরুরি। [মুয়াক্কাদাহ্ مؤكدة - আ.], কয়দানী।

**মোয়াজ্জিন**—বি. নামাজের আহবানকারী, মুয়ায্‌যিন। [মুয়ায্‌যিন مؤذن আ.], [র]।

**রাবী**—বি. বর্ণনাকারী, উদ্ধৃতকারী, রাবী। [রাবী' راوى আ.;ব.ব رواة], কয়দানী।

## [য]

**যাকাত**—বি. বিণ. পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, ইসলাম ধর্মমতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সঞ্চিত সম্পদের অবশ্য দেয় চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অংশ। [যাকাত্ زكاة - আ.], তোহ্‌ফা।

**যিকির**—বি. স্মরণ, স্মৃতি, উল্লেখ, খ্যাতি, বর্ণনা, উপদেশ, রব, উচ্চধ্বনি, স্লোগান, আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ বা জপা। [জিক্‌র ذكر – আ.], তোহ্‌ফা।

**যুহুদ, যুহূদ**—বি. তপশ্চর্যা, তপস্যা, সন্ন্যাস, সংসারত্যাগ। [যুহ্‌দ زهد – আ.], চরিত-১।

## [র]

**রওশন, রোশন**—বি. উজ্জ্বল, আলোকিত, পরিষ্কার। [রোওশান্ روشن - ফা.], সূ.সাহিত্য।

**রজ্জাক**—বি. অন্নদাতা, জীবিকা প্রদানকারী, জীবিকার ব্যবস্থাকারী, আল্লাহর অপর এক নাম। [রায্‌যাক رزاق - আ.], লায়লী।

**রজ্জব**—বি. আরবি সপ্তম মাস। [রাজাব رجب – আ.], লায়লী।

**রফিক**—বি. সাথী, সঙ্গী, অন্তরঙ্গ সাথী, সহযোগী, বন্ধু, বিশ্বস্ত বন্ধু। [রাফিক্ব رفيق - আ.], চরিত-১।

**রব্বানী**—বি. আল্লাহওয়ালা, খোদাভক্ত, ধার্মিক। [রাব্বানী ربانى - আ.], পদ সাহিত্য।

**রব্বু**—বি. প্রভু, মালিক, মনিব, প্রতিপালক, কর্তা, অভিভাবক, দেবতা, পালয়িতা প্রভু। [রাব্ব رب - আ.;ব.ব. أرباب], তোহ্‌ফা। **রবিউল আউয়াল**—বি. আরবি তৃতীয় মাস। এই মাসে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জন্ম এবং মৃত্যু হয়েছিল। [রাবীউল আউয়াল ربيع الاول - আ.], তোহ্‌ফা।

**রবিউল আখের**—বি. আরবি চতুর্থ মাস। [রাবীউল আখির ربيع الآخر আ.], তোহ্‌ফা।

**রমজান, রমযান**—বি. আরবি নবম মাস। এ মাসে ইসলামের অন্যতম বিধান রোজা পালন করা হয়। [রামাদান رمضان-আ.], তোহ্‌ফা।

**রসুল**—বি. পয়গম্বর, দূত, বার্তাপ্রেরক, সংবাদবাহক। (ব.ব. رسل) [রাসূল আ.], লায়লী।

**রহম**—বি. দয়া, অনুগ্রহ, রহমত, করুণা, স্নেহ, ভালবাসা। [রুহ্‌ম رحم – আ.], চরিত-২।

**রহিম**—বিণ. দয়ালু, দয়াপরবশ, অনুগ্রহশীল, করুণাময়, আল্লাহর এক নাম। [রাহীম رحيم - আ.], লায়লী।

**রহমান**—বিণ. পরম করুণাময়, আল্লাহ তায়ালার গুণ বিশেষ। [রাহ্‌মান رحمٰن - আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**রহিমুন্নিসা**—বাক্যাংশ. রহিম-দ্রষ্টব্য. লায়লী মজনু। **আন্‌নিসা**—বি. নারী, মহিলা (النساء এর বহুবচন)। [রাহীমুন্নিসা رحيم النساء - আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**রাকাত**—বি. নামাজের রাকাত। [রাক'আত ركعة - আ.;ব.ব. ركعات], সওয়াল।

**রাজি**—বিণ. তুষ্ট, সন্তুষ্ট, পরিতুষ্ট, তৃপ্ত, পরিতৃপ্ত, খুশি, আনন্দিত, সম্মত, স্বীকৃত। [রাযী راضى - আ.], তোহ্‌ফা।

**রাজেউন**— বি. প্রত্যাবর্তনকারী, আশ্রয়গ্রহণকারী। [রাজি'উন راجعون - আ.;ব্র.ব. راجع], কাব্য সংগ্রহ।

**রিজিক**—বি. রিযিক, জীবিকা, খাদ্য, দান, সম্পদ, সম্পত্তি। [রিযিক্ব رزق-আ.], সূ.সাহিত্য।

**রিয়া**—বি. প্রদর্শন, আত্মপ্রদর্শন, ভান, কপটতা, ভণ্ডামি, মোনাফেকি। [রিয়া رياء - আ.], সওয়াল।

**রুকু**—বি. মাথা নত করা। (নামাযে) রুকু। [রুকূ' ركوع - আ.], সওয়াল।

**রুম**—বি. রোমান, গ্রীক (জাতি), রোম (সাম্রাজ্য)। [রূম আ.]। **রুমী**—বি. রোমান, গ্রীক। [রুমী روى আ.;ব.ব أروام], সয়ফ।

**রুবাইত**— বি. বর্ণনা, বর্ণিত ঘটনা, কথাসাহিত্য, গল্প, কাহিনী উপন্যাস। [রিওয়ায়াত روايةٌ - আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**রেওয়াজ**—বি. প্রথা, প্রচলন, ফ্যাশন, আধুনিকতা, রীতি, পদ্ধতি, ধরন, আচার, চলন। [রেওয়াজ رواج - উ.], সত্য কলি।

**রোকন**—বি. মূল অংশ, স্তম্ভ, ভিত্তি, খুঁটি, শক্তি, স্টাফ। [রুক্‌ন ركن - আ.], কয়দানী।

**রোজা**—বি. রোযা, উপবাসব্রত, সওম। [রূযে روزه - ফা.], লায়লী।

**রোজাদার**—বি. রোযাদার, যে ব্যক্তি রোযা রাখে। [রূ-দা'র روزه دار ফা.], সওয়াল।

## [ল]

**লওলাক**—একটি হাদীসের প্রথম শব্দ, অর্থ : তুমি না হলে! পূর্ণ হাদীসটি এই 'লাও লাকা লামা খালাক্বতুল আফ্‌লাকা' অর্থ : তোমাকে সৃষ্টি না করলে আমি এ আকাশ-সমুহ সৃষ্টি করতাম না। [আ.], কয়দানী।

**লওহ**—বি. ফলক, বোর্ড, তক্তা, পাত, সাইনবোর্ড, স্লেট, টেবলেট। [লাওহ্‌ لوح - আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**লকল হামদ**—বাক্য. সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য। রুকু থেকে উঠে পড়তে হয়। [লাকা আল্‌-হাম্‌দ لك الحمد আ.], কয়দানী।

**লজত**—বি. স্বাদ, আনন্দ, মজা, সুখ, উপভোগ।[লায্‌যাহ্‌/লায্‌যাত لذة আ.;ব.ব. لذات], কয়দানী।

**লবজ**—বি. শব্দ পদ, কথা, উক্তি, উচ্চারণ, কথন। [লাফ্‌য্‌ لفظ আ.;ব.ব أَلفاظ], কয়দানী।

**লব্বায়েক**—বি. এখানেই আছি, আমি হাজির, বান্দা হাজির। [লাব্বায়েক لبيك - আ.], চরিত-২।

**লস্কর**—বি. ফৌজ, সেনাবাহিনী, সৈন্য। [লাশকার لشكر - ফা.], সত্য-কলি।

**লহ্ মাহ্ফুজ**—বি. সংরক্ষিত ফলক, লাওহে মাহফুজ। [লাওহু মাহ্ফূয্ لوح محفوظ আ.], সওয়াল।

**লাইলাতুল গায়েব**—বি. লাইলাতু—দ্র: 'লা এলাতুল কদর'। **গায়েব**—বিণ. অনুপস্থিত, লুক্কায়িত, গুপ্ত, রহস্য, গোপন তত্ত্ব। [গাইব غيب - আ.]। লাইলাতুল গায়েব-রজব মাসের যে প্রথম গুরুবারে। সে দিনে রাখিলে রোযা বহু পুণ্য বাড়ে। লাইলাতুল গায়েব সে রাত্রির নাম। তোহ্ফা : পৃ: ১৮০

**লা ইলাহা মুহাম্মদ রসুলল্লা**—বাক্য. পূর্ণ বাক্য হলো : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ। অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসুল। ইহা ইসলামের তাওহীদের বাণী। [لا اله الا الله محمد رسول الله আ.], চরিত-২।

**লাএলাতুল কদর**—লা এলাতু—বি. রাত, রাত্র, নিশি, রজনী, রাতের অনুষ্ঠান। [লাইলাতু ليلة - আ.]। **আল-কদর**—বি. মর্যাদা, মূল্য, ভাগ্য, নিয়তি, পরিমাণ, পরিমাপ। [আল ক্বাদ্র القدر - আ.]। **লাএলাতুল কদর**—বি. সম্মানিত রাত্রি, মুবারক রাত। ইসলামি শাস্ত্রমতে রমজান মাসের শেষ দশদিনের কোন একটি বেজোড় রাত। অনেকের মতে সাতাশে রমজানের রাত। এই একটি রাতের ইবাদতের পুণ্য হাজার মাসের ইবাদতের তুল্য। [লাইলাতুল্ ক্বাদ্র ليلة القدر - আ.], তোহ্ফা।

**লাজ**—বি. শরম, লজ্জা, সম্মান। [লাজ لاج - উ.], সয়ফ।

**লা-মাকান**—বি. লা—অব্যয়. না, নয়, নহে, নাই, নেই। [লা لا - আ.]। **মাকান**—বি. স্থান, জায়গা, স্থল, অবস্থান, পদ, মর্যাদা। [মাকান مكان - আ.]। লা **মাকান**—স্থানের ঊর্ধ্বে। কাব্য সংগ্রহ।

**লামেকুন**—বাক্য. হয় নাই। পবিত্র কোরআনের ৯৮তম সুরা 'আল-বায়্যিনাহ'-এর প্রথম আয়াতের অংশ বিশেষ। [লাম ইয়াকুন لم يكن - আ.], কয়দানী।

**লাহানত**—বি. শাপ, অভিশাপ, অভিসম্পাত, অনিষ্টকামনা, অপমান, লাঞ্ছনা, ভর্ৎসনা। [লা'য়্নাহ لعنة - আ.], পদ সাহিত্য।

**লাহুত**—বি. উপাস্য, মাবুদ, ইলাহ, ঈশ্বর, দেবতা। [লাহূত لاهوت - আ.], পদ সাহিত্য।

**লেইলাফ**—বাক্যাংশ. পবিত্র কোরআনের ১০৬তম সুরা আল-কুরাইশ এর প্রথম শব্দ। পূর্ণ বাক্য হলো : লি ইলাফে কুরাইশ- অর্থ : কুরাইশদের বাধ্য প্রদানের জন্য। [লি ইলাফি কুরাইশ لإيلف قريش আ.], কয়দানী।

## [শ]

**শএখ**—বি. বৃদ্ধ বয়স্কলোক, প্রধানব্যক্তি, সরদার, পীর, মুর্শিদ। [শায়খ شيخ - আ.], সত্য-কলি।

**শবে মেরাজ**—শব—বি. রাত, রাত্রি। [শাব شب-ফা.]। **মেরাজ**—বি. সিড়ি, সোপান, মই, ঊর্ধ্বালোক রসুল (সঃ)-এর নৈশভ্রমণ। [মি'রাজ معراج - আ.]। **শবে মেরাজ**—বি. রসুল (সঃ)-এর নৈশভ্রমণের রজনি। সত্য-কলি।

**শমন**—বি. আদালতের লিখিত হুকুম, সমন, নির্দেশ। [সমন سمن - উ.], সিকান্দর।

**শমশের**—বি. شم অর্থ-নখ। شير অর্থ নখের মত সূচালো। তলোয়ার, অসি, তরবারী। খঞ্জর। [শামশীর شمشير ফা.], কাব্য সংগ্রহ।

**শরমি**—বিণ. লজ্জায়, বিনয়ে, অনুতাপে। [শার্‌ম شرم - ফা.]। মূল ফার্সি শব্দ শার্‌ম-এর সাথে বাংলা 'এ' প্রত্যয় যোগ হয়ে 'শারমি' হয়েছে। শা.খান।

**শরা বেকায়া**—বি. ফিক্‌হ শাস্ত্রের 'বিকায়া' নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যা সংবলিত একটি গ্রন্থ। ['শর্‌হু বিক্বায়াহ' شرح وقاية আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**শরাত**—বি. আইন, বিধান, শরিয়ত। [শার্' شرع - আ.], সওয়াল।

**শরীয়ৎ**—বি. আইন, বিধান, পক্ষ, পন্থা, ইসলামের বিধিবিধান, ধর্মাচার ও ধর্মীয় আইনকানুন। [শারী'য়াত/শারী'য়াহ্ شريعة - আ.], তোহ্‌ফা।

**শহীদ**—বি. দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জীবন দানকারী ধর্মযুদ্ধে নিহত, ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভের জন্য আত্মসর্গকারী ব্যক্তি। [শাহীদ্ شهيد-আ.], তোহ্‌ফা।

**শহর**—বি. নগর, বন্দর, বিশাল লোকালয়, মহানগর, রাজধানী। [শাহ্‌র شهر - ফা.], শা.খান।

**শয়তান**—বি. ইবলিস, দুরাচারী, শয়তান। [শায়্‌তান شيطان আ.], সওয়াল।

**শাওয়াল**—বি. আরবি দশম মাস। [শাওয়াল্ شوّال - আ.], তোহ্‌ফা।

**শাফায়াত**—বি. সুপারিশ, শাফাআত। [শাফা'আহ্/শাফা'য়াত شفاعة - আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**শরমেন্দ**—বি. লজ্জিত। [শার্‌মান্‌দে شرمنده - ফা.], কাব্য সংগ্রহ।

**শাম**—বি. সিরিয়া, শামদেশ। [শাম্ شام - আ.], সয়ফ।

**শাহজাদা**—বি. রাজকুমার, রাজপুত্র, বাদশার পুত্র। [শা'হযা'দা شاهزاده ফা.], শা.খান।

**শাহনামা**—বি. ইরানের মহাকবি ফেরদৌসী রচিত বিখ্যাত মহাকাব্য 'শাহনামা'। [শা'না'মে شاهنامه - ফা.], পুঁথি।

**শাহাদাৎ**—বি. সাক্ষ্য, সনদ, সার্টিফিকেট, প্রত্যয়নপত্র, শহীদ হওয়া, আল্লাহর বাণী বা ইসলামি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে মৃত্যু বরণ। [শাহাদাৎ/শাহাদাহ্ شهادة - আ.], তোহ্‌ফা।

**শায়ের**—বি. কবি, কাব্য-রচয়িতা। [শা'য়ির شاعر - আ.], সিকান্দর।

**শোকরানা**—বি. কোন সাহায্যকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ধন্যবাদ দেওয়া, শোকর করা, কৃতজ্ঞ হওয়া, প্রশংসা। [শুক্‌রানা شكران - আ.], তোহ্‌ফা।

**শোবা**—বি. সন্দেহ, সংশয়, অনিশ্চয়তা, ধারণা, কল্পনা। [শুব্‌হাহ্ شبهة আ.;ব.ব. شبهات ], কয়দানী।

## [স]

**সইদ**—বি. নেতা, কর্তা, প্রভু, সর্দার, স্বামী, জনাব, মহোদয়। [সায়্যিদ্ سيد আ.;ব.ব. سادة ] , সিকান্দর।

**সইফা**—বি. পবিত্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ, পুস্তিকা, ছহীফা। [সাহীফাহ্ صحيفة আ.], সওয়াল।

**সওদাগরজাদী**—সম্বন্ধ পদ. সওদাগর—বি. ব্যবসায়ী। জাদী— বি. কন্যা। **সওদাগরজাদী**—বি. ব্যবসায়ীর কন্যা। [সাওদা'গর জাদী سوداگر جادی ফা.], কাব্য সংগ্রহ।

**সওয়ার**—বি. আরোহী, অশ্বারোহী, আরোহী অবস্থায়। [সাভা'র سوار - ফা.], তোহ্‌ফা।

**সওয়ারি**—বি. আরোহণ, সওয়ারী, অশ্বারোহী, যাত্রীবাহী। [সাভা'রী سواری - ফা.], সূ.সাহিত্য।

**সজিদা, সেজদা**—বি. মাথানত করা, ইবাদত করা। দুই পা, দুই হাত, কপাল এবং নাকের অগ্রভাগ মাটিতে ঠেকিয়ে নিবেদন। [সিজ্‌দাহ্ سجدة – আ.], তোহ্‌ফা।

**সদকা**—বি. দান, খয়রাত, সাহায্য। [সাদ্‌ক্বাহ্ صدقة – আ.], তোহ্‌ফা।

**সিদরাতুল মনতাহা**— বি. সীমান্তের কুলগাছ। **সদরাতু**—বি. কুলগাছ, বদরীবৃক্ষ। [সিদ্‌রাতু سدرة আ.]। আল মনতাহা—বি. শেষ প্রান্ত, শেষ সীমা, চরম সীমা, চূড়ান্ত পর্যায়, সমাপ্তি। [আল মুন্‌তাহা المنتهى – আ.], সূ.সাহিত্য।

**সদাকল্লা**—বাক্য. আল্লাহ্ সত্য বলেছেন। [সাদাকআ আল্লাহু صدق الله – আ.], কয়দানী।

**সনা**—বি. প্রশংসা, স্তুতি, স্তব, গুণগান। রাসুলের প্রশংসা, । [সানা' ثناء আ.], কয়দানী।

**সন্দুক**—বি. সিন্দুক, বাক্স, ট্রাঙ্ক, তহবিল, ফান্ড। [সুন্‌দূক্ব صندوق আ.], সওয়াল।

**সফর**—বি. আরবি দ্বিতীয় মাস। [সাফার صفر – আ.], তোহ্‌ফা।

**সফর**—বি. ভ্রমণ, দেশ পর্যটন, যাত্রা। [সাফ্‌র سفر – আ.], নীতি।

**সফায়ত**— বি. সুপারিশ, শাফাআত। [শাফা'আত شفاعة - আ.], সওয়াল।

**সফী**—বিণ. নির্মল, পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ, খাঁটি, অকৃত্রিম, হযরত আদম (আঃ)-এর উপাধি। [সাফী صفی – আ.], সওয়াল।

**সফেদ**—বিণ. সাদা, শুভ্র। [সেফীদ্ سفید ফা.], সওয়াল।

**সবর**—বি. ধৈর্য্য, সহ্য, সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, অপেক্ষা, দেরী বা বিলম্ব করণ। [সাব্‌র صبر – আ.], তোহ্‌ফা।

**সমি আল্লা হুলেমন হামীদ**—ক্রি. বাক্য. আল্লাহ শুনেন, যে ব্যক্তি প্রশংসা করে– নামাজে রুকু থেকে উঠার পর পড়া হয়। [সামি'আল্লাহু লিমান হামীদ سمع الله لمن حمید - আ.], কয়দানী।

**সব্বা**—বি. শাহাদত আঙ্গুলি, তর্জনী। [সাব্বাব্ سبابة - আ.], কয়দানী।

**সরবত**—বি. একবারে পান, ঢোক, চুমুক, মাত্রা, রস, শরবত, জোলাপ। [শারবাত্ شَرْبَةٌ - আ.], সওয়াল।

**সল ওয়াদ**—বি. صلوات এর বিকৃত রূপ, একবচনে صلوٰة অর্থ- নামায, প্রার্থনা, দোয়া, দরূদ, রহমত। [আ.], তোহ্‌ফা।

**সয়াল**—বি. প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, প্রার্থনা, যাচনা, দাবি, দানভিক্ষা, ভিক্ষা। [সুয়াল سؤال আ.;ব.ব اسئلة], লায়লী।

**সয়ফুল মুলুক**—সয়ফ-বি. তরবারি, তলোয়ার, অসি। [সায়ফ্ سيف আ.] **আল মুলুক**—বি. রাজ্য, দেশ, রাজত্ব, শাসন। [আল মুল্‌ক الملك আ.]। **সয়ফুল মুলুক**—বি. রাজ্যের তরবারি, একজনের নাম বিশেষ। সত্য-কলি।

**সয়ফুল মুলুক**—বি. রাজত্বের অশি। আলোচ্য পুথির নায়কের অভিধা। সয়ফ—বি. তরবারি, অশি। **আল মুলুক**—বি. শাসন ক্ষমতা, রাজত্ব। [সায়্‌ফ্ মুল্‌ক্ سيف الملك আ.], শা.খান।

**সাকিন**—বি. বাসিন্দা, বসবাসকারী, নিবাসী, অধিবাসী। [সাকিন ساكن-আ.; ব.ব. سكّان ], পুথি।

**সাগরেদ**—বি. ছাত্র, শিষ্য, শিক্ষানবীস, দোকানের কর্মচারী, সহকারী। [শা'গরেদ شاگرد – ফা.], সত্য-কলি।

**সাত্তার**—বি. গোপনকারী, আড়ালকারী, আবরক। [সাত্তার ستّار – আ.], পদ-সাহিত্য।

**সাদি**—বি. আনন্দ, খুশি, আনন্দোৎসব, ঈদ, সভা, বিয়ে, পরিণয়, দাম্পত্য বন্ধন, পাণিগ্রহণ। [শা'দী شادی-ফা.], শা.খান।

**সানি**—বি. দ্বিতীয়, অন্য, অপর, পরিবর্তনকারী। [ছানী ثانٍ – আ.], কয়দানী।

**সাফা**—বি. সাফাঃ পবিত্র কা'বাঘরের সন্নিকটস্থ একটি পাহাড়। হজ্বকালে হাজীদের এ পাহাড় প্রদক্ষিণ করতে হয়। [আস-সাফা الصفا – আ.], চরিত-২।

**সাবান**—বি. আরবি অষ্টম মাস। [সা'বান شعبان – আ.], তোহ্‌ফা।

**সামিল**—বি. শামিল, অন্তর্ভুক্ত, অন্তর্ভূক্তকারী, পরিব্যাপ্ত, ব্যাপক, সাধারণ। [শামিল্ شامل – আ.], পুঁথি।

**সালেস**—বি. তৃতীয়। [ছালিছ্ ثالث- আ.], কয়দানী। **সামাদ**—বি. অমুখাপেক্ষী, প্রয়োজনমুক্ত, অভাবমুক্ত, শাশ্বত, চিরন্তন। [সামাদ صمد-আ.], কয়দানী।

**সামিউন**—বি. শ্রবণকারী, শ্রোতা। [সামী'উন سميع – আ.], কয়দানী।

**সালাম**—বি. শান্তি, নিরাপত্তা, শান্তিকামনা, শান্তিদাতা, অভিবাদন। [সালাম্ سلام – আ.], তোহ্‌ফা।

**সালার**—বি. দলপতি, সেনাপতি, সর্দার, অফিসার, দিশারী, জেনারেল। [সা'লা'র سالار – ফা.], শা.খান।

**সালেহ**—হযরত ছালেহ (আঃ)। [সালিহ্ صالح – আ.], সওয়াল।

**সাহেব**—বি. সঙ্গী, সাথী, বন্ধু, মালিক, কর্তা, ওয়ালা, অধিকারী। [সাহিব্ صاحب আ.;ব.ব. أصحاب ], শা.খান।

**সিতাব**—বিণ. কাজ ও চলার গতির ক্ষেত্রে দ্রুততা/তাড়াহুড়া। [শেতা'ব شتاب ফা.], শা.খান।

**সিদ্দিক**—বি. সত্যবাদী, সৎ, ন্যায়পরায়ণ, খাঁটি ইমানদার, বিশ্বস্ত, হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর উপাধি। [সিদ্দীক্ব صديق - আ.], লায়লী।

**সিফাত**—বি. বিণ, গুণ, মাহাত্ম্য, সচ্চরিত্র, বিশেষণ, বৈশিষ্ট্য, ধর্ম, বর্ণনা, বিবরণ। [সিফাত্/সিফাহ্ صفة-আ.], তোহ্ফা।

**সিরাজ**—বি. দীপ, প্রদীপ, বাতি, চেরাগ, আলো, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। [সিরাজ سراج - আ.], লায়লী।

**সুন্নত, সুন্না**—বি. রীতি, নিয়ম, পথ, পন্থা, সুন্নত, স্বভাব, হাদিস। [সুন্নাহ্ سنة - আ.], তোহ্ফা।

**সুলতান**—বি. সম্রাট, রাজা, বাদশাহ, শাসনকর্তা, তুরস্কের পূর্বতন বাদশাগণের উপাধি বিশেষ। [সুল্ত্বান سلطان আ.], সত্য-কলি।

**সুলতানাত**—বি. রাজত্ব, সাম্রাজ্য, রাজ্য। [সাল্তানাত্ سلطنت - আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**সুলেমান**—বি. হযরত সোলায়মান (আঃ) নবী। [সুলায়মান سليمان - আ.], লায়লী।

**সুরত**—বি. ছবি, ফটো, আকৃতি, চিত্র, প্রতিকৃতি, কপি, অনুলিপি, পদ্ধতি। [সূরাহ/সূরাত صورة - আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**সুরত ইসুফ**—বি. পবিত্র কোরআনের দ্বাদশ সুরাহ। যেখানে নবী হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

**সূরাহ**—বি. পবিত্র কোরআনের অধ্যায়। [সুরাত/সুরাহ سورة - আ.]। [সুরাত ইউসুফ/সুরাহ ইউসুফ سورة يوسف - আ.], তোহ্ফা।

**সুরত এখলাস**—বি. পবিত্র কোরআনের ১১২তম সুরাহ। **এখলাস**—বি. আন্তরিকতা, অকপটতা, বাছাইকরণ। [ইখলাস اخلاص-আ.]। [সুরাহ এখলাস سورة اخلاص আ.], তোহ্ফা।

**সুরা কওসর**—বি. পবিত্র কোরআনের ১০৮তম সুরাহ। **কওসর**—বি. প্রচুর, প্রাচুর্যপূর্ণ, বিপুল। [আল-কাওসার الكوثر - আ.]। [সুরাহ আল-কাওসার سورة الكوثر আ.], তোহ্ফা।

**সুরা কদর**—বি. পবিত্র কোরআনের ৯৭তম সুরাহ। **কদর**—বি. মর্যাদা, মূল্য, ভাগ্য, নিয়তি, পরিমাণ, পরিমাপ। [সূরা আল-ক্বাদর سورة القدر আ.], তোহ্ফা।

**সুরত কাহাফ**—বি. পবিত্র কোরআনের ১৮তম সুরাহ। কাহাফ—বি. গুহা, মর্ত, পর্বতকন্দর। [সুরাহ্ আল-কাহাফ্ سورة الكهف - আ.], তোহ্ফা।

**সুরত তাহা**—বি. পবিত্র কোরআনের ২০তম সুরাহ। [সুরাহ্ ত্বাহা سورة طه - আ.], তোহ্ফা।

**সুরত নুহ**—বি. পবিত্র কোরআনের ৭১তম সুরাহ। [সুরাহ্ নূহ سورة نوح - আ.], তোহ্ফা।

**সুরত ফজর**—বি. পবিত্র কোরআনের ৮৯তম সুরাহ। ফরজ—বি. প্রভাত, ঊষা, সকাল, সূচনা। [সুরাহ্ আল-ফাজ্র سورة الفجر আ.], তোহ্ফা।

**সুরত ফাতেহা**—বি. পবিত্র কোরআনের প্রথম সুরাহ। ফাতেহা—বি. সূচনা, সূত্রপাত, ভূমিকা, মুখবন্ধ, উপক্রমনিকা। [সুরাহ আল-ফাতিহাহ্ سورة الفاتحة আ.], তোহ্ফা।

**সুরা যুমা**—বি. পবিত্র কোরআনের ৬২তম সুরাহ। এই সুরাতে জুম্মার নামাজের বিধান বর্ণিত হয়েছে। [সুরাহ আল-জুম্'আহ سورة الجمعة আ.], তোহ্ফা।

**সুরুজ**—বি. سراج এর ব.ব.। অর্থ- দীপ, প্রদীপ, বাতি, চেরাগ। [সুরুজ سرج – আ.]। পদ সাহিত্য।

**সূফী**—বিণ. পশমী, সূফীবাদী, আধ্যাত্মিক, ধার্মিক, ধ্যানরসিক বা মরমী সাধক। [সূফী صوفى – আ.], সত্য-কলি।

**সেমর**—বি. ইয়াজিদের সেনাপতি যে হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল। [শেম্র্ شمر - ফা.], কাব্য সংগ্রহ।

**সোকর**—বি. কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ, প্রশংসা, শুকরিয়া। [শুক্র شكر -আ.], তোহ্ফা।

**সোয়াব**—বি. প্রতিদান, প্রতিফল, পুরস্কার, ছওয়াব, সওয়াব। [ছাওয়াব্ ثواب - আ.], কয়দানী।

**সোবহানাজিল জবরুত**—বি. শক্তিমত্ত, দাপট, প্রভাব ও অহংকারের অধিকারী (প্রভু) অতিপবিত্র। [সুব্হানা যী আল-জাবারূত سبحان ذى الجبروت আ.], সওয়াল।

**সোবহানাজিল মলকুত**—বি. কর্তৃত্ব, রাজত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী (প্রভু) অতি পবিত্র। [সুব্হানা যী আল-মালাকূত سبحان ذى الملكوت আ.], সওয়াল।

## [হ]

**হএয়াত, হায়াত**— বি. জীবন, প্রাণ। [হায়াত/হায়াহ حياة – আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**হক**—বি. অধিকার, হক, দাবি, পাওনা। [হাক্ব حق – আ.], সূ.সাহিত্য।

**হজ**—বি. পুণ্যভূমি মক্কায় সমাবেশভিত্তিক মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ইবাদত। [হাজ্জ حج আ.], তোহ্ফা।

**হজরত**—বিণ. সম্মানিত, মাননীয়, মহামান্য, অতি সম্মানিত। [হাদ্রাহ/হাদ্রাত্ حضرة – আ.;ব.ব.حضرات], চরিত-২।

**হরকত**— বি. নড়ন, চলন, নাড়া, গতি, আন্দোলন, চলাচল, স্বরচিহ্ন, ধ্বনি-চিহ্ন। [হারাকাত্ حركة – আ.], কয়দানী।

**হরগেজ**—বি. [নেতিবাচক ক্রিয়ার সাথে ব্যবহার্য] কখনো না, কোন অবস্থাতেই নয়। [হার্গেয্ هرگز - ফা.] কাব্য সংগ্রহ।

**হলকুম**— বি. গলা, কণ্ঠনালী, গলবিল, খাদ্যনালী। [হুল্কুম্ حلقوم আ.;ব.ব. حلاقيم], কাব্য সংগ্রহ।

**হরফ**—বি. বর্ণ, অক্ষর, অব্যয়, বর্ণমালার লেখ্য সংকেত। [হার্ফ حرف - আ.], সত্য কলি।

**হাইয়া আলাস সালা**—বাক্য. নামাজের জন্য আস। নামাজের আযানের অংশবিশেষ। [হায়্যা আলাস্ সালাহ حى على الصلوٰة আ.], কয়দানী।

**হাউজ কওসর**—হাউজ—বি. পানির হাউজ, জলাধার, পুকুর, বেসিন। [হাউদ حوض – আ.]। কাওসর—দ্র. সূরত

কওসর। হাউজ কওসর—বি. প্রাচুর্যপূর্ণ জলাধার। [হাউদ আল-কাওসার حوض الكوثر আ.], তোহ্‌ফা।

**হাওয়া**—বি. গাঢ় সবুজ, গাঢ় লাল, কালো, হযরত হাওয়া (আঃ)। [হাওয়্যা حواء - আ.], সওয়াল।

**হাকিকৎ**—বি. বাস্তব, বাস্তবতা, প্রকৃত অবস্থা, আসল ব্যাপার, সঠিক বিবরণ, তথ্য। [হাক্বীক্বাহ حقيقة - আ.], তোহ্‌ফা।

**হাকিম**—বি. শাসনকর্তা, শাসক, প্রশাসক, গভর্নর, বিচারক। [হাকিম حاكم - আ.], লায়লী।

**হাছদ**—বি. হিংসা, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা। [হাসাদ্ حسد - আ.], পুঁথি।

**হাজামত**—বি. শিঙ্গা বসিয়ে দেহের রক্ত বের করা, রক্ত বের করা। [হেজা'মাৎ حجامت - ফা.], নীতি।

**হাজার**—বি. দশ শত। [হাযা'র هزار-ফা.], শা.খান।

**হাজি**—বি. হজ্ব পালনকারী। হজ্ব আদায়কারী, যিনি মক্কা হতে হজ্জ করে এসেছেন। [হা'জী حاجى ফা.; আ. حاج ], সত্য কলি।

**হাজেরা**—বি. নবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সহধর্মিনী এবং ইসমাইল (আঃ)-এর মাতা। [হাজিরাহ্ هاجرة - আ.]। চরিত-২।

**হাতিম**—দাতা জগতের কিংবদন্তী, আরবের তাঈ কবিলার সর্দার হাতেম তাঈ। আবদুল্লাহ ইবনে সা'আদের পুত্র। আর সাহাবী হযরত আদী (রাঃ)-এর বাবা। [হাতিম حاتم - আ.], লায়লী।

**হাদিয়া**—বি. দান. উপহার, উপঢৌকন, হাদিয়্য। [হাদিয়্যাহ্ هدية - আ.; ব.ব. هدايا ], তোহ্‌ফা।

**হাদিস**—বি. কথা, আলোচনা, কথিকা, কাহিনী, রাসুল (সঃ)-এর বাক্য, কার্য এবং অনুমোদিত বাক্য ও কার্য। [হাদীস্ حديث - আ.], নীতি।

**হাফিজ**—বি. রক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক, সংরক্ষণকারী, হেফাজত কারী। [হাফিয حافظ - আ.], পদ সাহিত্য।

**হাবিব আল্লা**—বাক্যাংশ. আল্লাহর বন্ধু। [হাবীব্ আল্লাহ্ حبيب الله আ.], পুঁথি।

**হাবিল**—বি. হযরত আদম-হাওয়া (আঃ)-এর গর্ভজাত প্রথম সন্তান। [হাবীল هبيل আ.], সওয়াল।

**হাবিয়া**—বি. দোজখ, নর্‌ক। [হাবিয়াহ্ هاوية - আ.], সওয়াল।

**হাম**—বি. নূহ (আঃ)-এর এক পুত্রের নাম। [হাম حام - আ.], সিকান্দর।

**হামজা**—বি. নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পিতৃব্য আমীর হামজা। চরিত-২।

**হামজা**—অব্যয়, আরবি বর্ণমালার অন্যতম বর্ণ। [হাম্‌জাহ্ همزة - আ.], কাব্যসংগ্রহ।

**হামদ**—বি. প্রশংসা, স্তুতি, স্তব, তারিফ, গুণগান, মহিমা, আল্লাহর প্রসংশা। [হামদ حمد - আ.], লায়লী।

**হামনাম**—বি. একই নামের। [হামনা'ম هم نام - ফা.]।

**হামেসা**—বি সর্বদা, সব সময়ের জন্য। [হামীশে همیشه ফা.], শা.খান।

**হাম্বলি**—বি. হাম্বলী : হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। [হাম্বালী حنبلي – আ.], কয়দানী।

**হামীদুম মজিদ**—বি. মহান প্রশংসাকারী পবিত্র কোরআনের আয়াতাংশ। [হামীদুন্ মাজীদুন্ حميد مجيد আ.], কয়দানী।

**হাম্মাম**—বি. গোসলখানা, সুইমিংপুল, গোসল। [হাম্মাম্ حمام আ.; ব.ব.حمّامات], কাব্য সংগ্রহ।

**হামারি**—বি আমাদের সকলের। [হামারী ہماری – উ.], পদ সাহিত্য।

**হারাম**—বি. নিষিদ্ধ, অবৈধ, পবিত্র, (হজ্ব কিংবা ওমরার জন্য) এহরামরত, ইসলাম ধর্মের বিধানে অবৈধ বা নিষিদ্ধ কাজ, প্রাণী বা বিষয়বস্তু। [হারাম حرام আ.], নীতি।

**হারুত**—বি. ফিরিশ্তার নাম। [হারুত هاروت – আ.], চরিত-১।

**হাল**—বি. অবস্থা, হাল, পরিস্থিতি, অবস্থান, বিষয়, ক্ষেত্র, সময়, বর্তমান।[হাল্ حال-আ.; ব.ব. أحوال ], সূ.সাহিত্য।

**হালাক**—বি. ধ্বংস বিনাশ, সর্বনাশ, মৃত্য। [হালাক্ هلاك – আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**হালাল**—বিণ. বৈধ, আইনানুগত, বিধিসম্মত, ইসলাম ধর্মানুসারে বৈধ ও পবিত্র। [হালাল حلال - আ.], কয়দানী।

**হালেত**—বি. অবস্থা, দশা, পরিস্থিতি, ক্ষেত্র, হালত। [হালাত্ حالة - আ.], কয়দানী।

**হালিমা**—বি. রাসুল (সঃ)-এর দুধমাতার নাম। [হালীমাহ্ حليمة - আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**হাশমত**—বি. পরিজন, অনুচরবর্গ, পরিচারক বৃন্দ। [হিশ্মাহ্/হিশ্মাত حشمة আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**হাশর**—বি. সমাবেশ, ভিড়, চাপ, কেয়ামত, পুনরুত্থান। [হাশ্র حشر – আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**হাসেমী**—বিণ. বনু হাশিম গোত্রীয়। [হাশিমী هاشمي – আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**হাসেল**—বিণ. অর্জিত, প্রাপ্ত, লব্ধ, হাসিল। [হাসিল حاصل – আ.], কাব্য সংগ্রহ।

**হায়ওয়ান**—বি. প্রাণী, জীব, জানোয়ার, পশু। [হায়্ওয়ান্ حيوان আ.], কয়দানী।

**হায়জ**—বি ঋতুস্রাব, রজঃস্রাব, হায়েয, মাসিক। [হায়জ্ حيض -আ.], কয়দানী।

**হিজরত**—বি. দেশত্যাগ, প্রস্থান, হিজরত। [হিজ্রাত্ هجرة আ.], কয়দানী।

**হিম্মত**—বি. সাহস, উদ্যম, প্রচেষ্টা। [হেম্সাত্ همت ফা.], সূ. সাহিত্য।

**হিস্সা**—বি অংশ, ভাগ, খণ্ড, ক্লাসের, পিরিয়ড। [হিস্সাহ্ حصّة আ.], কয়দানী।

**হুকুম**—বি. আদেশ, নির্দেশ, আজ্ঞা, বিধান, আইন, নীতি, রায়, অনুমতি। [হুক্ম حكم – আ.], তোহ্ফা।

**হুজুর**—বি. উপস্থিত, হাজিরি, বিদ্যমানতা, আগমন, যোগদান, অংশগ্রহণ, সম্মানসূচক সম্বোধন, মহাশয়, প্রভু, মনিব। [হুদুর حضور – আ.], তোহ্ফা।

**হুজরা**—বি. কক্ষ, কামরা, প্রকোষ্ঠ, হুজরা, মহল। [হুজ্রাহ্ حجرة – আ.; ব.ব. حجرات / حجر ], চরিত-১।

**হুদুদ**—বি. حد এর ব.ব.। সীমা, সীমানা, সীমান্ত, প্রান্ত, ধার, তীব্রতা, শাস্তি, দণ্ড, সাজা, সংজ্ঞা। [হুদূদ حدود - আ.], সওয়াল।

**হুর**—বি. বেহেশতের হূর, অপ্সরী, পরী, বিনাশ, ধ্বংস, অতিশয় সুন্দরী। [হূর্ حور - আ.], চরিত-২।

**হুরমত**—বিণ. পবিত্রতা, নিষিদ্ধতা, মর্যাদা, সম্মান। [হুর্মাহ্ /হুর্মাত حرمةআ.; ব.ব. حرمات ], কাব্য সংগ্রহ।

**হুলকুম**—বি. গলা, কণ্ঠনালী, গলবিল, খাদ্যনালী। [হুল্কূম حلقوم - আ.], তোহ্ফা।

**হুশিয়ার**—বি. বুদ্ধিমান, মনোযোগী, জাগ্রত, যত্নশীল, চৌকস, বিচক্ষণ। [হুশিয়ার هوشيار - ফা.], সূ.সাহিত্য।

**হেকমত**—বিণ. প্রজ্ঞা, বিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, তাৎপর্য, সারগর্ভ উক্তি। [হিক্মাহ্ حكمة - আ.; ব.ব. حكم ], কয়দানী।

**হেজ্জাজ**—বি. হেজায্ : লোহিত সাগরের পূর্ব উপকূলবর্তী আরব অঞ্চল। [আল-হিজায্ الحجاز - আ.], চরিত-২।

**হেদায়া**—বি. বোরহানউদ্দিন মরগিনাণী প্রণীত ইসলামী আইন ও মুসলিম বিধান বিষয়ক একটি প্রামাণ্য প্রাথমিক তথ্য সূত্রগ্রন্থ। [হিদায়াহ্ هداية-আ.], তোহ্ফা।

**হেসাব**—বি. হিসাব, নিকাশ, গণনা, বিবেচনা, পরিমাপ, চালান, বিল, অঙ্ক, জমা খরচের গাণিতিক বিবরণ। [হিসাব حساب-আ.], সত্য কলি।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ তাঁর সম্পাদিত পুথিতে পর্যাপ্ত টীকা টিপ্পনী সংযোগ করলেও আরবি-ফারসি ও উর্দু শব্দাবলিকে অনেক ক্ষেত্রে চিহ্নিত করেননি, ফলে পাঠক ও গবেষকগণ এ সকল শব্দ চিহ্নিত করতে সক্ষম হত না। এ অভাব পূরণ করার সুপ্ত ইচ্ছাই বক্ষমান প্রবন্ধ রচনার পটভূমি। অধ্যাপক শরীফ অসাধারণ সাধনা-বিনিয়োগে মধ্যযুগের পুথি সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন, এ প্রজন্মের গবেষকগণ যদি তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণে সেই ঐতিহ্যকে আরো বেগবান করতে পারে তাহলে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনেক গুপ্ত সম্পদ এবং অজানা তথ্য লোক সমাজে প্রচার ও প্রসারের সুযোগ পাবে। এ ক্ষেত্রে আলোচ্য প্রবন্ধে উপস্থাপিত পুথিতে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি ও উর্দু শব্দমালার উৎস, প্রকৃতি ও অর্থ উল্লেখের এ প্রয়াস সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

**তথ্যনির্দেশ ও টীকা**

১. আহমদ কবির, 'আহমদ শরীফ : জীবন কথা' *আহমদ শরীফ স্মারক গ্রন্থ* (ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০১), পৃ.২১

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯

৩. দ্র. কাজী রফিকুল হক, 'বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি-তুর্কি-হিন্দি (উর্দু) শব্দের অভিধান', প্রসঙ্গ কথা, *সাহিত্য পত্রিকা* ॥বাংলা বিভাগ॥ তেতাল্লিশ বর্ষ ॥তৃতীয় সংখ্যা॥ জুন ২০০০, পৃ. ৬৯-৭১

৪. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৫৭, পৃ. ১৩৪

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১১-১২

৬. দ্র. কাজী রফিকুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ.৭১-২

৭. ড. মুহম্মদ শহীদল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ২৮৫

৮. দৌলত উজির বাহরাম খাঁ, *লায়লী মজনু*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), চতুর্থ মুদ্রণ, উৎসর্গ পত্র।

৯. আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, *পুথি পরিচিতি* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : বাঙলা বিভাগ, ১৯৫৮), প্রথম মুদ্রণ, ভূমিকা।

১০. *মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ* (ঢাকা: বাঙলা একাডেমী, বাং ১৩৬৯), ভূমিকা।

১১. অধ্যাপক আহমদ শরীফ, 'পাণ্ডুলিপি পরিচিতি', *নীতিশাস্ত্রবার্তা* (ঢাকা: বাঙলা এাডেমী, ১৯৬৫), পৃ.৩

১২. পূর্বোক্ত, প্রসঙ্গ কথা।

১৩. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *শাবারিদ খান গ্রন্থাবলী*,(ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৬), ভূমিকা।

১৪. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *মধ্যযুগের রাগ-তালনামা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬), ভূমিকা।

১৫. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), সওয়াল সাহিত্য (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬), ভূমিকা।

১৬. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), সিকান্দর নামা (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), ভূমিকা।

১৭. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *বাঙলার সূফী সাধক* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯), ভূমিকা।'